পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 23 Tuesday, 23 December, 2025 ✻ ৩১ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা ✻ ৭ পৌষ ১৪৩২, মঙ্গলবার, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

‘ওরা থাকুক দেওয়ালে, তৃণমূল থাকুক খেয়ালে’

বিজেপিকে ‘ক্লান্ত’ করে নেতাজি ইন্ডোর থেকে দিল্লি দখলের ডাক মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বরঃ এসআইআর ইস্যুতে বাংলা দখলের স্বপ্ন দেখছে বিজেপি, এমন অভিযোগ আগেই করেছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলের বিএলএ ও বিএলএ-২দের বৈঠক থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে সরাসরি দিল্লি দখলের ডাক দিলেন তিনি। স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, ‘‘যতই করুন এসআইআর, বাংলা হবে না আপনাদের। এবার ওদের দিল্লি কেড়ে নেব!’’ বক্তব্যের শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী মমতা বলেন, এসআইআর করে ভোটার বাদ দেওয়ার মাধ্যমে বিজেপি ও কমিশন বাংলাকে দখল করতে চাইছে। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হবে। তাঁর কথায়, ‘‘কমিশন ভাবে কী? ভোটার বাদ দিয়ে আমাদের বাদ দেবে? মানুষই আপনাদের বাদ দিয়ে দেবে।’’ বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের রণকৌশলও স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘‘লড়াই করে ওদের ক্লান্ত করে দিতে হবে। কারণ ওরা মাঠে নামে না, ওরা থাকে টিভির পর্দায়। আর আমরা থাকি মানুষের মধ্যে। সেই সঙ্গে কটাক্ষ ছুড়ে যোগ করেন, ওরা থাকুক দেওয়ালে, তৃণমূল থাকুক খেয়ালে!’’ এদিনের বক্তব্যে ছিল একের পর এক রাজনৈতিক হুঁশিয়ারি। বিজেপিকে রুখতে কর্মীদের প্রাণপণ লড়াইয়ের ডাক দিয়ে মমতা বলেন, ‘‘প্রাণ দিয়ে, জীবন দিয়ে বিজেপিকে রুখতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, নেতারা পারবে না-কর্মীরা পারবে। এই লড়াই আমাদের বাঁচার লড়াই। এ লড়াই আমাদের জিততেই হবে।’’ ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে

কার্যত বিজেপির ‘শেষ অধ্যায়’ বলে ঘোষণা করেন তৃণমূলনেত্রী। তাঁর কণ্ঠে স্পষ্ট বার্তা, ‘‘২৬-এর নির্বাচন হবে বিজেপির বিসর্জন। বিজেপির দালালদের বিসর্জন। বিজেপিকে জিরো করে দিতে হবে।’’ একই সঙ্গে মতুয়া, তপসিলি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উদ্দেশেও আশ্বাসের বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। ভয় না পাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘‘ওরা টাকা দিয়ে আপনাদের ভাগ করতে চাইছে। ওদের টোপে পা দেবেন না।’’ ইনডোরের সভা থেকে তাই শুধু বিজেপি নয়, কমিশনকেও নিশানা করে একপ্রকার যুদ্ধঘোষণাই করে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়- বার্তা একটাই, বাংলা নয়, এবার লক্ষ্য দিল্লি। এদিনের সভাতেই হল মাইক বিভ্রাট। ক্ষণিকের জন্য থেমে যেতে হল তৃণমূল সুপ্রিমোকে। ক্ষোভের ছুরি পড়ল দলের নেতা, পুলিশ এবং ইন্ডোর পরিচালনাকারীদের উপর। মমতার সভা চলাকালীন একাংশের বিএলওরা অভিযোগ তুললেন মঞ্চের পিছন দিকে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা কিছু শুনতেই পাচ্ছেন না। অবশ্য এই মাইক বিভ্রাটের নেপথ্যে ‘অন্তর্ঘাতেরও’ ছক থাকতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন মমতা। তিনি বললেন, ‘‘ইন্ডোরে যে মাইক ম্যানেরা কাজ করছেন, আমি কিন্তু বারবার দেখছি, আপনারা সমস্যা তৈরি করছেন। আগের দিন শিল্প বৈঠকেও কেউ কেউ আমায় এই মাইক নিয়ে সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন। আজও একই অবস্থা। এটা খুব খারাপ। এবার কিন্তু আমাকে অ্যাকশন নিতে হবে। আপনারা কাজ করছেন, টাকা পাচ্ছেন। কিন্তু পরিষেবা কোথায়?’’ পুলিশ ও দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের দিকেও ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। মঞ্চ থেকেই সুর সপ্তমে তুলে তিনি বললেন, ‘‘পুলিশ কী করছে? পার্টির যাঁরা দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁরা কী করছেন? তাঁরাই বা কেন সাউন্ড চেক করবেন না? প্রতিদিনই মাইকে একই রকম সমস্যা হচ্ছে। আচ্ছা, এটা সাবোটাজ (পড়ুন অন্তর্ঘাত) নয় তো?’’ ছবি-সৌরভ দত্ত

বিপাকে রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বরঃ সল্টলেকের দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে বিপাকে পড়লেন জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মণ। তাঁর আগাম জামিন নিয়ে বিধাননগর আদালতের নির্দেশ সোমবার খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুধু তাই নয়, আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রশান্ত বর্মণকে আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনে অন্যতম অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মণ। ওই খুনের ঘটনায় একের পর এক গ্রেফতারির পর বারাসত আদালতের দ্বারস্থ হন রাজগঞ্জের বিডিও। আগাম জামিন পান। এরপর বিধাননগর আদালত থেকেও আগাম জামিন পান তিনি। তাঁর আগাম জামিনের বিরোধিতা করেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় পুলিশ। এদিন সেই আবেদনের শুনানির সময় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেন, খুনের মতো ঘটনায় জামিন কিংবা আগাম জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতকে অভিযুক্তের যে যে বিষয়গুলি দেখতে হয়, তার কোনওটাই বিধাননগর আদালত দেখেনি। বিচারক গুরুতর ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ অস্বীকার করে জামিন দিয়েছেন। তাই নিম্ন আদালতের নির্দেশ খারিজ করেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। শুধু তাই নয়, হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রশান্ত বর্মণকে আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে। গত ২৯ অক্টোবর নিউটাউনের যাত্রাগাছির খালধার থেকে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যার দেহ উদ্ধার হয়েছিল। তাঁর বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের মোহনপুর থানার দিলমাটিয়া গ্রামে। ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে। মৃতের পরিবার বিডিও প্রশান্ত বর্মণের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। বর্তমানে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ ঘটনার তদন্ত করছে। স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে এখনও পর্যন্ত ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কিন্তু, প্রশান্ত বর্মণ গ্রেফতার না হওয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছে স্বপন কামিল্যার পরিবার। তবে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রথম থেকেই খারিজ করে দিয়েছেন রাজগঞ্জের বিডিও। প্রশান্ত বর্মণ দাবি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। সত্যের জয় হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। হাইকোর্টের নির্দেশের পর এখন তিনি কী করেন, সেটাই দেখার।

যুবভারতীকাণ্ডে ধৃতদের জামিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বরঃ যুবভারতীতে ভাঙচুরের ঘটনায় ধৃত ৯ জনের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করল বিধাননগর এসিজেএম আদালত। সোমবার এই নির্দেশ দেয় আদালত। বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করেছিল। গত ১৩ ডিসেম্বর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এসেছিলেন আর্জেন্তিনার ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি। সেই অনুষ্ঠান ঘিরে তুমুল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। যুবভারতীতে মেসির অনুষ্ঠান দেখতে বহু মানুষের ভিড় হয়েছিল সে দিন। মেসি যখন স্টেডিয়ামে ঢোকেন, সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস-সহ প্রায় শতাধিক

মানুষ। একেবারে ঘিরে ছিলেন মেসিকে। গ্যালারিতে যাঁরা বসেছিলেন, মেসির ঝলকটুকুও দেখতে পাননি তাঁরা। ভিভিআইপিরা যখন মেসির সঙ্গে সেলফি তুলতে ব্যস্ত, হাজার হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কেটেও গ্যালারিতে তখন মেসিকে এক ঝলক দেখার জন্য উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন ভক্তরা। এর পরেই রাগের পারদ চড়তে থাকে। এর পরেই তুমুল অশান্তি শুরু হয় স্টেডিয়ামে। গ্যালারিতে ভাঙচুর, মাঠে চেয়ারের ভাঙা টুকরো, বোতল ছোড়া, ভিআইপি চেয়ারে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। তুমুল তাণ্ডব চলে ঐতিহ্যের যুবভারতীতে। এমনকী মাঠে রাখা কার্পেট, ফুলের টব পর্যন্ত তুলে নিয়ে পালায় কেউ কেউ। সেই ঘটনায় ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রত্যেকেই জামিন পেলেন সোমবার।

নখ-দন্তহীন ইউনূস!

কার ইশারায় চলছেন, সব বলে দিলেন হাসিনা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বরঃ বাংলাদেশ আবার অশান্ত। ফের আগুন জ্বলছে, বিক্ষোভ-আন্দোলন হচ্ছে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদি-র মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। এবার বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুললেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আক্রমণ করলেন মহম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারকে। হাসিনা বলেন যে ইউনূস হাতের পুতুল হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের বিদেশনীতি সম্পূর্ণভাবে মৌলবাদীদের হাতে চলে গিয়েছে। কট্টরপন্থীদের হাতে চলে গিয়েছে বাংলাদেশ, তাই ইউনূস সরকার ভারত বিরোধী বিবৃতি দিচ্ছে। সংবাদসংস্থা এএনআই-কে দেওয়া ইমেইল সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের ক্ষমতার শীর্ষে বসে থাকা মহম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক সব অভিযোগ এনেছেন। ভারত বিরোধী নেতা, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির হত্যা এবং তারপর বাংলাদেশ জুড়ে যে নৈরাজ্যের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তা অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার প্রমাণ। হাসিনা লিখেছেন যে তিনি দেশ ছাড়ার পরই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে, ক্রমাগত অশান্তিতে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি আরও অস্থির হয়ে উঠছে। ভারতের সঙ্গেও সম্পর্ক খারাপ হচ্ছে। ইউনূস সরকারকে নখ-দন্তহীন সরকার বলেই উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। হাসিনা লেখেন, ‘এই নির্মম হত্যাকাণ্ড আইন-শৃঙ্খলাহীনতার প্রতিফলন, যার ফলে আমার সরকার উৎখাত হয়েছিল। ইউনূসের অধীনে এই পরিস্থিতি বহুগুণে বেড়েছে। হিংসা এখন স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর অন্তর্বর্তী সরকার হয় তা অস্বীকার করছে, নয়তো তা ঠেকাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এই ধরনের ঘটনাগুলি শুধু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতাকেই নষ্ট করছে না, বরং প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ককে বিপন্ন করছে, যারা ন্যায়সঙ্গতভাবেই উদ্বেগের সঙ্গে সবকিছু লক্ষ্য করছে। ভারত এই

বিশৃঙ্খলা, সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়ন এবং আমরা একসঙ্গে যা কিছু গড়ে তুলেছিলাম, তার ক্ষয় দেখতে পাচ্ছে। যখন আপনি নিজের সীমান্তের ভেতর ন্যূনতম শৃঙ্খলাও বজায় রাখতে পারেন না, তখন আন্তর্জাতিক আঙিনায় আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা ভেঙে পড়ে। এটাই ইউনূসের বাংলাদেশের বাস্তবতা।’ ইউনূস সরকারকে সরাসরি আক্রমণ করে হাসিনা বলেন, ‘‘ইউনূস তাঁর মন্ত্রিসভায় চরমপন্থী-মৌলবাদীদের স্থান দিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদীদের জেল থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত গোষ্ঠীগুলিকে জনজীবনে ভূমিকা নিতে অধিকার দিয়েছেন।’ তিনি আরও বলেন যে একটি জটিল দেশ শাসন করার মতো অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে ইউনূসের। তিনি বলেন, ‘চরমপন্থী শক্তিগুলি ইউনূসকে ব্যবহার করে বিদেশে নিজেদের একটি সংযত ভাবমূর্তি তুলে ধরছে, আর দেশের ভেতরে কঠোর ও কট্টর এজেন্ডা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।’ হাসিনা বলেন যে এই কার্যকলাপ শুধু ভারতের জন্যই উদ্বেগের নয়, বরং সমস্ত দেশ যারা দক্ষিণ এশিয়ার উন্নতির জন্য বিনিয়োগ করেছে, তাদের সকলের হওয়া উচিত। ধর্মনিরপেক্ষতাই বাংলাদেশের সবথেকে বড় শক্তি ছিল। বাংলাদেশে হিন্দু যুবক দিপু চন্দ্র দাসকে হত্যার ঘটনাতেও ইউনূস সরকারকেই দায়ী করেছেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, ‘বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে এই সরকার।’ চট্টগ্রামে ভারত ভিসা পরিষেবা আপাতত বন্ধ করে দেওয়ার প্রসঙ্গেও এ দেশের পাশেই দাঁড়িয়েছেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন যে ভারতের এই উদ্বেগ একদম যুক্তিযুক্ত। একটি দায়িত্বশীল সরকার তাদের কূটনৈতিক মিশন রক্ষা করবে এবং যারা হুমকি দেয়, তাদের শাস্তি দেয়। আর সেখানেই ইউনূস সরকার হুলিগানদের সুরক্ষা দিয়ে তাদের যোদ্ধা বলছে।

কমিশনের ত্রয়ী দল রাজ্যে, হিয়ারিং প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বরঃ পশ্চিমবঙ্গে আসছে নির্বাচন কমিশনের উচ্চপদস্থ তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল, যারা মূলত হিয়ারিং সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন। এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। এছাড়াও টিমে থাকবেন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এসবি জোশি এবং ডেপুটি সেক্রেটারি অভিনব আগরওয়াল। নির্বাচন কমিশনের সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিনিধি দল ২৪ ডিসেম্বর রাজ্যের নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া মাইক্রো অবজার্ভারদের ট্রেনিং সেশনে উপস্থিত থাকবেন। কমিশনের এই উদ্যোগ মূলত হিয়ারিং প্রক্রিয়ার কার্যক্রমকে আরও স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য নেওয়া হয়েছে। ট্রেনিংয়ে উপস্থিত থেকে তারা মাইক্রো অবজার্ভারদের কাজের পদ্ধতি, নিয়মাবলী এবং প্রক্রিয়াগত বিষয়গুলি সরাসরি পর্যবেক্ষণ করবেন।

‘এসআইআরের ধাক্কায় মমতা নিজেই বেসামাল’, নেতাজি ইনডোরের বৈঠককে খোঁচা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বরঃ সোমবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে বিএলএ এবং বিএলএ-২দের নিয়ে বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর ইস্যুতে হওয়া এই বৈঠককে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রীকেই খোঁচা দিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। স্বচ্ছতার সঙ্গে এসআইআরের কাজ করছে। আর এটাই আসল কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভয় পাওয়া, খোঁচা তাঁর। এদিকে বারবার অমিত শাহকে নিশানা করার প্রসঙ্গে মমতাকে কটাক্ষ করে শুভেন্দুর সংযোজন, ‘‘উনি আরিজ আফতাবকে রেখে রাজ্যের মানুষকে ঠকিয়েছিলেন। উনি রাজীব সিনহার

মত অফিসারকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার অফিসে বসিয়ে যা করেছিলেন এখন সেটা করতে পারছেন না, তাই অমিত শাহকে আক্রমণ করছেন।’’ যুবভারতী স্টেডিয়ামের মেসিকাণ্ড নিয়েও মমতাকে এদিন আবারও খোঁচা দেন শুভেন্দু। বলেন, ‘‘এমন অবস্থা হয়েছে যে স্টেডিয়ামে আসতেই পারেননি তিনি, মাঝ রাস্তা থেকে ফিরে চলে যেতে হয়েছে।’’ এই পরিপ্রেক্ষিতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাল করে ক্রিসমাস, নিউইয়ার পালন করার ‘পরামর্শ’ দেন শুভেন্দু। বলেন, ‘‘আর তো ৪ মাস আছেন, ভাল করে কেক খান, আনন্দ করুন, সময়টা উপভোগ করুন। তারপর সবাই আপনাকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেই ডাকবে।’’ এদিকে আজকের

তাঁর স্পষ্ট দাবি, এসআইআর নিয়ে নিজেই বেসামাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বৈঠক সেটাই প্রমাণ করে। এসআইআর-কে শুরু থেকে ঘুর পথে এনআরসি করানোর পন্থা হিসেবে দাবি করেছিল তৃণমূল। খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, তিনি এটি বাংলায় হতে দেবেন না। কিন্তু নির্ধারিত সময়েই বাংলায় এসআইআরের কাজ শুরু হয়। শুভেন্দু অধিকারী বলছেন- প্রথম থেকেই মিথ্যাচার করে আসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিএএ-কে এনআরসি-র সঙ্গে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এখনও তাই করছিলেন। কিন্তু মানুষ সব বুঝে গেছে। কেউই আর তাঁর মিথ্যাচারে গুরুত্ব দিচ্ছে না। বিরোধী দলনেতা দাবি করেছেন, এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে নির্বাচন কমিশন

বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, বিজেপি নিজেদের স্বার্থে সমস্ত এজেন্সিকে ‘দাদাল’ বানিয়ে ফেলেছে। খসড়া তালিকায় ৫৮ লক্ষ বাদ দেওয়ার পরেও দেড় কোটি নাম বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে! মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, খসড়া ভোটার তালিকায় বৈধ ভোটারদের নাম না ওঠা কোনও প্রশাসনিক ভুল নয়, বরং এর পিছনে রয়েছে সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। শুধু বিজেপিই নয়, নির্বাচন কমিশনকেও সেই ষড়যন্ত্রের শরিক বলে কটাক্ষ করেন তিনি। একই সঙ্গে বাইরের রাজ্য থেকে মাইক্রো রোল অবজারভার নিয়োগ নিয়ে মমতার মন্তব্যের প্রেক্ষিতে শুভেন্দুর পাল্টা চ্যালেঞ্জ- ‘‘যদি ৩ হাজার মাইক্রো রোল অবজারভারদের মধ্যে একজনও বাইরের রাজ্য থেকে নিয়োগ করা হয় তাহলে আমি নিজে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইব। এমনটা না হলে, ওঁকে ক্ষমা চাইতে হবে।’’ অন্যদিকে বাংলাদেশে সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এদিন কলকাতায় প্রতিবাদ মিছিল করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ন্যায়বিচারের জন্য আন্দোলন করতে আহ্বান জানান। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘কলকাতায় আমরা নীরব থাকব না। মানুষের জীবন ও নিরাপত্তার বিরুদ্ধে যেকোনো হিংসা মেনে নেওয়া যায় না। আমরা আমাদের শক্তি দিয়ে প্রতিটি ঘটনার নিন্দা জানাব।’’ তাঁর বক্তব্যে স্পষ্টভাবে উঠে আসে মানুষের জন্য সচেতনতা তৈরি করা এবং সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অংশ নেওয়ার গুরুত্ব।

বিজেপির রোজগার বেড়েছে ৬,০০০ কোটি টাকার বেশি, কংগ্রেসের ১২ গুণ

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বরঃ ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনী বন্ড সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দিলেও, রাজনৈতিক দলগুলির ভিনপথে রোজগারের দরজা বন্ধ হয়নি। এর মধ্যে শিখরে রয়েছে কেন্দ্রের শাসকদল ভারতীয় জনতা পার্টি। ২০২৪-২৫ সালে রাজনৈতিক চাঁদা বাবদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন বিজেপি ৬,০০০ কোটি টাকা বেশি পেয়েছে। যা ২০২৩-২৪ সালে ছিল ৪,০০০ কোটি টাকার কাছাকাছি। ভারতের নির্বাচন কমিশনের কাছে নতুন জমা পড়া তথ্যে সেকথাই উল্লেখ রয়েছে। নতুন তথ্য ঘেঁটে দেখা গিয়েছে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তুলনায় বিজেপির সংগৃহীত চাঁদার পরিমাণ ১২ গুণ। ২০২৪-২৫ সালে কংগ্রেসের তহবিলে এসেছে ৫২২ কোটি টাকা, যা তার আগের বছর ছিল ১,১৩০ কোটি টাকা। অর্থাৎ কংগ্রেসের চাঁদার পরিমাণ অর্ধেকের বেশি কমে গিয়েছে। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন বিজেপির চাঁদার পরিমাণের ঘোষণার অঙ্ক প্রকাশ করেছে। এই

তালিকায় যে চাঁদাদাতারা ২০,০০০ টাকার বেশি দিয়েছে তাদের কথা উল্লেখ রয়েছে। একইভাবে গত মাসে কংগ্রেস সহ আরও ৬টি রাজনৈতিক দলের এবং নির্বাচনী ট্রাস্টের হিসাব প্রকাশ্যে এসেছে। তথ্য তুলনামূলক বিচার করে দেখা গিয়েছে, ২০২৪-২৫ সালে রাজনৈতিক অনুদান বিজেপির তহবিলে বেড়েছে ৮৫ শতাংশ। তার আগের বছর বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৫৬ শতাংশ। এর মধ্যে বৃহত্তর অংশটি জমা পড়েছে এপ্রিল-মে মাসে। ২০১৮ সাল থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের অর্থ সংগ্রহ করত নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে। সুপ্রিম কোর্ট গতবছর ফেব্রুয়ারি মাসে তা বাতিল করে দেয়। সেই থেকে অধিকাংশ কর্পোরেট গ্রুপ রাজনৈতিক দলগুলিকে চাঁদা দিতে নির্বাচনী ট্রাস্টের দিকে চলে যায়। এর শীর্ষ রয়েছে প্রুডেন্ট নির্বাচনী ট্রাস্ট। যারা বিজেপি চাঁদা দিয়েছে ২,১৮১ কোটি এবং কংগ্রেসকে ২১৬ কোটি টাকা দিয়েছে। এরপরেই রয়েছে প্রগ্রেসিভ নির্বাচনী ট্রাস্ট, যারা ৭৫৭.৬ কোটি টাকা বিজেপিকে দিয়েছে। এবং কংগ্রেসকে দিয়েছে ৭৭.৩ কোটি। এই ট্রাস্টটি আদতে টাটা গ্রুপদের। তৃতীয় স্থানে রয়েছে এবি জেনারেল ট্রাস্ট। যারা ৬০৬ কোটি টাকা বিজেপিকে এবং ১৫ কোটি টাকা কংগ্রেসকে দিয়েছে। এই ট্রাস্টটি আদিত্য বিড়লা গ্রুপের। চতুর্থ স্থানে রয়েছে মাহিন্দ্রা গ্রুপের নিউ ডেমোক্র্যাটিক নির্বাচনী ট্রাস্ট। এরা বিজেপিকে ১৫০ কোটি এবং ৫ কোটি টাকা করে কংগ্রেস ও উদ্ধব শিবসেনাকে দিয়েছে।

ফের সিইও দফতরের বাইরে বিক্ষোভ বিএলও-দের!

ব্যারিকেড টপকে ঢুকতে গিয়ে আটক মহিলা আন্দোলনকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বরঃ ফের প্রশ্নের মুখে রাজ্য সিইও দফতরের নিরাপত্তা। একাধিক অভিযোগ নিয়ে বিক্ষোভ বিএলওদের। সিইও দফতরের মূল ভবন পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টায় ব্যারিকেড টপকে ঢুকতে গিয়ে আটক এক মহিলা আন্দোলনকারী। সোমবার দুপুরে বিএলও-দের একটা বড় অংশ সিইও দফতরের বাইরে জমায়েত করে। তাঁদের সহযোগিতায় সামিল ছিল বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি। তাঁরা ভিতরে ঢুকতে চাইলে পুলিশের বাধার মুখে পড়েন। এরপরই ধস্তাধস্তি, বিক্ষোভ শুরু হয়। দফতরের সামনে ব্যারিকেড টেনে দেয় পুলিশ। সেগুলি ভেঙেই ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, বিএলও-দের একমাসের ডিউটি দেওয়া হয়েছিল। পরপর নতুন নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে কেন? নির্দেশের একটা সীমা থাকা উচিত। বারবার অ্যাপের নিয়ম বদলের প্রতিবাদ জানান বিএলওরা। তাঁদের দাবি, দিনের পর দিন যেভাবে বিএলওদের ওপর অনৈতিকভাবে কাজের চাপ দেওয়া হচ্ছে, সেজন্য গত শনিবার সিইও দফতরের কাছে বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটির তরফে ইমেল করে জানানো হয়েছে, যে বিএলও-রা অ্যাপের আর কোনও কাজ করবে না। তাঁরা আরও বলেন, ‘‘আমরা ১১ তারিখের মধ্যে কাজ শেষ করে

দিয়েছি। আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকা। এবার আমাদের স্কুলে যেতে দেওয়া হোক। কিন্তু কোনওভাবেই তা করা হচ্ছে না।’’ বিক্ষোভকারী কয়েকজন ব্যারিকেডের সামনে দাঁড়িয়েই স্লোগান তুলতে থাকেন। পুলিশের তরফে মাইকিং করে অনুরোধ জানানো হয়, ব্যারিকেড থেকে নেমে যাওয়ার জন্য। কিন্তু অনেকেই সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই উঠে পড়ার চেষ্টা করেন। এক মহিলা ব্যারিকেড টপকে ঢুকতে গেলে পুলিশ তাঁকে ধরে ফেলে। ইতিমধ্যেই সেই মহিলা আন্দোলনকারীকে আটক করা হয়েছে বলে খবর সূত্রের। প্রসঙ্গত, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং তাঁর দফতরের অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গত ১৯ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের অনুরোধ জানিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে চিঠি দেয় কমিশন। বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) পাঠানো ওই চিঠিতে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, এসআইআর চলাকালীন ২৪ ও ২৫ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের সিইও দফতরের সামনে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত বুথ লেভেল অফিসার ও কর্মীদের ভিড়ে ঘিরে ফেলার ঘটনায় দফতরের আধিকারিক ও কর্মীদের নিরাপত্তা গুরুতর ঝুঁকির মুখে পড়ে। নির্বাচন কমিশন আরও উল্লেখ করেছে, বর্তমানে সিইও দফতরটি কলকাতার নেতাজি সুভাষ রোডে বামার লরি ভবনের ভাড়া নেওয়া জায়গায় রয়েছে। নিরাপত্তাজনিত দুর্বলতা, পরিকাঠামোগত ঘাটতি ও প্রশাসনিক সমস্যার কারণে দফতরটি খুব শীঘ্রই বিবাদী বাগ এলাকার স্ট্র্যান্ড রোডে শিপিং হাউসে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বর্তমান এবং নতুন- উভয় দফতরেই সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে সিএপিএফ মোতায়েনের আবেদন জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। প্রসঙ্গত, ক’দিন আগে তিনিই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় এসআইআর প্রক্রিয়া পরিদর্শনে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন। স্থানীয় তৃণমূল সমর্থক মহিলাদের নেতৃত্বে তাঁকে ঘিরে ধরে প্রতিবাদ দেখানো হয়। এরপরই নিজেদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার আর্জি জানিয়ে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি পাঠান সি মুরুগান। সূত্রের খবর, ফলতার প্রসঙ্গ টেনে বাংলার সমস্ত রোল অবজার্ভারদের নিরাপত্তা বাড়ানো হোক, এই মর্মে তিনি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠির কপি পাঠিয়েছিলেন সিইও দফতরকেও।

রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য দুটি এক্সপ্রেস ট্রেনের পথবদল

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর ঃ হাওড়া বিভাগের জৌগ্রাম ও পাল্লা রোড স্টেশনের মধ্যে সমস্ত লাইনের ‘ফিডার ওয়্যারিং’ কাজের জন্য মঙ্গল ও বুধবার ২ দিনের জন্য ৯০ মিনিট ট্রেন পরিষেবা বিঘ্নিত হবে।ট্র্যাফিক এবং পাওয়ার ব্লকের জন্য ১২৩৭০ দেরাদুন - হাওড়া কুম্ভ এক্সপ্রেস ২৩.১২.২০২৫ এবং ২৪.১২.২০২৫ তারিখে বর্ধমান - ব্যান্ডেল হয়ে এবং ১৫২৭২ মুজাফফরপুর - হাওড়া জনসাধারণ এক্সপ্রেস ২৪.১২.২০২৫ তারিখে বর্ধমান - ব্যান্ডেল হয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কা সফরে বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর ঃ বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস. জয়শঙ্কর মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে শ্রীলঙ্কা সফরে যাবেন এবং শ্রীলঙ্কার নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড় ডিটওয়ার কারণে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় শুরু হওয়া অপারেশন সাগর বন্ধুর প্রেক্ষাপটে মন্ত্রীর এই সফর এবং ভারতের প্রতিবেশী প্রথম নীতি প্রতিফলিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ডিটওয়ার জেরে গত মাসে শ্রীলঙ্কায় ৬০০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। প্রায় ২৩ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রতিবেশী হিসেবে, ভারতই প্রথম সাড়া দিয়েছিল। তারা ত্রাণ সরবরাহ করেছে এবং এখনও পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় সহায়তা করছে

দূষণ সৃষ্টিকারী অনুমোদনহীন শিল্প সংস্থা বন্ধে অভিযান দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর ঃ দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসা সোমবার জানিয়েছেন যে, এদিন থেকে গ্র্যাপ-৪ লঙ্ঘনকারী এবং দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প সংস্থা বন্ধ করার জন্য একটি বড় মাপের অভিযান শুরু হয়েছে। সোমবার দিল্লি সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন সিরসা। সেখানেই তিনি জানিয়েছেন, দিল্লির পৌরসভার ডেপুটি কমিশনাররা, দিল্লি দূষণ নিয়ন্ত্রণ কমিটির সঙ্গে যৌথভাবে সোমবার থেকে অনুমোদনহীন শিল্প সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছেন। এই অভিযানের অংশ হিসাবে সমস্ত দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প সংস্থা বন্ধ করা হবে।তিনি আরও জানিয়েছেন যে গ্র্যাপ-৪ এর অধীনে ওয়ার্ক ফ্রম হোম এর যে নিয়ম রাজধানীতে কার্যকর আছে, কিছু বেসরকারি সংস্থা এই নিয়মগুলি পুরোপুরি মেনে চলছে না। এমনই তথ্য পেয়েছে প্রশাসন। তিনি বলেন, যদি কোনও বেসরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে এই ধরনের কোনও অভিযোগ পাওয়া যায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে। মনজিন্দর সিং সিরসা জানিয়েছেন, দিল্লি সরকার দূষণ কমাতে সমস্ত ব্যবস্থা নিচ্ছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের কিছু এলাকায় হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা

শ্রীনগর, ২২ ডিসেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের কিছু অংশে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে সোমবার আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।আবহাওয়া দফতরের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের আবহাওয়া মোটের উপর স্থিতিশীল রয়েছে। তুলনামূলকভাবে বেশি তাপমাত্রার কারণে সমতল এলাকাগুলিতে উল্লেখযোগ্য তুষারপাত এখনও রেকর্ড করা হয়নি। তবে উত্তর কাশ্মীরের কিছু অঞ্চলে সোমবার দুপুর থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত হালকা বৃষ্টি এবং উঁচু এলাকায় তুষারপাত হতে পারে।আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, রাতের দিকে তাপমাত্রা কমে গেলে সমতল এলাকায় বৃষ্টিপাত তুষারের রূপ নিতে পারে।আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, আগের পশ্চিমী ঝঞ্ঝার ফলে বায়ুমণ্ডলে যে আর্দ্রতা রয়ে গেছে, তার প্রভাব উঁচু পার্বত্য

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

গুয়াহাটিতে নবনির্মিত ‘ শহিদ স্মারক ক্ষেত্র’-এ অসম আন্দোলনের ৮৬০ জন শহিদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রধানমন্ত্রী মোদীর

গুয়াহাটি, ২২ ডিসেম্বর ঃ গুয়াহাটির বরাগাঁওয়ে নবনির্মিত ‘ শহিদ স্মারক ক্ষেত্র’-এ অসম আন্দোলনের ৮৬০ শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। আজ রবিবার সকালে শহিদ স্মারক ক্ষেত্রে গিয়ে অসম আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঐতিহাসিক আন্দোলন অসমের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিসরে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে।এই স্মারকে ছয় বছরব্যাপী ‘ বহিরাগত বিতারণ’ (অবৈধ বাংলাদেশি-বিতারণ)-এর লক্ষ্যে ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সংগঠিত অসম আন্দোলনে আত্মবলিদানকারী ৮৬০ জন শহিদের স্মরণ করা হয়েছে। তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এখানে একটি অনন্তকালের জন্য প্রজ্বলিত প্রদীপ রয়েছে। প্রজ্বলিত এই প্রদীপ ত্যাগ ও দৃঢ়তা, জ্ঞান, আশা, ইতিবাচকতা ও শুভ শক্তির প্রতীক, যা অন্ধকার তথা অজ্ঞানতা) দূর করা এবং সনাতন সংস্কৃতিতে দেবত্ব ও শুভ কর্মের প্রতিফলন।অসমের রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, রাজ্যের মন্ত্রী অগপ সভাপতি অতুল বরা এবং রাজ্যের প্রশাসনিক ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী শহিদদের গ্যালারি পরিদর্শন করেন। গ্যালারিতে অসম আন্দোলনে নিহতদের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। তিনি আন্দোলনের প্রথম শহিদ হিসেবে স্বীকৃত খর্গেশ্বর তালুকদারের মূর্তিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। খর্গেশ্বর তালুকদার ১৯৭৯ সালের ১০ ডিসেম্বর শহিদ হয়েছিলেন।‘ স্মারক ক্ষেত্র’-এ শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, গুয়াহাটির পশ্চিম বরাগাঁওয়ে অবস্থিত শহিদ স্মারক ক্ষেত্র পরিদর্শন করা আমার কাছে ছিল একটি অত্যন্ত আবেগঘন অভিজ্ঞতা, যা অসম আন্দোলনের সময় দেশভক্তদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘ শহিদ সম্মারক ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা জানিয়ে শহিদ-প্রণাম জ্যোতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেছি। শহিদ গ্যালারির মধ্য দিয়ে হাঁটা ছিল এক গভীরভাবে আবেগস্পর্শী অভিজ্ঞতা, যা অসম আন্দোলনের সময় শহিদ হওয়া বীর শহিদদের সাহস ও আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।’শহিদদের আত্মত্যাগের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদী অসমের অগ্রগতির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার প্রতি তাঁর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন।প্রসঙ্গত, প্রায় ১৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই স্মারকটি স্মৃতিচারণার পাশাপাশি জনসম্পৃক্ততার স্থান হিসেবেও নকশা করা হয়েছে। এই কমপ্লেক্সে জলাশয়, একটি অডিটোরিয়াম, প্রার্থনা কক্ষ, সাইকেল ট্র্যাক এবং সাউন্ড-অ্যান্ড-লাইট শোর সুবিধা রয়েছে, যার মাধ্যমে অসম আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ও রাজ্যের বিস্তৃত ইতিহাস তুলে ধরা হবে।প্রধানমন্ত্রীর সফরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার অসম আন্দোলনের উত্তরাধিকার সংরক্ষণে তাঁদের গুরুত্বারোপের বিষয়টি স্পষ্ট করেছে, যা আজও অসমের আধুনিক ইতিহাসের এক সংজ্ঞায়িত অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ১০ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, রাজ্যের দুই মন্ত্রী তথা অগপ সভাপতি এবং কার্যনির্বাহী সভাপতি যথাক্রমে অতুল বরা ও কেশব মহন্ত, মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারিদের সঙ্গে নিয়ে ‘ শহিদ স্মারক ক্ষেত্র’-এর উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা

বাংলার পরিস্থিতির উপরে সতর্ক ভাবে নজর রাখছে ভারতঃরণধীর জয়সওয়াল

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর ঃ ওপার বাংলার পরিস্থিতির উপরে সতর্ক ভাবে নজর রাখছে ভারত, রবিবার জানালেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। বাংলাদেশে দীপু দাসকে খুনের প্রতিবাদে শনিবার নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের দূতাবাসের সামনে জড়ো হয়েছিলেন একদল যুবক এবং বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। আর সেই বিষয়টিই অতিরঞ্জিত করে প্রচার করা হচ্ছে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে, জানানো হয়েছে বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে। রণধীর জয়সওয়াল বলেন, এই ঘটনায় বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের একাংশের মধ্যে আমরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে অপপ্রচারের বিষয়টি লক্ষ্য করেছি। সত্যিটা হলো, ২০-২৫ জন তরুণ গত ২০ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনের সামনে জড়ো হয়েছিলেন। তাঁরা ময়মনসিংহে দীপুচন্দ্র দাসের হত্যার প্রতিবাদ করেন, স্লোগান দেন। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষিত করার দাবিও জানানো হয়। দূতাবাসের মধ্যে জোর করে ঢোকার চেষ্টা করা হয়নি। পুলিশ কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়। এই ঘটনার ফুটেজ রয়েছে প্রকাশ্যে। ভারতে অবস্থিত বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নয়াদিল্লি বদ্ধপরিকর।পাশাপাশি বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র বলেছেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপরে গভীর ভাবে নজর রাখছে ভারত। আমাদের আধিকারিকরা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যোগাযোগ রেখেছেন। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপরে হামলা নিয়ে আমাদের গভীর উদ্বেগের বিষয়টি তাঁদের জানানো হয়েছে। দীপুর নৃশংস হত্যার ঘটনায় অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার আবেদন জানাচ্ছে ভারত।

ভোপালে মেট্রো উদ্বোধন, নগর পরিকাঠামো উন্নয়নে নতুন অধ্যায়

ভোপাল, ২২ ডিসেম্বর ঃ মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালে শনিবার আধুনিক মেট্রো রেল পরিষেবার সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় বিদ্যু ও আবাসন মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব। প্রথম ধাপে সুভাষ নগর থেকে এমস পর্যন্ত প্রায় ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রায়োরিটি করিডরে মেট্রো চলাচল শুরু হচ্ছে। গত রবিবার থেকে সাধারণ যাত্রীরা মেট্রো পরিষেবা ব্যবহার করতে পারবেন।এদিন ভোপালে উত্তর ও মধ্য ভারতের নগর উন্নয়ন সংক্রান্ত আঞ্চলিক বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ ও আবাসন মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ও আত্মনির্ভর ভারত গড়তে হলে শহরগুলির পরিকল্পিত ও সমন্বিত উন্নয়ন অপরিহার্য। কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে অবকাঠামো উন্নয়ন, আবাসন, নগর পরিবহণ ও পরিবেশবান্ধব প্রকল্প বাস্তবায়নের ওপর তিনি গুরুত্ব দেন। তিনি জানান, ভোপাল মেট্রো শহরের আধুনিক, সবুজ ও টেকসই উন্নয়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।উল্লেখ্য, ১০,০৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৩০.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ভোপাল মেট্রো প্রকল্প শহরের পরিবহন ব্যবস্থাকে আধুনিক, দ্রুত ও পরিবেশবান্ধব করে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২৬ ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় রেল টিকিটের দামে করবে আংশিক পরিবর্তন, প্রভাব পড়বে না লোকাল যাত্রীদের উপর

জম্মু, ২২ ডিসেম্বরঃ ভারতীয় রেল ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে যাত্রী ভাড়ায় আংশিক সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে শহরতলির রেল পরিষেবা এবং মাসিক সিজন টিকিটের ভাড়ায় কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। পাশাপাশি, ২১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত যাত্রাকারী সাধারণ শ্রেণির যাত্রীদের উপরও এই সংশোধনের কোনও প্রভাব পাবে না।রবিবার রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, ২১৫ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বে সাধারণ শ্রেণিতে ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটারে ১ পয়সা করে ভাা বৃদ্ধি করা হয়েছে। একই সঙ্গে মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের নন-এসি এবং এসি শ্রেণিতে প্রতি কিলোমিটারে ২ পয়সা হারে ভাড়া বাড়ানো হয়েছে।রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, এই সংশোধনের ফলে যাত্রীদের উপর আর্থিক প্রভাব অত্যন্ত সামান্য হবে। উদাহরণস্বরূপ, ৫০০ কিলোমিটার নন-এসি যাত্রায় যাত্রাপিছু অতিরিক্ত ব্যয় হবে মাত্র ১ টাকা।এই ভাা সংশোধনের মাধ্যমে ২০২৫ আর্থিক বছরে রেলের অতিরিক্ত প্রায় ৬০০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হবে বলে আশা করা হচ্ছে।রেল কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, গত এক দশকে রেল নেটওয়ার্ক ও ট্রেন পরিষেবার উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ হয়েছে। পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং পেনশন বাবদ প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।রেল কর্তৃপক্ষ এও জানায়, ভাড়া সংশোধনের সময় যাত্রীস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে ন্যূনতম প্রভাব রাখার দিকেই বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

পুনর্গঠিত প্রধানমন্ত্রী SVANidhi প্রকল্পের লক্ষ্য ১.১৫ কোটি পথবিক্রেতাকে উপকৃত করা

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃপথবিক্রেতারা যে কোনও শহরের অনুষ্ঠান-বহির্ভূত অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্বনিযুক্তির উৎস হিসেবে পথবিক্রির শহুরে সরবরাহ শৃঙ্খলে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে, কারণ এটি নাগরিকদের দোরগোড়ায় পণ্য ও পরিষেবায় সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে। তবে স্বীকৃতির অভাব, আনুষ্ঠানিক ঋণে সীমিত প্রবেশাধিকার, শিক্ষাগত ও দক্ষতার ঘাটতি, নির্দিষ্ট বিক্রয়স্থলের অভাব এবং উদীয়মান বাজারের সুযোগে সীমিত অংশগ্রহণ, এইসব একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন পথবিক্রেতারা। এই প্রেক্ষাপটে, ২০২০ সালের জুন মাসে চালু হওয়া প্রধানমন্ত্রী SVANidhi প্রকল্পটি মহামারী-কালীন আর্থিক সংকটের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া ব্যবসা পুনরায় শুরু করতে পথবিক্রেতাদের সহায়তার লক্ষ্যে প্রণীত হয়। তবে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকল্পটি কেবল আর্থিক সহায়তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি অর্থনীতিতে পথবিক্রেতাদের অবদানের স্বীকৃতি ও পরিচয়বোধ গড়ে তুলতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।ঋণ বিতরণ ও কল্যাণমূলক সংযোগপুনর্গঠিত প্রকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি, সময়মতো দ্বিতীয় ঋণ পরিশোধকারী উপভোক্তাদের জন্য ইউপিআই-সংযুক্ত রুপে ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা এবং খুচরো ও পাইকারি লেনদেনে ডিজিটাল ক্যাশব্যাক উসাহ। প্রকল্পের আওতা ধাপে ধাপে আইনগত শহরের বাইরেও সম্প্রসারিত করা হচ্ছে, জনগণনা শহর, উপশহর সংলগ্ন এলাকা প্রভৃতি এতে অন্তর্ভুক্ত। উন্নত ঋণ কাঠামো অনুযায়ী, প্রথম ধাপের ঋণ সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা (আগে ১০,০০০ টাকা), দ্বিতীয় ধাপের ঋণ সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা (আগে ২০,০০০ টাকা) এবং তৃতীয় ধাপের ঋণ ৫০,০০০ টাকায় নির্ধারিত। এই প্রকল্পটি জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি পেয়েছে। অর্থনীতিকে চাঙা করা, জীবিকা উন্নয়ন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণ এবং ডিজিটাল ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ২০২৩ সালে উদ্ভাবন (কেন্দ্রীয় স্তর) বিভাগে প্রধানমন্ত্রী পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সেলেন্স অর্জন করেছে,। পাশাপাশি, ২০২২ সালে ডিজিটাল রূপান্তরের জন্য সরকারি প্রক্রিয়া পুনর্গঠনে উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে রৌপ্য পুরস্কার লাভ করেছে।সহায়তা থেকে প্রবৃদ্ধির পথেঃপুনর্গঠিত প্রধানমন্ত্রী SVANidhi প্রকল্প২০২০ সালে কোভিড-১৯ অতিমারীর সময় ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা হিসেবে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের পুনর্গঠিত রূপ পথবিক্রেতাদের সার্বিক উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরে। নির্ভরযোগ্য আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং সুস্থায়ী প্রবৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টিই এর লক্ষ্য। এই প্রকল্প অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উসাহিত করার পাশাপাশি, পথবিক্রেতা ও তাঁদের পরিবারের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকেও গুরুত্ব দেয়। এর মাধ্যমে জীবিকা শক্তিশালী হয় এবং শহুরে পরিসর ক্রমে এক প্রাণবন্ত, স্বনির্ভর ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়।প্রধানমন্ত্রী SVANidhi সুবিধা পৌঁছে দিতে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকাপ্রকল্পটির বাস্তবায়ন যৌথভাবে গৃহায়ণ ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক এবং আর্থিক পরিষেবা বিভাগের দায়িত্বে থাকবে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ ও ক্রেডিট কার্ডের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আর্থিক পরিষেবা বিভাগ প্রধান ভূমিকা পালন করবে। প্রধানমন্ত্রী SVANidhi একটি কেন্দ্রীয় সরকারি উদ্যোগ হলেও, রাজ্য সরকার, ব্যাংক এবং নগর স্থানীয় সংস্থাগুলির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমেই এর কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে।লোককল্যাণ মেলা ও SVANidhi সংকল্প অভিযানের মাধ্যমে পৌঁছনো ও ঋণ বিতরণ জোরদার পথবিক্রেতা ও তাঁদের পরিবারের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়ন আরও এগিয়ে নিতে ‘ সে সমৃদ্ধি’ উৎপাদানটি নিয়মিত লোককল্যাণ মেলার মাধ্যমে শক্তিশালী করা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য - ভারত সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা স্যাচুরেশন পদ্ধতিতে পথবিক্রেতা ও তাঁদের পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া, যাতে তাঁদের উন্নতি ও সুস্থতার জন্য আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহায়ক পরিবেশ গড়ে ওঠে।প্রধানমন্ত্রী SVANidhi প্রকল্পের সাফল্যSVANidhi সে সমৃদ্ধি’ সে সমৃদ্ধি’ উদ্যোগের মাধ্যমে উপভোক্তাদের ভারত সরকারের আটটি কল্যাণমূলক প্রকল্পের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। গত ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ৪৭ লক্ষেরও বেশি পথবিক্রেতা ও তাঁদের পরিবারের প্রোফাইলিং সম্পন্ন হয়েছে এবং মোট ১.৪৬ কোটিরও বেশি সুবিধা অনুমোদিত হয়েছে।উপসংহার-- প্রধানমন্ত্রী SVANidhi প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি কেবল পথবিক্রেতাদের আর্থিক স্থিতিশীলতাই নিশ্চিত করে না, বরং অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর উন্নয়নের এক বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গিকেও প্রতিফলিত করে। জামানতবিহীন ব্যাংক ঋণ, ঋণ ইতিহাস গঠন এবং ইউপিআই-সক্ষম ডিজিটাল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মে প্রবেশাধিকার, এই সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পটি পথবিক্রেতাদের অনানুষ্ঠানিক জীবিকা থেকে সুস্থায়ী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তায় রূপান্তরের পথ সুগম করে। একই সঙ্গে, সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক সংযোগ জোরদার করে এই প্রকল্প ঝুঁকি হ্রাস করে এবং পথবিক্রেতা ও তাঁদের পরিবারের দীর্ঘমেয়াদী জীবিকা সুরক্ষা নিশ্চিত করে। ধারাবাহিক ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি, আর্থিক সাক্ষরতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়তার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী SVANidhi শহুরে অনুষ্ঠান বহির্ভূত অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশকে ক্ষমতায়িত করছে। এর মাধ্যমে একটি স্থিতিস্থাপক, আত্মনির্ভরশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির পথে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত হয়, যেখানে প্রতিটি নাগরিকের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা হয়।

সাঁওতালি ভাষা দিবসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছা

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর ঃ জয় জোহার! সাঁওতালি ভাষা দিবস উপলক্ষে সকল সাঁওতালি ভাই এবং বোনেদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সোমবার এক্সবার্তায় একথা লিখলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি লিখেছেন, এছাড়াও, আমি বিনম্র চিত্তে সেই সকল সাঁওতালি ভাষাপ্রেমী আন্দোলনকারীদের শ্রদ্ধা জানাই - যাঁদের দীর্ঘদিনের নিরলস সংগ্রাম এবং একনিষ্ঠ উদ্যোগের ফলেই এই ভাষার বিশেষ মর্যাদা লাভ সম্ভব হয়েছে।আমাদের গর্ব সাঁওতালি ভাষাকে আমাদের সময়েই সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। WBCS পরীক্ষায় ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে সাঁওতালি ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অলচিকি লিপিতে পাঠ্যপুস্তক ও সাঁওতালিতে ত্রিভাষিক অভিধান প্রকাশ করা হয়েছে। সাঁওতালি ভাষায় পঠন পাঠনের জন্য নতুন নতুন স্কুল হয়েছে।এ প্রসঙ্গে বলি, কুরুখ, কুড়মালি, নেপালী, হিন্দি, উর্দু, রাজবংশী, কামতাপুরি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, তেলুগু ভাষাকেও আমরা সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছি। সাদরি ভাষার মানোন্নয়নেও আমরা সচেষ্ট হয়েছি। আমরা সব ভাষাকেই সম্মান করি। এছাড়াও আমাদের সরকার গত সাড়ে ১৪ বছরে সাঁওতালি সহ সব আদিবাসীদের উন্নয়নে অনেক কাজ করেছে।আলাদা আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর গঠন করা হয়েছে। দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ২০১১ সালের তুলনায় ৭ গুণের বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে। রাজ্যে আদিবাসী মানুষের জমি হস্তান্তর করা যাবে না, তার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ করা হয়েছে। প্রায় ৩ লক্ষ আদিবাসী মানুষকে ‘ জয় জোহার’ প্রকল্পে মাসে ১ হাজার টাকা পেনশন দেওয়া হচ্ছে। প্রায় সাড়ে ১৯ লক্ষ এস.টি কাস্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।‘ শিক্ষাশ্রী প্রকল্পে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেনীর প্রায় ২ লক্ষ এস.টি ছাত্রছাত্রীদের ৮০০ টাকা করে স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে।ফরেস্ট রাইট্স অ্যাক্টের অধীনে প্রায় ৪৯ হাজার আদিবাসী মানুষকে ফরেস্ট পাট্টা এবং ৮৫১টি কমিউনিটি ফরেস্ট পাট্টা প্রদান করা হয়েছে।প্রায় ৩৬ হাজার দরিদ্র আদিবাসী কেন্দু পাতাসংগ্রহকারী মানুষের জন্য বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প চালু করা হয়েছে। কেন্দুপাতার জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্যও অনেক বাড়ানো হয়েছে।সাতশোর বেশি জাহের থান এবং দেড় হাজারের বেশি মাঝির থানের উন্নয়ন এবং চারদিকে ফেন্সিং করা হয়েছে।১৫ই নভেম্বর ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস পালন ও সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু’র জন্মদিনে স্টেট হলিডে ঘোষণা করা হয়েছে। হুল দিবসে সেকশনাল হলিডে ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র করম পুজোতে সেকশনাল হলিডের পরিবর্তে স্টেট হলিডে ঘোষণা করা হয়েছে।আদিবাসীদের জন্য ৮টি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন করা হয়েছে। সাঁওতালি একাডেমি গঠন করা হয়েছে।সারনাসারি ধর্মের স্বীকৃতির জন্য বিধানসভায় বিল পাশ করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।আগামীদিনেও আমরা এইভাবেই আমাদের আদিবাসী ভাই-বোনেদের উন্নয়নে কাজ করে যাবো।

এসআইআর-এর ‘ ষড়যন্ত্র রোখার রণনীতি, সকাল থেকেই দলীয় নানা স্তরে ব্যস্ততা

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর ঃ এসআইআর-এর ‘ ষড়যন্ত্র রোখার রণনীতি ঠিক করতেই সোমবার সভার ডাক দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সকাল থেকেই শুরু হয়েছে দলীয় ও প্রশাসনিক স্তরে ব্যস্ততা।দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, ফিরহাদ হাকিম-সহ রাজ্যস্তরের নেতৃত্বের উপস্থিতিতে সকাল ১১টায় সভা শুরুর কথা। এসআইআরের খসড়া তালিকায় কাদের নাম উঠল না, তা নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দলে কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন দলনেত্রী। দলের তরফে বিএলএ ও বিএলএ-২ যাঁরা এই কাজে সরাসরি যুক্ত সোমবার দলীয় সভায় তাঁদের আরও একবার ‘ নিবিড় বার্তা দিতে চলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী।নেতাজি ইন্ডোরে আজকের সেই সভায় আমন্ত্রিত কলকাতা ও লাগোয়া জেলার ৪০টি বিধানসভার বিএলএ, বিএলএ ২-সহ দলীয় কর্মীরা। বৈধ ভোটারের নাম খসড়া তালিকায় না উঠলে তার জন্য সরাসরি বিজেপিই দায়ী বলে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। তাদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন সেই ষাযন্ত্রে বিজেপির দোসর। একটা বৈধ নামও বাদ গেলে তার ফল মারাত্মক হবে বলে হুমকি দিয়েছে তৃণমূল। এই পরিস্থিতিতে ১১টার মধ্যে সভা শুরু হয়ে যাওয়ার কথা হয়েছিল।।

লরেটো কলেজে উইন্টার ওয়ান্ডারলেন

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর ঃলরেটো কলেজ ইনকিউবেশন সেন্টার এর উদ্যোগে শনিবার কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল উইন্টার ওয়ান্ডারলেন। নস্টালজিয়া ও নতুন সূচনার মেলবন্ধনকে কেন্দ্র করে আয়োজিত তরুণ উদ্যোগপতিদের প্রতিভা ও উদ্ভাবনী চিন্তাধারার এই মঞ্চ একত্র করতে সফল হয়েছে ছাত্রছাত্রী, স্টার্টআপ এবং শিল্পক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের।৭০টিরও বেশি স্টলে উঠে আসে প্রচুর নতুন ব্র্যান্ড, সৃজনশীল উদ্যোগ। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল শহরের বিভিন্ন কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বকারী পড়ুয়া তথা উদ্যোক্তাদের পরিচালিত ৫০টি স্টল। এটিকে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বাড়তে থাকা উদ্যোগী মানসিকতার প্রতিফলন হিসাবেই দেখছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। তাঁদের তরফে জানানো হয়েছে, এই অনুষ্ঠানটি ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি অভিনব মঞ্চ হিসেবে কাজ করেছে, যেখানে তারা নিজেদের চিন্তাধারাকে পরীক্ষা করার পাশাপাশি সরাসরি গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং পেশাগত সংযোগ গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছে।উল্লেখ্য, উইন্টার ওয়ান্ডারলেন মূলত দক্ষতার বিকাশ, নেতৃত্ব, এবং স্টার্টআপ-এর উপর জোর দেয়, যা ক্লাসরুমের বাইরে হাতে-কলমে শেখার অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ করে দেয়। অনুষ্ঠানের টাইটেল স্পনসর থেকে অংশগ্রহণকারী সংস্থার মধ্যে ছিল বহু জনপ্রিয় পণ্যের ব্র্যান্ড।

মহিলাদের টি-টোয়েন্টিতে ৪ হাজার রান করা প্রথম ভারতীয় স্মৃতি মান্ধানা

বিশাখাপত্তনম, ২২ ডিসেম্বর ঃ গত রবিবার বিশাখাপত্তনমের এসিএ-ভিডিসিএ স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজের প্রথম ম্যাচে ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা প্রথম ভারতীয় হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে ৪০০০ রান পূর্ণ করেন।এই ম্যাচের আগে এই কৃতিত্ব অর্জনের জন্য সাউথপা’র মাত্র ১৮ রানের প্রয়োজন ছিল, এবং ১২২ রানের লক্ষ্য তাড়া করার সময় তিনি ১৫ বলে তা করেছিলেন।২৯ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় বর্তমানে এই ফর্ম্যাটে সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী খেলোয়াড়দের তালিকায় নিউজিল্যান্ডের অভিজ্ঞ সুজি বেটসের পরে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন।গত মাসে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে উইমেন ইন ব্লু তাদের প্রথম মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতার পর এটি স্মৃতি এবং ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ।মহিলাদের টি-টোয়েন্টিতে সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী খেলোয়াড়রা হলেনঃসুজি বেটস (নিউজিল্যান্ড) - ৪৭১৬। স্মৃতি মান্ধানা (ভারত) - ৪০০৭ ।হরমনপ্রীত কৌর (ভারত) - ৩৬৫৪। চামারি অথাপাথু (শ্রীলঙ্কা) - ৩৪৭৩।সোফি ডিভাইন (নিউজিল্যান্ড) - ৩৪৩১।

রাশিফল

মেষঃজাতক জাতিকাদের জন্য এটি অত্যন্ত ইতিবাচক এবং উদ্যমী দিন হবে। আপনার মধ্যে একটি নতুন শক্তির সঞ্চার হবে, যা আপনাকে আপনার আগ্রহ এবং অনুভূতি সম্পর্কে আরও সচেতন করে তুলবে। বিবাহের যোগ হবে আজ।

বৃষঃ আশাবাদী হোন এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখুন। আপনার প্রত্যয়ী প্রত্যাশাই আপনার আশা এবং আকাঙ্খা বাস্তবায়নের দ্বার উন্মুক্ত করবে। যদিও অর্থ আপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, তবে এর প্রতি এত সংবেদনশীল হয়ে উঠবেন না যে এটি আপনার সম্পর্কগুলিকে নষ্ট করে। বাচ্চার পড়াশুনো নিয়ে।

মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি খুব ভাল দিন হবে। এই দিন আপনি আপনার চিন্তাগুলো স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন। আপনার ধারণাগুলিতে একটি নতুন উৎসাহ এবং সৃজনশীলতা দেখা যাবে, যা আপনাকে অন্যদের কাছে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর ভাবে উপস্থাপন করতে সাহায্য করবে। শুভ দিন।

কর্কট রাশি ঃআপনার খাবার সম্পর্কে সঠিক যত্ন নিন, বিশেষ করে মাইগ্রেনের রোগীরা, যাঁদের খাওয়া বাদ দেওয়া উচিত নয় অন্যথায় এটি তাঁদেরকে অহেতুক মানসিক চাপ দিতে পারে। এই রাশিচক্রের বিবাহিত স্থানীয়রা আজ তাদের শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা পাবে বলে মনে হচ্ছে।

সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য খুবই শুভ দিন। ইতিবাচক শক্তি আপনার চারপাশে প্রবাহিত হবে, যা আপনাকে আত্মবিশ্বাস এবং উসাহে ভরিয়ে দেবে। এই দিন আপনি যা কিছু করবেন তাতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর্থিক ব্যয়

কন্যাঃর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাপ বাড়বে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ করবেন। গৃহে শান্তি ও আনন্দের পরিবেশ থাকবে। সন্তান হতে পারে

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য সামগ্রিকভাবে একটি চমকার দিন হবে। এই সময়ে আপনি আপনার চারপাশের পরিবেশ থেকে নতুন শক্তি অনুভব করবেন। আপনি আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য এবং ভারসাম্য আনার জন্য প্রচেষ্টা করবেন। সংসারে শান্তি হবে।

মকরঃ আপনার অকপট এবং নির্ভীক মতামত আপনার বন্ধুর অহংকারে আঘাত করতে পারে।

বৃশ্চিকঃআপনার ওজনের উপর নজর রাখুন এবং বেশি খাওয়ায় প্রশ্রয় দেবেন না। সংসারে শান্তি হবে

ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য একটি চমকার দিন হবে। আপনি আপনার চারপাশের মানুষদের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ পাবেন। আপনার উদারতা এবং ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে আপনি সকলের মন জয় করতে সফল হবেন। সন্তান হতে পারে আজকে।

কুম্ভঃকুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে। আপনি নিজেকে কিছু অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে খুঁজে পেতে পারেন, যা আপনার মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। সংসারে শান্তি।

মীনঃসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব তৈরী করুন যাতে ঘৃণা ভাবকে দমন করা যায় কারণ ঘৃণা হলো ভালোবাসার চেয়েও শক্তিশালী আর তাতে শরীরের অসীম ক্ষতি হয়। মনে রাখবেন ভালোর চেয়ে মন্দের প্রভাব বেশী। বিবেচকের মত বিনিয়োগ হবে

আবহাওয়া

আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, এখনই কনকনে ঠান্ডা পড়বে না। বরং কুয়াশা কমলে তাপমাত্রা খানিকটা বাড়বে। পরবর্তী কয়েক দিন তাপমাত্রায় বড়সড় হেরফেরের সম্ভাবনা নেই। বড়দিনের সময় ফের তাপমাত্রা কমে যেতে পারে। তার পর থেকে ধীরে ধীরে পারদপতন শুরু হবে। বড়দিন থেকে বর্ষশেষ পর্যন্ত কিছুটা কম থাকতে পারে তাপমাত্রা। তবে সোমবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় রাতের তাপমাত্রায় কিছুটা পারদ পতন হবে। বাবে উত্তুরে হাওয়ার দাপট। আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা কিছুটা নামার পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গে কিছু জেলায় কুয়াশার সতর্কবার্তা দিয়েছে হাওয়া অফিস। আগামী কয়েকদিন পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা থাকবে ১২ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। উপকূলের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৫ থেকে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গে শীতের আমেজ থাকছেই। দার্জিলিং সহ-সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ৬ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। সঙ্গে কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১০মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৫মিনিটে হতে পারে।

কলকাতা | মহানগরের খবর

নামখানা ব্লকে ফিউচার ড্রিমস ডিফেন্স একাডেমির সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, নামখানা,২২ডিসেম্বরঃ রবিবার অনুষ্ঠিত হলো ফিউচার ড্রিমস ডিফেন্স একাডেমির সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লক এর শিবরামপুর গ্রামে রয়েছে ফিউচার ড্রিমস ডিফেন্স একাডেমি। এই একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা হলেন প্রাক্তন আর্মি অফিসার উপল মন্ডল এবং ওনার স্ত্রী শম্পা মন্ডল। নামখানা ব্লকে সর্বপ্রথম ক্যারিয়ার গড়ার এই একাডেমির মাধ্যমে যুব সমাজকে দিশা দেখাচ্ছে। প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্র অসহায় পরিবারের ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদের ক্যারিয়ার গড়ে তোলার একটি মাধ্যম হলো এই একাডেমি। ২০২৫ বর্ষে দুইজন প্রশিক্ষণ পেযে. আর্মিতে জাযগা করে নিয়েছে সুপ্রতীম মন্ডল এবং আব্দুর সামাউন। তাঁদেরকে সংবর্ধিত করা হলো। প্রাক্তন আর্মি অফিসার কার্তিক চন্দ্র মান্না জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন প্রাক্তন আর্মি অফিসার উৎপল মন্ডল এবং শম্পা মন্ডল। তারপর একাডেমীর ছাত্ররা তাদের সু ন্দর 'ডিল' উপস্থাপন করে। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন আর্মি অফিসার কার্তিক চন্দ্র মান্না এবং অজয. মন্ডল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা

পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা শিবরামপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সেক্রেটারি স্বদেশ রঞ্জন গায়েন, বিমল বারুই, পুস্পেন্দু দেবনাথ সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। ২০২৪ সাল থেকে তিল তিল করে গড়ে তোলা এই ফিউচার ড্রিমস ডিফেন্স একাডেমি আজ সবার কাছে খুব প্রশংসিত। এই বিষয়ে প্রাক্তন আর্মি অফিসার উৎপল বাবু বলেন, গ্রাম বাংলার অনেক ছেলেমেয়েরা সঠিক দিশা পাচ্ছে না। যুবসমাজ পরপর মোবাইল ফোনের প্রতি আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা ফিজিক্যাল করছে না। ফিজিক্যাল কে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। আমি কিছু ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বললাম এবং দেখলাম তাঁদের ফিজিক্যাল এর প্রতি ইন্টারেস্ট রয়েছে, কিন্তু গাইড এর অভাব। সেই গাইড আমি দিলাম একদম ফ্রিতে। ২০২৪ প্রথম বছরে আমার একজন আর্মি অফিসারে নিয়োগ হয়েছে। ২০২৫ দ্বিতীয় বর্ষে দুজন আবার আর্মি অফিসারে নিয়োগ হলো। আমার আরো অনেকে ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছে তাদের রেজাল্ট খুব তাড়াতাড়ি বের হবে। এই ফিজিক্যাল এর সাথে সাথে তারা ডিফেন্স লাইনেও যেতে পারেন সেই গাইডও আমরা দিয়ে থাকি। সে পুলিশ হতে পারে, আর্মি হতে পারে কিংবা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট হতে পারে। তিনি আরো বলেন, এখানে শুধু ছেলেদের নয়, মেয়েদেরও ট্রেনিং দেওয়া হয়। সপ্তাহে চার দিন ট্রেনিং করানো হয়। আমার এই সু ন্দরবন এলাকায গরিব দুস্ত পরিবারের যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা রয়েছে একদম ফ্রিতে অর্থাৎ কোনো কিছু লাগছে না। আমার যেটুকু সামর্থ্য রয়েছে আমি তাদের পুরোপুরি সহযোগিতা করছি। তারা যেন এখানে এসে ট্রেনিং এর মাধ্যমে নিজেদের ক্যারিয়র গড়তে পারে। প্রত্যন্ত সু ন্দরবনের নামখানা ব্লকে এইরকম একটি প্রশিক্ষণকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বিভিন্ন মহল থেকে। এই প্রসঙ্গে অখিলেশ বাবু বলেন, উৎপল বাবুর এটা ভালো উদ্যোগ। আর্মি ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতেন। চাকরির অবসরে পর স্ব-ইচ্ছায় এলাকার ছেলেমেয়েদের উদ্বুদ্ধ করে দেশের জন্য দশের জন্যই দেশের সীমান্ত বাহিনীতে যোগ দিতে পারে তাদের জন্যই কিন্তু একদম বিনে পয়সায় নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। এই প্রশিক্ষনের মধ্য দিয়ে প্রথম বছর এবং দ্বিতীয় বছরে মোট তিনজন চাকরি পেয়েছে। এই যে অভ্যাস ও তাঁদের স্বাস্থ্যগতমান এবং তাঁদের পরিবারের সঙ্গে সহযোগিতা করে পরিবারের একজনকে একটা জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার কাজ কিন্তু এঁরা করেই চলেছে। এখানকার ছেলেরা আগে যে জায়গায় আড্ডা দিত বা অন্যভাবে অন্যত্র সময়টাকে নষ্ট করত, সেই সময়টা নষ্ট না করে তাদের শরীর চর্চার মাধ্যমে সুস্থ মন তৈরি করে তারা ডিফেন্সে জন্য নিজেকে তৈরি করছে। আমরাও তাঁদের সঙ্গেও সর্বদা রয়েছি।

জয়নগর মজিলপুরে তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মী সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ২২ ডিসেম্বর ঃ সামনে বিধানসভার নির্বাচন, আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে তৃনমূল কংগ্রেস। রবিবার জয়নগর মজিলপুর টাউন তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মজিলপুর চাঁপাতলার ১২ নং ওয়ার্ডে তৃনমূল কংগ্রেসের এক কর্মী সভা হয়ে গেল। উন্নয়নের পাঁচালি প্রচারের লক্ষে,বাংলা ও বাঙালির কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাংলার ভোটাধিকার রক্ষার্থে এস আই আর এর প্রতিবাদে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজ দল গুলির বিরুদ্ধে ওয়ার্ড ভিওকি তৃনমূল কংগ্রেসের এই কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন জয়নগর মজিলপুর টাউন তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল,তৃনমূলের বরিষ্ঠ সংগঠক মতিউর সেখ,বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর,প্রাক্তন সেনা কর্মী সালাউদ্দিন সেখ, পৌরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিজলি মন্ডল, তৃনমূল

নেতৃত্ব বুদ্ধিশ্বর নাটুয়া, ছুপান গাজী,লতিফ লস্কর সহ আরো অনেকে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে সরকারের উন্নয়ন মুখী কাজ গুলো কিভাবে ঘরে ঘরে পৌঁছাতে পারে সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়.. এদিনের এই কর্মীসভার মধ্যে দিয়ে। এদিনের এই কর্মীসভায় বহু তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। তার সাথে প্রচুর সাধারন মানুষও এই কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন।

মধ্যরাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিভে গেল চার প্রাণ, এক পরিবারের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা গ্রাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর ঃ রবিবার গভীর রাতে ঘটে যাওয়া এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে

কার্যত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে গোটা এলাকা। একটি বসতবাড়িতে হঠাৎ আগুন লেগে একই পরিবারের চারজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে রাত ১২টার কিছু সময় পর। আগুনের ভয়াবহতা এতটাই ছিল যে স্থানীয় বাসিনন্দারা চাইলেও ঘরের ভিতরে ঢুকে কাউকে উদ্ধার করতে পারেননি। চোখের সামনে প্রিয় মানুষদের এভাবে হারানোর দৃশ্য মানসিকভাবে ভেঙে দিয়েছে প্রতিবেশী থেকে আত্মীয়স্বজন সকলকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ৭৫ বছর বয়সী দুর্যোধন দলুই। তিনি বাড়ির একটি ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। পাশের ঘরটিতে ছিলেন তাঁর ৪২ বছরের ছেলে দুধকুমার দলুই, পুত্রবধূ অর্চনা দলুই এবং তাঁদের ১৪ বছরের কন্যা শম্পা। রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যেই মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা বাড়িতে। কীভাবে আগুনের সূত্রপাত, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দুধকুমারের এক জ্যাঠতুতো দাদার বাড়ি ওই বাড়ি থেকে প্রায় ১০০ ফুট দূরে। তিনি জানান, রাতে শৌচকার্যের জন্য বাইরে বেরিয়ে হঠাৎ আগুন দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে আশপাশের মানুষদের ডাকেন। তাঁর চিৎকারে এলাকায় হৈচৈ পড়ে যায়। খবর ছড়িয়ে ড়ড়তেই গ্রামবাসীরা ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে, ওই রাতে গঙ্গাপুজো উপলক্ষে সাঁওড়িয়া বিশালক্ষীতলায় একটি অনুষ্ঠান চলছিল। সেই অনুষ্ঠান দেখতে গ্রামের অধিকাংশ মানুষই সেখানে গিয়েছিলেন। ফলে ঘটনার সময় হাতে গোনা কিছু লোকই এলাকায় ছিলেন। তবুও যাঁরা ছিলেন, তাঁরা প্রাণপণে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। একই সঙ্গে দমকল ও পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন নিভে যাওয়ার পর পুলিশ ও দমকল কর্মীরা বাড়ির ভিতরে ঢুকে মৃতদের দেহ উদ্ধার করেন। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে প্রথমে কার দেহ কোথায় রয়েছে, তা শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। পরে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। প্রয়োজনে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে মৃতদের পরিচয় নিশ্চিত করা হতে পারে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। দুধকুমারের আর এক ছেলে কর্মসূত্রে ওড়িশায় থাকেন। ফোনে এই দু ঃ সংবাদ জানানো হলে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরিবারের চারজনকে একসঙ্গে হারানোর খবর শুনে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। এই অনভিপ্রেত ঘটনায় গোটা গ্রাম এখন শোকস্তব্ধ। একসঙ্গে চারটি প্রাণ ঝরে যাওয়ায় এলাকায় নেমে এসেছে গভীর নীরবতা। স্থানীয় প্রশাসন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং অগ্নিকাণ্ডের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জয়নগরে বামুনগাছি পঞ্চায়েতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার এক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২২ডিসেম্বর ঃ আবার বড়সড় সাফল্য পেল জয়নগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার রাতে জয়নগর থানার আই সি সমরেশ ঘোষের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিম জয়নগর থানার বামুনগাছি পঞ্চায়েতের বিশ্বাসের চক এলাকার একটি চায়ের দোকানে হানা দিয়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের নাম সাজাহান শেখ (৩৪), বাড়ি ক্যানিং থানার গোপালপুর গ্রামে। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি ব্যাগ। আর ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় ২০ ইঞ্চি লম্বা একটি রাইফেল এবং একটি গুলি ভর্তি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র। ধৃতকে ২৫২৭ অস্ত্র আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতকে সোমবার জয়নগর থানা বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করেছে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তার সাথে আর কে কে আছে এবং এই আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এনেছিল এবং কোথায় বিক্রির উদ্দেশে ছিলো তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত এলাকা থেকে ডাকাত সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম মনিরুল লস্কর (৩০), বাড়ি বকুলতলা থানার নতুনহাট এলাকায়। ধৃতকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

ভোলানাথ ঘোষের ছেলের মৃত্যুকাণ্ডে পুলিশের জালে মূল অভিযুক্ত

শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে সিবিআই মামলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষের গাড়ি দুর্ঘটনার ঘটনায় অবশেষে গ্রেপ্তার হল মূল অভিযুক্ত ট্রাকচালক। দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর রবিবার গভীর রাতে উত্তর ২৪ পরগনার ন্যাজাট থানার পুলিশ বসিরহাটের মিনাখাঁ এলাকা থেকে ট্রাকচালক আবদুল আলিম মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় ওই ট্রাকটি আবদুল আলিম মোল্লাই চালাচ্ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে। উল্লেখ্য, এই দুর্ঘটনায় ভোলানাথ ঘোষের ছোট ছেলে সত্যজিৎ ঘোষ এবং গাড়ির চালক শাহনুর আলমের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হলেও অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান ভোলানাথ ঘোষ নিজে। ঘটনার পর থেকেই ট্রাকচালক আবদুল আলিম মোল্লা গা ঢাকা দিয়েছিল। অবশেষে তাকে গ্রেপ্তার করায় তদন্তে নতুন গতি এল বলে মনে করছে পুলিশ। দুর্ঘটনার সময়ে আবদুল আলিম মোল্লাই গা।ি চালাচ্ছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। তাকে কি কেউ ওই কাজের জন্য সুপারি দিয়েছিল? সেই প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ সেসব বিষয় খতিয়ে দেখছে। ভোলানাথ ঘোষের গাড়িতে ধাক্কা দেওয়ার পর ট্রাক থেকে নেমে পালায় আবদুল। একটি বাইকে উঠে সে পালিয়েছিল বলে জানা যায়। তখনই প্রশ্ন উঠেছিল এটা কি নিছকই দুর্ঘটনা? নাকি এর পিছনে কোনও নিগূ। কারণ আছে? ঘটনাটি ঘটে গত ১০ ডিসেম্বর সকালে। উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির বয়ারমারি এলাকার একটি ব্যস্ত রাস্তায় একটি চারচাকা গাড়ির সঙ্গে একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। প্রবল ধাক্কায় চারচাকা গাড়িটি রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে ছিটকে পড়ে। দুর্ঘটনার শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে গাড়িতে আটকে পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধার করেন এবং দ্রুত হাসপাতালে পাঠান। তবে ততক্ষণে ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়। পরে জানা যায়, দুর্ঘটনায় পড়া গাড়িটি ছিল সিবিআই মামলার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষের। সেই সময় গাড়িতেই উপস্থিত ছিলেন তিনি। দুর্ঘটনায় তাঁর ছোট ছেলে সত্যজিৎ ঘোষ ও গাড়ির চালক শাহনুর আলমের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও ভোলানাথ ঘোষ প্রাণে বেঁচে যান। ঘটনার পর বসিরহাটের ন্যাজাট থানার রাজবাড়ি আউটপোস্টে ভোলানাথ ঘোষ লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি আটজনের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ তোলেন।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'ডেভফেস্ট ২০২৫', গুগলের প্রযুক্তি বিশ্বে তরুণদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলল

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর ঃ গুগল এখন কেবল একটি সার্চ ইঞ্জিন নয়, এটি আজ প্রযুক্তি, ব্যবসা, ডিজিটাল মার্কেটিং এবং এআই-এর বিশ্বে একটি গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম। বিশ্বব্যাপী মানুষ গুগলের বিভিন্ন সেবা ও টুল ব্যবহার করে জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে শুরু করে ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন, সফটওয়্যার উন্নয়ন, ক্লাউড কম্পিউটিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পর্যন্ত নানা কাজে নিজেদের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। এই প্রযুক্তির প্রসারে ভারতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে 'গুগল ডেভলপার গ্রুপস'। রাজারহাটের একটি বিলাসবহুল রিসর্টে রবিবার অনুষ্ঠিত হলো পূর্ব ভারতের অন্যতম বড় প্রযুক্তি সম্মেলন ' ২০২৫'। জিডিজি-এর ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছিল প্রায় এক হাজার প্রযুক্তি উদ্যমী, ডেভেলপার, ছাত্রছাত্রী ও পেশাজীবী। এক্সক্লুসিভ মিডিয়া পার্টনার হিসাবে এই সম্মেলনে সহযোগিতা করেছে ' প্রতিদিন ডট ইন'। ডেভফেস্টে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, হ্যাকাথন, টেক-টক সেশন এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে গুগলের অ্যান্ড্রয়েড, ফ্লাটার, গুগল ক্লাউড, চ্যাটজিপিটি ও এআই-ভিত্তিক প্রযুক্তি সম্পর্কে হাতে-কলমে জ্ঞান অর্জন করেন। উদ্যোক্তারা জানান, এই সম্মেলনের লক্ষ্য শুধু প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা নয়, বরং স্থানীয় প্রতিভাদের আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরা এবং নিরাপত্তা সচেতনতা বৃদ্ধি করাও। জিডিজি-এর উদ্যোক্তা অত্রি দাস বলেন, ভারতে প্রায় ৬০টি শহরে ডেভফেস্ট অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার মতো শহরে আমরা প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের নতুন উদ্ভাবনী উপায়ে কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করি। ছাত্রছাত্রীরা ও পেশাজীবীরা AI, চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করে দৈনন্দিন কাজকে আরও দক্ষ ও সহজ করার পদ্ধতি শিখেছে। পাশাপাশি স্থানীয় প্রতিভাকে

আন্তর্জাতিক দরবারে তুলে ধরাও আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। ডেভফেস্টে প্রযুক্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি অপব্যবহার, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুল কন্টেন্ট এবং নিরাপদ ডিজিটাল ব্যবহার সম্পর্কেও বিশেষ সেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, আজকের যুগে মানুষ সহজে ঝড়া বা ফালতু রিলসের দিকে আকৃষ্ট হয়। তবে ভালো কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা সমাজকে শিক্ষিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই তরুণ ডেভেলপারদের সৃজনশীল কাজকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরা অপরিহার্য। ডেভফেস্টে অংশ নেওয়া দমদম বাঙুরের বাসিন্দা আইটি ছাত্রী রুদ্রাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ইভেনেন্ট আমরা প্রযুক্তিগত বিষয়গুলি খুব ভালোভাবে শিখেছি। বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সরাসরি আলাপ করার মাধ্যমে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এই ধরনের সম্মেলনে অংশ নেওয়া প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। উদ্যোক্তারা আশা প্রকাশ করেছেন, ডেভফেস্টের মতো সম্মেলন তরুণদের প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও নেটওয়ার্কিং বৃদ্ধি করবে। আগামী দিনে কলকাতার তরুণ প্রযুক্তিপ্রেমীরা গুগলের উন্নত প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে নতুন উদ্ভাবন, স্টার্টআপ এবং উদ্ভাবনী প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রযুক্তি মান আরও উন্নত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। সবমিলিয়ে 'ডেভফেস্ট ২০২৫' শুধুমাত্র একটি প্রযুক্তি সম্মেলন নয়, এটি গুগলের নতুন উদ্ভাবনী ধারাকে তরুণদের হাতে তুলে দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। এই সম্মেলন কলকাতা ও পূর্ব ভারতের প্রযুক্তি খাতকে আরও গতিশীল ও উদ্ভাবনী বানানোর ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

বি এল ও অধিকার রক্ষা কমিটির বিক্ষোভে উত্তাল মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর চত্বর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের সামনে বুধবার ফের উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হল। বি এল ও (বুথ লেভেল অফিসার) অধিকার রক্ষা কমিটির ডাকে হওয়া বিক্ষোভ ঘিরে সকাল থেকেই চত্বর উত্তাল হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কলকাতা পুলিশ ব্যারিকেড বসালে তা ভেঙে ফেলার চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। একাধিক জায়গায় পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে টানাপোড়েন তৈরি হয়, ফলে এলাকায় সাময়িকভাবে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পুলিশ সূত্রে খবর, নির্বাচন কমিশনের দপ্তরের নিরাপত্তার স্বার্থে আগে থেকেই ব্যারিকেড দেওয়া ছিল। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা সেই ব্যারিকেড সরিয়ে এগোনোর চেষ্টা করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। অভিযোগ, কয়েকটি ব্যারিকেড আছড়ে ফেলারও চেষ্টা করা হয়। যদিও পুলিশ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। বিক্ষোভকারীদের শান্ত থাকার আবেদন জানাতে থাকে কলকাতা পুলিশ। অন্যদিকে, বিক্ষোভকারীদের দাবি, তাঁদের উপর অযৌক্তিক কাজের চাপ বাড়ানো হচ্ছে। অধিকার রক্ষা কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, প্রথমে তাঁদের এক মাসের জন্য বুথ লেভেল অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরও একের পর এক কাজ চাপানো হচ্ছে। এর ফলে তাঁরা চরম সমস্যায় পড়েছেন। বিক্ষোভকারীদের অধিকাংশই স্কুলের শিক্ষক। তাঁদের অভিযোগ, অতিরিক্ত নির্বাচনী কাজের জন্য নিয়মিত স্কুলে যেতে পারছেন না। ফলে পঠনপাঠন ব্যাহত হচ্ছে এবং পড়ুয়াদের ক্ষতি হচ্ছে। শিক্ষকরা বলছেন, একদিকে শ্রেণিকক্ষের দায়িত্ব, অন্যদিকে টানা প্রশাসনিক কাজ-এই দুই সামলাতে গিয়ে মানসিক ও শারীরিক চাপ বেড়ে যাচ্ছে। বি এল ও অধিকার রক্ষা কমিটির বক্তব্য, তাঁরা নির্বাচনী কাজ করতে আপত্তি করছেন না। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়সীমা ও কাজের পরিমাণ নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা না থাকায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে অতিরিক্ত কাজের বোঝা কমানো হোক এবং শিক্ষকতার মূল দায়িত্বে ফেরার সুযোগ দেওয়া হোক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও আলোচনার ঝড় উঠেছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে এবং পরিস্থিতি শান্ত রাখতে সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। তবে বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছেন, দাবি মানা না হলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও তীব্র হবে।

সকালবেলা রাজাবাজারে ফলবিক্রেতাকে কুপিয়ে খুন

সাতসকালের ব্যস্ত সময়ে রাস্তায় প্রকাশ্যে এক ফলবিক্রেতাকে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছ।াল রাজাবাজার এলাকায়। নিহত ব্যক্তির নাম মেহতাব আলম। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বাইকে করে আসা দুই দুষ্কৃতী আচমকাই তাঁর উপর হামলা চালায়। রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। কেন এই হত্যাকাণ্ড এবং এর নেপথ্যে কারা রয়েছে-সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মেহতাব আলম দীর্ঘদিন ধরে রাজাবাজার এলাকায় ফলের দোকান চালাতেন। এলাকার বাসিঃদাদের কাছে তিনি পরিচিত মুখ ছিলেন। অন্যান্য দিনের মতোই সোমবার সকালেও দোকান খুলেছিলেন তিনি। সকাল সা।ে ন'টা নাগাদ একটি মোটরবাইকে করে দুই যুবক তাঁর দোকানের সামনে এসে দাঁ।ায়। প্রথমে তারা মেহতাবের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি বদলে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী, কথা কাটাকাটির মধ্যেই হঠা ওই দুই যুবক ধারালো অস্ত্র বের করে মেহতাবের উপর হামলা চালায়। আচমকা আক্রমণে মেহতাব নিজেকে রক্ষা করার সুযোগ পাননি। রাস্তায়ই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে প।নে তিনি। ঘটনার আকস্মিকতায় আশপাশের মানুষ প্রথমে কিছু বুঝে উঠতে পারেননি। আততায়ীরা পরিস্থিতি বেগতিক দেখে দ্রুত বাইকে চেপে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা আক্রান্তকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় এনআরএস হাসপাতালে। সেখানেই চিকিসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ধারালো অস্ত্রের আঘাতেই মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ এবং হামলার সময় কী ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, হামলার আগে মেহতাবের সঙ্গে বাইকে আসা দুই যুবকের কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। তবে সেই বচসার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ফল কেনা-বেচা নিয়ে সামান্য ঝামেলা থেকে এই ঘটনা ঘটেছে, নাকি এর পেছনে অন্য কোনও পুরনো শত্রুতা বা পরিকল্পিত উদ্দেশ্য রয়েছে-তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

এক ভয়ঙ্কর দূর্ঘটনায় মধ্যরাতে পুড়ে ছাই আস্ত বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদক, উলুবেড়িয়া, ২২ ডিসেম্ভর ঃ এক ভয়ঙ্কর দূর্ঘটনায় মধ্যরাতে পুড়ে ছাই আস্ত বাড়ি। ঘুমের মধ্যে পুড়ে মৃত্যু হলো চার জনের। রবিবার গভীর রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার জয়পুর থানার সাউড়িয়া সিং পাড়ায়। মৃত দুর্যোধন দোলুই (৭৫), দুধকুমার দোলুই (৪২), অর্চনা দোলুই (৩৮) এবং নবম শ্রেণীর ছাত্রী শম্পা দোলুই (১৪)। পুলিশ তাঁদের দগ্ধ দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উলুবেড়িয়া শরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায .গভর্নমেঃট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। কী ভাবে গোটা বাড়িতে আগুন লাগল? তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সুত্রে জানা যায়।

মালিগাঁওয়ে নির্মাণ কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ৫৪ অফ ২০২৫, তারিখ ঃ ১৭-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.ঃ** ডিসিইএসটিএমএলজি-৪৮-২০২৫; **কাজের নাম ঃ** (ক) নামবারিতে বহুতল অফিসার্স রেস্ট হাউস নির্মাণ (পর্যায়-I)। (খ) নামবারি, মালিগাঁওয়ে অফিসার্স রেস্ট হাউসে ফার্স্ট ফ্লোর ভবন নির্মাণ। (গ) নামবরি, মালিগাঁওয়ে প্রস্তাবিত নতুন অফিসার্স রেস্ট হাউসের জন্য রান্নাঘর, ওয়েটিং লাউঞ্জ, ডাইনিং রুম, কেয়ারটেকার রুম নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। (ঘ) নামবারি, মালিগাঁওয়ে নতুন অফিসার্স রেস্ট হাউস নির্মাণের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ, সীমানা প্রাচীর, জলের ট্যাঙ্ক এবং পাইপলাইন নেটওয়ার্ক স্থাপন। (ঙ) মালিগাঁওয়ে একটি জি+১ সাব-অর্ডিনেট রেস্ট হাউস নির্মাণ। **টেন্ডারের মূল্য ঃ** ৯,৬৬,৩৬,৭৫৭/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৬,৩৩,২০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডারটি **বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময়** ০৮-০১-২০২৬ তারিখে ১৩:০০ টা এবং খোলার তারিখ ও সময় ০৮-০১-২০২৬ তারিখে ১৩:০০ টায়, বন্ধ হওয়ার পরে। বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

ডেপুটি সিই/এস্টেট, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৫/ ডিসেম্বর/০২ তারিখঃ ০৮-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ)/ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেণ্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেণ্ডার আমন্ত্রণ করা হয়েছে: **টেণ্ডার নং. সিই/সিওএন/ এলএফ/বিএলডি/২০২৫/০৫। কাজের নামঃ** ডিওয়াই.সিই/সিওএন/লামডিং, ডিমাপুর এবং মরিয়ণি জংশনের অধীনের লামডিং-ফরকাটিং দ্বৈত রেলপথ প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত আবশ্যকীয় বৈদ্যুতিকরণ কাজের সঙ্গে স্টাফ কোয়ার্টার (টাইপ-II ১২৮ ইউনিট, টাইপ-III ৫০ ইউনিট, টাইপ-IV ১৮ ইউনিট), পাম্প হাউস, ওএইচটি, গভীর নলকূপ সহিত আইআরপি, নর্দমা, পথের নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক রাশিঃ** ৯৮,৭৭,৩৯,২৬৮.৫০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৫০,৮৮,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৪-০১-২০২৬ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/লামডিং প্রজেক্ট/ মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

শালকিয়ায় আবাসনে রহস্যমৃত্যু, মাঝবয়সী ব্যক্তির খুনে আটক দুই নাবালক

হাওড়ার শালকিয়া এলাকায় একটি আবাসনের ফ্ল্যাট থেকে মাঝবয়সী এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম দেবব্রত দাস (৪৮)। এই ঘটনায় পুলিশ দুই নাবালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। ঘটনাটি নিছক ঝগ।ার পরিণতি, না কি পরিকল্পিত খুন-তা নিয়েই এখন তদন্তকারীদের মূল প্রশ্ন। ঘটনাস্থল শালকিয়ার কৈবর্ত্যপাড়া লেন এলাকার একটি ছ'তলা আবাসন। ওই আবাসনের চারতলার একটি ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন দেবব্রত দাস। তাঁর ফ্ল্যাটের ঠিক উলটোদিকেই থাকেন আবাসনের সেক্রেটারি পিন্টু দাস। সোমবার সকালে হঠাৎ করেই দেবব্রত দাসের ফ্ল্যাট থেকে ঝগড়াঝাটির আওয়াজ ভেসে আসে বলে দাবি প্রতিবেশীদের। কিছুক্ষণ পর সেই আওয়াজ বদলে যায় গোঙানিতে। প্রথমে বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিলেও পরবর্তীতে বাড়াবাড়ি হওয়ায় আবাসনের একাধিক বাসিন্দা ওই ফ্ল্যাটের সামনে জড়ো হন। তখন দেখা যায়, ফ্ল্যাটের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। বাইরে থেকে একাধিকবার ডাকাডাকি করা হলেও ভিতর থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। কিছু সময় পর হঠাৎ করেই গোঙানির আওয়াজ থেমে যায়। পরিস্থিতি আঁচ করে বাসিন্দারা দরজা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেন। দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকতেই চোখের সামনে ধরা পড়ে ভয়াবহ দৃশ্য। মেঝেয় পড়ে রয়েছে দেবব্রত দাসের দেহ। তাঁর মুখ, কান-সহ একাধিক জায়গায় রক্ত, আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এরপরই ঘরে ভিতরে অন্য দু'জনকে দেখতে পান প্রতিবেশীরা। ফ্ল্যাটের বারাঃদায় দেখতে পাওয়া যায় পিন্টু দাসের নাবালক ছেলেকে। ঘরের ভিতর খাটে শুয়ে মৃদু স্বরে গোঙাচ্ছিল আরও এক কিশোর। সে পিন্টু দাসের ছেলের বন্ধু। খবর দেওয়া হয় মালিপাঁচঘরা থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখে ওই ব্যক্তি মারা গিয়েছেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। যে কিশোর গোঙাচ্ছিল, তাঁকে পরীক্ষা করে দেখা যায়, তার শারীরিক অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। নিজেকে বাঁচাতে কি অভিনয় করছিল সে? দুই নাবালকের কথাতেও অসঙ্গতি দেখা যায়। দুই নাবালকের প্রাথমিক বক্তব্যেও একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। সেই কারণে তাদের থানায় আটক করে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বালিশ চাপা দিয়ে দেবব্রত দাসকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হতে পারে। তার আগে ঘরের ভিতরে ধস্তাধস্তির ঘটনাও ঘটে থাকতে পারে। দেবব্রত দাসের মাথার পিছনে ও শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, সোমবার সকালে ওই দুই নাবালক দেবব্রত দাসের ফ্ল্যাটে কী করছিল? তাঁদের সঙ্গে মৃতের সম্পর্কই বা কী ছিল? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই তদন্ত এগোচ্ছে। পুলিশ আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহের পাশাপাশি আবাসনের বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলছে। জানা গিয়েছে, দেবব্রত দাস একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। প্রায় দশ বছর আগে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয়। তাঁদের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে, যে বর্তমানে মামাবা।িতে থাকে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ২৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৭ পৌষ ১৪৩২

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

মেধা, শ্রম, ঐকান্তিকতা, অনুসন্ধান ও আবিষ্কারে যিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অজানা অথচ অপরিহার্য ইতিহাস পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, তিনি মনীষী মুন্সি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। বাঙালি মুসলিম সমাজের আত্মচেতনা বৃদ্ধি, মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগসৃজন, দেশের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধিতে, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদা জাগানোর ক্ষেত্রে আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের অবদান চিরস্মরণীয়। প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সম্পাদনা ও গবেষণায় অসাধারণ নিষ্ঠা, দক্ষতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় প্রদান করেন তিনি। তাঁর সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। 'ইসলামাবাদ' ও 'আরাকান রাজ সভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' তাঁর দুইখানি মৌলিক গদ্যগ্রন্থ। তাঁর সংগৃহীত বিপুল পুঁথি সম্পদের মুসলিম পুঁথিগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং হিন্দু পুঁথিগুলো রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে দান করে গেছেন। সাহিত্য বিশারদ মুন্সি আবদুল করিম ১৮৬৯, মতান্তরে ১৮৭১ সালের ১১ অক্টোবর পটিয়া মহকুমার সুচক্রদন্ডী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মুনশী নুরউদ্দীন। তার মাতা মিস্রীজান প্রখ্যাত পাঠান তরফদার দৌলত হামজা বংশের মেয়ে ছিলেন। জন্মের কয়েক মাস আগে পিতার মৃত্যু এবং ১৭ বছর বয়সে মাতৃহীন আবদুল করিম দাদা-দাদি ও চাচা-চাচির স্নেহছায়ায় এন্ট্রান্স পাস করেন এবং সচেষ্টায় বাংলা, সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তার পড়াশোনা শুরু হয়েছিল বাড়ির দহলিজেই। সেখানেই তিনি আরবি-ফারসি ও বাংলায় পড়া শুরু করেন। অতঃপর তিনি সুচক্রদণ্ডী মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এক বছর পড়াশোনা করে তিনি পটিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৮৯৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। উল্লেখ্য যে, এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তার দ্বিতীয় ভাষা ছিল সংস্কৃত এবং সঙ্গত কারণেই উনিশ শতকে এন্ট্রান্স পাস করতে ইংরেজি ভাষাজ্ঞানেও পারদর্শী হতে হতো। চট্টগ্রাম কলেজে দু'বছর এফএ পড়ার পর ১৮৯৭ সালের ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেক সম্পন্ন পরিবারের মতো তাদের পরিবারেও অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা অনিবার্য করে তোলে। এর সঙ্গে যোগ হয় শারীরিক অসুস্থতা। পরীক্ষার আগে তিনি টাইফয়েডে আক্রান্ত হন। ফলে তার আর এফএ পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। এখানেই তার উচ্চ শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বাল্যকাল থেকেই পুঁথিপত্রের প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন। সারা জীবন তার নেশা ছিল দৈনিক-সাপ্তাহিক-পাক্ষিক-মাসিক ইত্যাদি পত্রিকা পাঠ করা এবং সংগ্রহ করা। তিনি তাঁর বাড়িতে তাঁর পিতামহ কর্তৃক সংগৃহীত কিছু পুঁথির সঙ্গে পরিচিত হন। বাংলা ভাষার মতো মিষ্টি ভাষা আর দ্বিতীয় নেই। সেটাকে অনেকেই স্বীকার করে নিতে চায় না বা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে।

ঐতিহ্যের মন্দির হাওড়ায়

মধ্য হাওড়ার তাঁতিপাড়ায় তিব্বতী বাবা বেদান্ত আশ্রমের কাছে একটি সাদামাটা মন্দির দেখে পথিকের বাসগৃহ বলে ভ্রম হতে পারে। কিন্তু এটি শিব -কালী মন্দির। গঠনের দিক থেকে এটি দালান মন্দির। বর্গাকার গৃহের ওপরের দিকে টালির ওপর চুণ-সুরকির কড়ি বরগার পেটাই ছাদ। মোটা গাঁথুনির দেওয়াল। এই মন্দিরটি স্বামীর স্মৃতি উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দাসী। সেবাইত ছিলেন দালাল পুকুরের রামকুমার ভট্টাচার্য লেনের বাসিন্দা শ্রী কিশোরীমোহন গাঙ্গুলি। ভুবনমোহিনী দাসী এই মন্দির ও সংলগ্ন খানিকটা জমি বসবাসের জন্য সেবাইত পরিবারকে দিয়ে যান। তিন পুরুষ ধরে গাঙ্গুলি পরিবার ও দৌহিত্র চক্রবর্তী পরিবার মিলিতভাবে মন্দিরটি দেখাশোনা করে। গাঙ্গুলিরা বর্তমানে পুরোহিত হিসেবে অবশ্য এই পাড়ার অন্য একজনকে নিযুক্ত করেছেন। বটগাছের শিকড় মন্দিরের ছাদ দেওয়াল ফুঁড়ে ভেতরে প্রবেশ করেছে। কাঠের দরজা জানালা ভগ্নপ্রায়। এটির আমূল সংস্কার প্রয়োজন। মন্দিরের ওপরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ফলকে লেখা আছে ভুবনমোহিনী দাসী তাঁর স্বামীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে (নিচ থেকে স্বামীর নামটি পড়তে পারি নি) এটি নির্মাণ করেন। তারিখ ১২/৮/১৯৪৮। আবার ভেতরে রাখা একটি প্রস্তরফলকে আলাদা করে খোদিত আছে ভুবনমোহিনী তাঁর মা ও ভগ্নির স্মৃতিতে এই স্মৃতিফলকটি স্থাপন করেন। তারিখ ১২ অগ্রহায়ণ,১৯৪৮ সাল। বাইরে খোদিত সালটা খ্রিষ্টাব্দ হলে বঙ্গাব্দে সেটি হবে ১৩৫৫। সেক্ষেত্রে বাইরে খোদিত মন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখ ভেতরের প্রস্তরলিপির তারিখের অনেক পরে হয়ে যাচ্ছে। আবার বাইরেরটা সঠিক ধরলে ভেতরের বঙ্গাব্দ মিলছে না। অর্থাৎ এখানে প্রতিষ্ঠা তারিখ নিয়ে একটা গড়মিল আছে। সঠিক তারিখ খুঁজে বের করতে হলে আরো অনুসন্ধান করতে হবে। এই গড়মিল সত্ত্বেও এই মন্দিরটির কতকগুলো সামাজিক গুরুত্ব আছে। এখানে শিব এবং দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী রূপী কালীর নিত্যপুজো হয়। এখন প্রশ্ন জাগছে ভুবনমোহিনী কে ছিলেন? ভেতরের প্রস্তরফলকটি সঠিক ধরলে এগোলে, আজ থেকে ৮১ বছর আগে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছিল। তখন এই অঞ্চলটি ঠিক লোক বসবাসের উপযোগী ছিল না। জলা জঙ্গলে ভরা ছিল এই অঞ্চল। কিছুটা চাষাবাদ হতো। পানের বরজ ছিল। এই রকম একটি জনবিচ্ছিন্ন অঞ্চলে একজন মহিলা তাঁর স্বামীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে মন্দির নির্মাণ করছেন এটা একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। আবার তিনি ভবতারিণী রূপী কালীর পুজো করছেন। মনে প্রশ্ন জাগছে তাহলে কি তিনি রাণী রাসমণির পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বা রাসমণির মন্দির নির্মাণ করার ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন? বাংলার প্রতিটি জেলায় বিখ্যাত মন্দির রয়েছে যার সঙ্গে জেলাগুলির ইতিহাস জড়িত। এই সব মন্দির জেলার ইতিহাস থেকে শুরু করে জেলার ঐতিহ্যকে বহন করে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

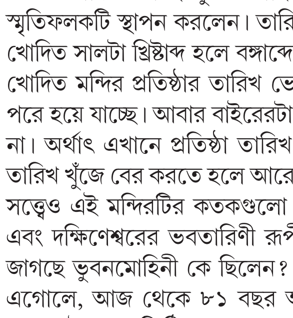

অনুকূল ঠাকুর বলতেন যে একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারে দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। শ্যামা রূপিনী জগৎ ধাত্রী।

রামকৃষ্ণ দর্শন

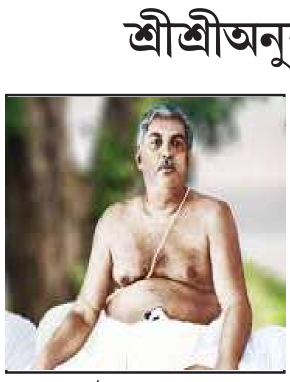

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, সবার মনে শক্তি রয়েছে। সেই শুভ শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। অশুভ শক্তির বিনাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। মনের গভীরতা বিকাশ ঘটাতে হবে। ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তিব দাত্রী হচ্ছেন মা।যিনি মা'কে পেয়েছেন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েছেন। তিনি মায়ের শক্তি দিয়ে অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তি। জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির আধার হচ্ছেন মা। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। কাজ করতে হবে। ভক্তিভাবে কাজ করতে হবে। তবেই সাধনা লাভ করা সম্ভব। ভক্তির সঙ্গে কাজ করতে পারলে তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব কাজের মধ্যে দিয়ে। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। জ্ঞান ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। তবেই নিজের শক্তির বিকাশ পাওয়া সম্ভব।

আধুনিক ভারত নির্মাণ করতে গেলে প্রয়োজন পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থায় উপযুক্ত পথ নির্মাণ করা

বিশেষ প্রতিবেদক

গ্রামাঞ্চলের রাস্তা ব্যয় বাড়ে, বরাদ্দ বাড়ে, তবুও দুরবস্থা কেন থাকে? গ্রামবাংলার রাস্তা নিয়ে অভিযোগ নতুন কিছু নয়। বছরশেষে হিসেব করলে দেখা যায় কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে, নানারকম প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দ এসেছে, কাগজে, কলমে অসংখ্য রাস্তা মেরামতি বা পুনর্নির্মাণ দেখানো হয়েছে;তবুও বাস্তব চিত্রের সঙ্গে সেই হিসেবের

সামান্যতম মিল নেই। গ্রামের মানুষ প্রতিদিন একই কাহিনি নিয়ে দিন কাটান বৃষ্টি নামলেই রাস্তা বেহাল, কাদা ও জলের স্রোতে ভেঙে যায় সংযোগ, অ্যাম্বুল্যান্স আসে না সময়মতো, স্কুলগামী শিশুদের জন্য পথ হয় বিপজ্জনক, আর কৃষিজাত পণ্য বাজারে পৌঁছতে সময় ও খরচ, দুটোই বেড়ে যায়। প্রশ্ন উঠছে;তাহলে এত ব্যয় ও বরাদ্দ গেল কোথায়?

গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন যে কোনও সমাজের অগ্রগতির অন্যতম ভিত্তি। শহুরে উন্নয়নের আলোচনায় আমাদের দৃষ্টি প্রায়শই আটকে থাকে বড় বড় সেতু, ওভার পাস, মেট্রো প্রকল্প কিংবা ফ্লাইও ভারের সাফল্যে। কিন্তু দেশের বৃহত্তর অংশ যেখানে বাস করে; গ্রামাঞ্চল;সেখানে বহু ক্ষেত্রে আজও রাস্তার গর্ত, ভাঙা কালভার্ট ও কাদা-মাখা পথই বাস্তবতা। যতই রাজনৈতিক দলগুলো গ্রামোন্নয়নকে নিজেদের অগ্রাধিকার বলে তুলে ধরুক না কেন, গ্রামের প্রধান সড়ক থেকে পঞ্চায়েতের ভেতরের সরু রাস্তা পর্যন্ত বহু জায়গায় পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক। রাস্তার উন্নয়নে ফান্ড বরাদ্দের ঘোষণা যতটা প্রচার পায়, বাস্তব উন্নয়ন তার অর্ধেকও পায় না।

প্রশ্ন উঠছে;কার দায়? স্থানীয় পঞ্চায়েতের? ব্লক প্রশাসনের? নাকি ঠিকাদারদের? নাকি সরকারের উপর থেকে নেমে আসা প্রকল্পের বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াতেই বড়সড় ফাঁক? সত্যি বলতে গেলে, দায় একক কারও নয়। একটি বৃহৎ এবং দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার প্রতিফলন দেখা যায় গ্রামীণ রাস্তা প্রকল্পগুলিতে। রাজ্য ফান্ড, কেন্দ্রীয় বরাদ্দ, পঞ্চায়েতের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, মনরেগা প্রকল্পের আওতায় রাস্তা নির্মাণ;সব মিলিয়ে কাগজে ব্যয়ের অঙ্ক বিপুল। কিন্তু মাঠে কাজ যত তাড়াতাড়ি শুরু হয়, তত দ্রুতই দেখা যায় প্রকল্পে খাদ। নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার, ঠিকাদারের তাড়াহুড়ো, পর্যবেক্ষণের অভাব, দুর্নীতি এবং কাজের প্রতি মানবিক দায়িত্বহীনতা;সব মিলিয়ে রাস্তা দাঁড়ায়, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

বহু জেলায় বর্ষার সময় মানুষের যাতায়াত কার্যত বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ায়। এমন দৃশ্য দেখা গেছে যেখানে গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে নৌকা ব্যবহার করতে হয়েছে, কারণ পাকা সড়ক কিছুদিনের বৃষ্টিতেই নদীর পাড়ের মতো ভেঙে গিয়েছে। অর্থ বরাদ্দের হিসেব কোথাও না কোথাও বেহাত হয়েছে। ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে বারবার;মাটি ভরাট না করেই পিচ ঢালা, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার, পাথর ও সিমেন্টের পরিমাণে প্রতারণা, কাজ শেষ হওয়ার আগেই বিল তুলতে চেষ্টা। কিন্তু এই অভিযোগগুলির নথিভুক্ত তদন্ত কতদূর এগোয়? কতজনকে সত্যিই শাস্তি দেওয়া হয়? এই প্রশ্ন গুলোর উত্তর সাধারণ মানুষ পান না। বরং তারা পান কয়েক মাসের মধ্যে ভেঙে পড়া রাস্তা, বৃষ্টি নামলেই গর্ত, দুর্ঘটনার ভয়।

অন্যদিকে, দায়িত্বের জটিলতা আরও বাড়ে যখন দেখা যায় যে রাস্তাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আলাদা বাজেট থাকলেও সেই কাজ গুলো সঠিক সময়ে হয় না। কোনও রাস্তা ভেঙে গেলে মাসের পর মাস পড়ে থাকে, কারণ সেই রাস্তা 'আগামী বছরের কাজের তালিকায়' রাখা হয়েছে। চাষের মৌসুমে কৃষকদের উৎপাদিত শস্য বাজারে পৌঁছাতে দেরি হয়, ফলে দাম কমে যায়। রোগীর প্রাণ নিয়ে ছুটে আসা অ্যাম্বুল্যান্স গর্তে গাড়ি আটকে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামে হতে থাকা যেকোনো অনুষ্ঠানে শহর থেকে আসা আত্মীয়রা প্রথমেই মন্তব্য করেন;রাস্তার অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে পুরনো দিনের কথা। এত উন্নয়ন হলেও রাস্তা তো একই রয়ে গেল! সেই কথা গ্রামবাসীকে অপমান করে, কিন্তু তাদের পক্ষে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা সীমিত।

গ্রামীণ রাস্তা উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্যই হওয়া উচিত মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করা। কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা, কৃষিপণ্য দ্রুত বাজারে পৌঁছানো, স্বাস্থ্যসেবা সক্রিয় হয়ে ওঠা, শিক্ষাঙ্গনে যাতায়াত সহজ করা;এসবই রাস্তা উন্নয়নের মাধ্যমে সম্ভব হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, নথিতে 'উন্নয়ন' শব্দের খাতির বেশি, বাস্তবের উন্নয়ন কম। বরাদ্দ বাড়ে, ঘোষণা বাড়ে, প্রতিবছর বাজেট ভাষণে উঠে আসে গ্রামো ন্নয়নের বড় বড় প্রতিশ্রুতি, কিন্তু সাধারণ মানুষ একটি মসৃণ রাস্তার স্বপ্ন দেখতেই থাকে।

অনেক গ্রামে রাস্তা এখনো কাঁচা। ভারী বর্ষায় এগুলো নদীর মতো হয়ে ওঠে। পিচঢালা রাস্তা যেগুলো হয়েছে, সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে তিন,চার মাসের বেশি স্থায়ী হয় না। বরাদ্দের টাকার সঙ্গে বাস্তব কাজের কোনও সামঞ্জস্য নেই। একেকবার রাস্তা নির্মাণের সময় দেখা যায় এলাকার প্রভাবশালী মহলের স্বার্থই বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে, সাধারণ মানুষের চাহিদা কম গুরুত্ব পাচ্ছে। যদিও রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল উন্নয়নকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া;কিন্তু বাস্তবে তা অনেকটাই বদলে গেছে। এই অবস্থার পরিবর্তন কীভাবে সম্ভব? প্রথমত, কাজের মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কঠোরতা প্রয়োজন। শুধু কাগজ দেখে সন্তুষ্ট না হয়ে মাঠ পর্যবেক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। দ্বিতীয়ত, রাস্তা নির্মাণে গুণমানকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিতে হবে। নিম্নমানের সামগ্রী বা দ্রুত শেষ করার চাপে তৈরি হওয়া রাস্তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তৃতীয়ত, ঠিকা দারদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। কোথাও অভিযোগ উঠলে তা দ্রুত তদন্ত ও বিচার করতে হবে। চতুর্থত, রাস্তার রক্ষণা বেক্ষণের বাজেট যেন বছরে একবার নয়, প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার হয়; এটি নিশ্চিত করতে হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানুষের অংশগ্রহণ। স্থানীয়দের অভিযোগ ও অভিজ্ঞতা শোনার প্রক্রিয়া যদি সক্রিয় হয়, এবং তারা যদি রাস্তা নির্মাণের কাজে নজরদারির একটি অংশ হন, তাহলে দুর্নীতির পরিমাণ অনেকটাই কমতে পারে। মনরেগা প্রকল্পের কাজের ক্ষেত্রে গ্রামের মানুষকে আরও বেশি যুক্ত করা যেতে পারে। তাদের পর্যবেক্ষণ এবং অভিযোগ জানানোর সুযোগকে প্রশাসনিক ভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন একটাই;যেখানে দেশের উন্নয়নের কথা বলা হয়, সেখানে গ্রামের রাস্তা কি উপযুক্ত স্থান পাচ্ছে? উন্নয়নের সংজ্ঞা কি কেবল শহরের সুউচ্চ টাওয়ার, মেট্রোর উপরে আধুনিক সেতু, বা বিস্তীর্ণ স্মার্ট সিটি;তাই? গ্রামের রাস্তা যদি আধুনিক না হয়, তাহলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নও পূর্ণতা পায় না। কারণ গ্রামের রাস্তা মানেই কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রছাত্রী, অসুস্থ রোগী, সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার ভিত্তি।

অতএব, ব্যয় বাড়ানোই সমাধান নয়। বরাদ্দ বাড়ানোই উন্নয়নের নিশ্চয়তা নয়। প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব হবে যখন এই ব্যয় সৎভাবে, সঠিক সময়ে, সঠিকভাবে এবং মানুষের জন্য ব্যবহার করা হবে। গ্রামবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন শুধু রাজনৈতিক স্লোগান নয়;এটি একটি সামাজিক দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে উন্নয়নের আলো কখনোই সর্বত্র পৌঁছবে না। গ্রামীণ সড়ক আজও যে অবহেলার প্রতীক হয়ে রয়েছে, তা বদলানো জরুরি। কারণ দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে শুধু শহরের উপর নয়, গ্রাম বাংলার প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি সূক্ষ্ম পথ, প্রতিটি সংযোগের উপর। উন্নয়নের প্রকৃত পথ সেখান থেকেই শুরু হয়, সেই পথই আমাদের সামনে নতুন দিশা দেখাতে পারে; যদি আমরা সত্যিই তা নির্মাণ করতে চাই।

রাস্তা তৈরি করতে হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজ সরল রেখায় পরিণত করতে হবে। আমেমিরকা আর্থিক দিক দিয়ে বড় হতে পেরেছে তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তাদের দেশে বড় বাস্তা। অতি সহজে একস্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যাওয়া যেতে পারে। কোনও রকম অসিবিধা হয় না। পরিবহণ ব্যবস্থা দ্রুতগতি আনা হয়েছে। জল পরিবহণ থেকে শুরু করে জল পরিবহণ এবং বায়ু পরিবহণ ব্যবস্থায় প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। তার ফলে পণ্য কোনও একটি স্থানে অযথা দাঁড়িয়ে থাকছে না। রাস্তা অবরোধ হওয়ার কোনও ব্যাপার নেই। সব রাস্তায় সবাই অবাধে চলাচল করতে পারে। ভারতের রাস্তা পরিবহণ ব্যবস্থায় উন্নতি করার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তবে জমি অধিগ্রহণ জটে সব কিছু থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এখন পর্যনক কলকাতায় মেট্রো লেরে উপযুক্ত চলাচল ব্যবস্থা গড়ে উঠল না। জেলা গুলির সঙ্গে শহরগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা আগের মতো থাকলো।

সঙ্গীত জগতে বহু খ্যাতনাম শিল্পী রবীন্দ্র সঙ্গীত করেন

বিশেষ প্রতিবেদক

পেশাদারিত্বের সীমা পেরিয়েও তাঁরা লেগে থেকেছেন নিজস্ব সাধনায়। বাংলায় তাঁদের সাময়িক সম্মান হয়তো জুটেছে, জোটেনি সাম্মানিক। পাড়ি দিতে হয়েছে মুম্বইয়ে। বাংলা গানের প্রতিমা গড়তেন যে শিল্পীরা শুধু নির্মাণই নয়, সে সব বিস্মৃত গীতিকার-সুরকার-বাদ্যযন্ত্রী প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতেন গানে। বাংলা গানের সমৃদ্ধ ইতিহাস রচনার দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসেননি কেউ। বহু তথ্যই হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

এক বার জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর সপাট তান আর অলঙ্কারসমৃদ্ধ রাগপ্রধান গানে ঢুকে পড়ল রবীন্দ্রনাথের 'অল্প লইয়া থাকি তাই' গানটি। এ গান তিনি রেকর্ড করবেন। কিন্তু তান-কারুকাজসমৃদ্ধ সে গানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই সায় দেননি। বিশ্বভারতীর অনুমোদন না পেয়ে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের গোঁসা হলেও দমবার পাত্র নন তিনি। কাজী নজরুল ইসলামের কাছে গিয়ে দরবার, 'অল্প লইয়া'-তে রবিঠাকুরের যে সুর, তার উপরে কথা বসিয়ে দিতে হবে। স্বভাবকবি নজরুল লিখে দিলেন, 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর'। গালগল্প তৈরি হতে সময় লাগেনি, এ গান নাকি তিনি লিখেছিলেন পুত্রশোকে। বলামাত্র যে ফরমায়েশি গান লিখে দিলেন, সে নিয়ে জ্ঞান নেই, প্রশংসা দূরস্থান। পাশাপাশি 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম'-এর নজরুল-কৃত লোকসঙ্গীত-আশ্রিত আসল সুরটি মুছেই ফেলা হল। পুনরুদ্ধারের দায় অনুভব করেননি গবেষকেরা। পঞ্চকবির গান সম্পর্কে গড়পড়তা শ্রোতা ওয়াকিবহাল, কিন্তু সুর বা বাণীর শুদ্ধতা নিয়ে সেই সচেতনতা কোথায়?

অবহেলার ছবি ঠাকুর পরিবারেও। রবীন্দ্রনাথের ১৮৮১-৮২'র রচনা 'কালমৃগয়া' আর 'বাল্মীকি প্রতিভা'-র সুরকার যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্বরলিপি গীতিমালা'-র আদি সংস্করণ গুলিতে তার উল্লেখ থাকলেও এখনকার বিশ্বভারতীর স্বর লিপিতে তা লেখা নেই। জ্যোতি রিন্দ্রনাথের তখনকার বিদেশি সুর-ভাঙা নাট্যসঙ্গীতেরও সংরক্ষণ হয়নি। গানের ভুবন উদাসীনতায় ছেয়ে। নইলে 'এমনই বরষা ছিল সেদিন', প্রণব রায়ের এই কাব্যগীতি নজরুলের গান হিসেবে চলল কী করে? প্রণব রায় ছাড়াও এ গানের অন্য স্থপতি কমল দাশগুপ্ত যে জড়িয়ে আছেন ফিরোজা বেগম, কানন দেবী, জগন্ময় মিত্রর মতো শিল্পীর উত্থানে, সে কথা ঢাকা পড়ে গেছে শিল্পীদের গানের গরিমায়। বাবু-সংস্কৃতির আগে-পরে রবীন্দ্রনাথকে না চিনে 'রবিবাবুর গান' গেয়েছেন যাঁরা, তাঁরা না পেয়েছেন সঠিক বাণী, না সুর বিষয়ে অভিভাবকত্ব।

ঠিক সুর পেলে কে মল্লিক, গহরজান, ইন্দুবালা, বেদানা দাসীদের মানের শিল্পীরা সুবিচার করতে পারতেন এ গানে। রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা কাছে পাননি। এ কালের বিশিষ্ট শিল্পী ও সঙ্গীত-আয়োজকদের কাছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমূহ সৃষ্টি সুলভ; রেকর্ডে, স্বরলিপিতে। তবু এঁরা নির্বিচারে আপন মনের মাধুরী মেশান। গান চেনা যায় না, চিনে ফেললে হতে হয় অধোবদন।

ষোলো বছর বয়সে অডিশনে নির্বাচিত হয়ে গ্রামোফোনে রেকর্ড করতে এসেছিলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। কিশোরের জন্য বরাদ্দ হল জীবনসায়াহ্নের গান 'যদি ভুলে যাও মোরে জানাবো না অভিমান'। রেকর্ডিংয়ে গানের অভিব্যক্তি আনতে প্রাণান্ত শিল্পীর, আর থাপ্পড় চলছে সঙ্গীত পরিচালক সুবল দাশগুপ্তর। এ কালে হলে আদালত পর্যন্ত গড়াত। কলেজ স্ট্রিটের সিসিল হোটেলে বসে সত্তরোর্ধ্ব ধনঞ্জয় বলেছিলেন, সে চড় ছিল আশীর্বাদের মতো, মাস্টারমশাই ও ভাবে না শেখালে কিছুই হত না আমার। পাশাপাশি শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিস্তীর্ণ দু'পারের', 'গঙ্গা আমার মা', 'মানুষ মানুষের জন্যে' লিখে শুধু শ্রোতাদের কেন, এ গান গেয়ে লক্ষ কোটি মানুষ জাগানো শিল্পীদের সহানুভূতিও পাননি। তাই শেষ জীবন নিরাপদে কাটেনি ওঁর। সুবলবাবু, শিবদাস বাবুর সময়ে গীতিকার-সুরকারদের সম্মান বা সাম্মানিক নিয়ে কে আর মাথা ঘামালেন? সে জন্যই সম্ভবত শচীন দেব বর্মণ মুম্বই যেতে দ্বিধা করেননি। বুঝেছিলেন, ত্রিপুরার যুবরাজ গাইয়ে হিসেবে শ্রোতার মন ভেজালেও পকেট ভরবে না, নামও ছড়াবে না। পরে এই ধারা অনুসরণ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সলিল চৌধুরী। নচিকেতা ঘোষ কিন্তু মুম্বইয়ে মানিয়ে নিতে পারেননি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, সজনীকান্ত দাস, কাজী নজরুল কাননবালার জন্য গান লিখলেও, সে সুর ও বাণী নিয়ে সে কালের সংবাদমাধ্যমে বিশেষ কিছু শোনা যায় না। অনেকেই জানেন না, মান্না দে-র 'তোমার শেষ বিচারের আশা'-র গীতিকবি তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়! তারাশঙ্করের 'কবি' ছবিতে রবীন মজুমদারের কণ্ঠ বাঙালির অন্তঃপুরে এনেছিল তুফান। সুরকর্তা অনিল বাগচীও ভালো সুর দিতেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত সব শিল্পীরা গেয়েছেন। বিদেশি বহু সঙ্গীত শিল্পী রয়েছেনড় যারা এখনও রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে থাকেন। গায়ক মান্না দে বলতেন যে রবীন্দ্রনাথ গানের মধ্যে এমন সব শব্দ তৈরি করতেন বর্তমান কালে কেউই করতে সক্ষম হবে না। সঙ্গীতের শব্দ চয়ন করতেন কবি।

স্থায়ী দেশিয় অর্থনীতির গ্রহণের খুবই প্রয়োজন

বিশেষ প্রতিবেদক

দেশীয় অর্থনীতির ভঙ্গুর স্বাস্থ্যে বিদেশি পুঁজি ধরে রাখা কঠিন হয়ে উঠছে। ভারতের অর্থনীতি একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে যে উচ্চাভিলাষী স্বপ্ন দেখেছিল, তা ছিল দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল উন্নয়ন, টেকসই কর্মসংস্থান এবং বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের কাছে আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত হওয়া। বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি গুলির মধ্যে একটি হিসেবে ভারত বহু বছর ধরেই বিদেশি পুঁজির কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার। কিন্তু বাস্তব চিত্রের দিকে তাকালে বোঝা যায়, দেশীয় অর্থনীতির স্বাস্থ্য এখনও সেই মাত্রায় উন্নত হয়নি যাতে বিদেশি পুঁজিকে স্থায়ী ভাবে ধরে রাখা যায়। বাজারে সাময়িক উত্থান-পতনের বাইরে যদি আমরা দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত দুর্বলতা গুলোর দিকে তাকাই, দেখা যায় বিনিয়োগ কারীদের মধ্যে ভারত

সম্পর্কে সন্দেহ, অনিশ্চয়তা এবং দ্বিধা এখনও বহাল। এর কারণ শুধু আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট নয়; অনেকাংশেই দায়ী দেশের অভ্যন্তরীণ আর্থিক ও নীতি কাঠামো, যা বিদেশি পুঁজির গতি ও প্রবাহকে প্রভাবিত করে।

একদিকে বৈশ্বিক বাজারের প্রতি যোগিতা, অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরীণ নীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, কর্মসংস্থানের সংকট, শিল্পক্ষেত্রে স্থবিরতা;এই সমস্ত মিলেই বিদেশি পুঁজির জন্য ভারতের আকর্ষণ কমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা প্রথমেই খোঁজেন স্থিতিশীলতা, স্বচ্ছতা, দক্ষ প্রশাসন এবং সুস্থ আর্থিক পরিবেশ। কিন্তু গত কয়েক বছরে ভারতের অর্থনীতির ভিত যে শক্তিশালী হয়নি, বরং বহু ক্ষেত্রে দুর্বলই থেকে গিয়েছে, তা বিভিন্ন সূচক থেকেই স্পষ্ট। অতএব, পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হলে ভারতকে নিজের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করতে হবে, কারণ শুধুমাত্র বাহ্যিক আকর্ষণের উপর নির্ভর করে বিদেশি পুঁজি ধরে রাখা সম্ভব নয়।

বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মনো ভাব অনেকটাই নির্ভর করে দেশের আভ্যন্তরীণ ভোগক্ষমতা, শিল্পোৎ পাদন, কর্মসংস্থান এবং নীতিগত স্থিতিশীলতার উপর। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, অভ্যন্তরীণ বাজারে ভোগ বৃদ্ধির হার স্থায়ীভাবে বাড়ছে না। বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যে মধ্যবিত্তের আয় বৃদ্ধি স্থবির, দরিদ্র ও নিম্নআয়ের মানুষের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা এখনো দুর্বল। এই অবস্থায় শিল্পক্ষেত্রের চাহিদা কমে যায়, কোম্পানিগুলির মুনাফা মারাত্মকভাবে ওঠানামা করে, ফলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘ মেয়াদি বিনিয়োগ করতে দ্বিধায় পড়েন। কারণ একদিকে যখন স্থানীয় বাজার দুর্বল, তখন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা দ্বিতীয়বার ভাবতে বাধ্য হন যে তাঁদের পুঁজি যথাযথ মুনাফা উৎপাদন করতে পারবে কি না।কর্মসংস্থান একটি দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচক। কিন্তু এখানে ভারতের অবস্থা খুব বেশি আশা ব্যঞ্জক নয়। বিপুল সংখ্যক তরুণ কর্মশক্তি থাকা সত্ত্বেও নতুন চাকরি সৃষ্টির হার দীর্ঘদিন ধরে কম। শিল্পোৎপাদনের হার ওঠানামা করে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলি অনি শ্চয়তা ও দুর্বলতার মধ্যে থাকে, এবং প্রযুক্তিনির্ভর নতুন শিল্পও প্রত্যাশিত মাত্রায় চাকরি তৈরি করতে পারছে না। এমন একটি দেশে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ করতে হলেও একটি স্থিতিশীল মানবসম্পদ বাজার প্রয়োজন; যেখানে কর্মীরা দক্ষ, কর্ম সংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত, এবং বাজারে যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। কিন্তু যখনই বিনিয়োগ কারী দেখেন যে কর্মসংস্থানের বাজার দুর্বল, তখনই তাঁরা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন।

বিদেশি বিনিয়োগ কারীদের সবচেয়ে বড় উদ্বেগের জায়গা হল নীতিগত স্থিতি শীলতা। নীতি বদলের ঘনঘন প্রবণতা, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, কর নীতির অনিশ্চয়তা এবং প্রশাসনিক জটিলতা বিনিয়োগকারীদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে অনিশ্চিত করে তোলে। যে দেশে ব্যবসা করতে হলে বারবার নিয়ম বদলের মুখোমুখি হতে হয়, সেখানে কেউ দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি আটকে রাখতে চায় না। পাশাপাশি বিচারব্যবস্থার ধীরগতি, কর-দফতরের বাড়তি নজরদারি, এবং মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত হস্তক্ষেপ বিনিয়োগের পরিবেশকে আরও অস্বস্তিকর করে তোলে। এছাড়া আরও একটি বড় সমস্যা হলো ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতের স্বাস্থ্য। দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংকগুলির অনুৎপাদক সম্পদের বোঝা কমেনি, যার ফলে ঋণদানের ক্ষমতা সীমিত। একদিকে ঋণের প্রাপ্যতা কম, অন্যদিকে উচ্চ সুদের হার ব্যবসা সম্প্রসারণকে বাধাগ্রস্ত করে। বিদেশি পুঁজির জন্য একটি দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা কতটা শক্তিশালী তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কোনও বিনিয়োগ তখনই লাভজনক হয় যখন অর্থ সরবরাহের প্রবাহ সঠিক থাকে। অথচ ভারতের আর্থিক খাত এখনো সেই স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছতে পারেনি যা বিদেশি পুঁজিকে দীর্ঘমেয়াদে আকর্ষণ করতে পারে।

বিশ্ব জুড়ে মুদ্রাস্ফীতি, সুদের হার বৃদ্ধি, ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা;সব মিলিয়ে বিদেশি পুঁজির জন্য পরিবেশ আরও কঠিন হয়ে উঠছে। কিন্তু এই কঠিন পরিস্থিতিতে যেসব দেশ নিজেদের অভ্যন্তরীণ অর্থ নীতিকে শক্তিশালী করতে পেরেছে, সেসব দেশই বিদেশি পুঁজিকে ধরে রাখতে সফল। ভারতের সামনে চ্যালেঞ্জ হল এগুলিকে মোকাবিলা করে এমন একটি অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করা, যেখানে স্থিতিশীলতা ও আস্থা দুটিই নিশ্চিত। বিদেশি পুঁজি কখনো আবেগের বশে আসে না; তারা আসে হিসাব-নিকাশ করে, ঝুঁকি বিচার করে, এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখে। বিদেশি পুঁজি কেবল দেশের আর্থিক বাজারে ঢুকে শেয়ারে মুনাফা করে চলে যায় না; বরং তারা চাইলে শিল্প গড়ে তোলে, কর্মসংস্থান তৈরি করে, নতুন প্রযুক্তি আনে, এবং বাজার সম্প্রসারণে সাহায্য করে। সুতরাং বিদেশি পুঁজি ধরে রাখতে না পারা মানে শুধু আর্থিক ক্ষতি নয়, দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নেও বাধা সৃষ্টি হওয়া। শিল্পের উন্নতি সাধন কর।

পাঠকদের দরবার

শিশু রবীন্দ্রনাথের ভূত দেখা

শঙ্করলাল কর্মকার

রাতদুপুরে পদ্মা নদীতে ভূতের কবলে পড়লেন রবীন্দ্রনাথ! রবীন্দ্রনাথ শিশু-কিশোরদের খুব ভালোবাসতেন। শান্তিকেতনে যখন থাকতেন, সন্ধে হলেই বসতেন কচিকাঁচাদের নিয়ে। এখনকার মতো বেশি ছাত্রছাত্রী তখন সেখানে ছিল না। পড়াশোনা দিনের বেলা ক্লাসেই হয়ে যেত। পড়ুয়ারা অপেক্ষায় থাকত, কখন সন্ধে হবে আর কখন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আসবেন। গুরুদেবেরও সেই সভায় আসার জন্য মন আনচান করত। বড়ো সভা-সমিতি, আমন্ত্রণ ইত্যাদিতে না গিয়েও তিনি কখনও কখনও শিশুদের কাছে হাজির হতেন, গল্প বলতেন। ভূতের গল্প, বাঘ-ভাল্লুকের গল্প, আরও কত কী। পড়ে শোনাতেন নিজের লেখা গল্প অথবা নাটক। পড়ুয়ারাও গল্প শোনাত, তাতে রবি ঠাকুর উৎসাহ দিতেন। মাঝে মাঝে নাটক লিখে অভিনয় করাতেন ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে। এরকমই এক সন্ধেবেলা শিশুদের সভায় রবীন্দ্রনাথ গায়ে কাঁটা দেওয়া একটি গল্প শোনালেন, একবার শিলাইদহে যাচ্ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কোনো কারণে সন্ধের ট্রেন মিস হয়ে যায়। রাতের ট্রেনে গিয়ে নামলেন কুষ্টিয়া। তখন অনেক রাত। শিলাইদহ যেতে পদ্মা নদী পেরোতে হবে। কিন্তু তখন নদীতে কোনো নৌকোই নেই। অগত্যা একা নদীর তীরেই অপেক্ষা করতে থাকলেন রবি ঠাকুর।

সঙ্গীহারা একলা পাখির বিলাপে পদ্মার চরে পাখি শিকার নিষিদ্ধ করেন রবীন্দ্রনাথ। এক সময়ে তিনি দেখলেন, একটা ছোট্ট নৌকো আসছে তাঁর দিকে। নৌকোর মাঝিকে তিনি চেনেন, তাঁদের জমিদারিরই এক পুরোনো প্রজা। রবীন্দ্রনাথকে সেলাম করে সে বলল, আসুন কর্তা, আমার নৌকোয়; আপনাকে পৌঁছে দেব। রবীন্দ্রনাথ বললেন, আমার বড়ো বোটটা কোথায় গেল? সে উত্তর দেয়, সেটা বোধ হয় আপনাকে না পেয়ে ফিরে গেছে।

তখন রবীন্দ্রনাথ সেই নৌকোতে উঠলেন। মাঝি বিছানাপত্র গুছিয়ে দিল। শুয়ে পড়লেন রবি ঠাকুর। নৌকো ধীরে ধীরে চলছে। চারদিক অন্ধকার, শুনশান। লগির শব্দ আর জলের ছপছপ , আর সব নিস্তব্ধ। সম্ভবত নদীর জলও স্থির। মাঝি এগিয়ে নিয়ে চলেছে নৌকো। এভাবেই গোটা রাত কেটে গেল। ধীরে ধীরে ভোর হল। মুরগির ডাক শোনা গেল। আর নৌকো গিয়ে লাগল তীরে। মাঝি নেমে বলল, বাবু, একটু আসছি। সেই যে গেল, আর ফেরে না। এদিকে বেলা ক্রমশ বাড়ছে। নৌকোতেই বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ। ঘাটে লোকজন এল। রবীন্দ্রনাথকে বসে থাকতে দেখে তারা অবাক। রাতে যে কোনো নৌকোই ছিল না ঘাটে। রবীন্দ্রনাথ সব কথা খুলে বললেন, এক প্রজা তাঁকে কীভাবে নৌকোয় চড়িয়ে পার করে দিয়েছে। তাতে সবার বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। তারা জানাল, কয়েক মাস আগে মারা গিয়েছে সেই প্রজা। চমকে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বূত বিশ্বাস করতেন। সেই কারণে তিইন বহু ভূতের গল্প লিখেছেন এবং তিনি নিজেও বূতের গল্প শুনতে খুবই পচ্ছন্দ করতেন। রোমাঞ্চকর গল্প ছোটবেলা থেকে চাকরদের কাছ থেকে শুনতেন। রাক্ষসদের গল্প শুনতেন বাড়ির কাজের মহিলাদের কাছ থেকে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি ভূতের গল্প থেকে শুরু করে রাক্ষসদের গল্প শুনতেন। তার ফলে তিনি বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভূতের গল্প রচনা করেছেন 'ক্ষুদিত পাষান' বিখ্যাত।

বিশ্বে 'বিশ্বকবি প্রদর্শনী' পৌষমেলার মাঠে

দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ২২ ডিসেম্বর ঃ রবীন্দ্রনাথের ৩১টি দেশে ভ্রমণের সচিত্র দলিল নিয়ে প্রদর্শনী বিশ্বে 'বিশ্বকবি' শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায়। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের উদ্যোগে এ বছরের পৌষমেলায় মাঠে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। মোট ছয়টি প্যানেলে মোট ৬০ টি অধিক ছবি প্রদর্শিত হয়েছে এই প্রদর্শনীতে। যার মধ্যে বহু ছবি অপ্রকাশিত।

আজ থেকে শুরু হতে চলেছে শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহী পৌষ উৎসব। বিশ্বভারতীর কর্মীমণ্ডলীর উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবে প্রথা মেনে অংশ নেবেন ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, প্রাক্তনী, প্রবীণ আশ্রমিক-সহ অন্যরা। মঙ্গলবার থেকে পূর্বপল্লির মাঠে শুরু হচ্ছে শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা। জেলার পুলিশ প্রশাসনের আঁটোসাঁটো নিরাপত্তায় ২৩ থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই মেলা। ইতিমধ্যেই বোলপুর-শান্তিনিকেতনের হোটেল, লজ, রিসর্ট ও হোমস্টেগুলিতে পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়েছে। যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সতর্ক প্রশাসন। মেলায় থাকছে ৩৬টি পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র, ১০টি ওয়াচ টাওয়ার এবং আটটি ড্রপ গেট। শিশুদের নিরাপত্তার জন্য চালু করা হয়েছে চাইল্ড ফ্রেন্ডলি কর্ণার। শিশু হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা এড়াতে তাদের গলায় অভিভাবকদের ফোন নম্বর সংবলিত কার্ড ঝুলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। প্রবীণ ও শারীরিকভাবে অক্ষম দর্শনার্থীদের জন্য থাকবে পুলিশের টোটো পরিষেবা ও জরুরি অ্যাম্বুলেন্স। সব মিলিয়ে শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহী পৌষ উৎসব ও পৌষমেলাকে সুশৃঙ্খল, নিরাপদ ও আনন্দমুখর করে তুলতে প্রশাসনের প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবদ্দশায় ৩১ টির বেশি দেশে ভ্রমণ করেন। ১৮৭৮ সালে রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৭ বছর। এই প্রথম কবির বিদেশ যাত্রা। 'ইংল্যান্ডের ব্রাইটন'এ ল' পড়তে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। সাল টা ১৯৩৪। কবি শেষ বিদেশ যাত্রা করেন শ্রীলঙ্কায়। বিশ্বভারতীর নৃত্যনাট্যের দল সেবার নটীর পূজা পরিবেশন করতে শ্রীলঙ্কা যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু ১৮৭৮ থেকে ১৯৩৪ এর মধ্যে ৫৬ বছরের এই দীর্ঘ সময় তিনি বিভিন্ন প্রয়োজনে আনুমানিক পৃথিবীর ৩১টি দেশে একবার অথবা একাধিকবার ভ্রমণ করেন। জাহাজে অথবা উড়োজাহাজে করে যে তিনি বিশ্ব পরিভ্রমন করেছিলেন সেটি তখনকার দিনে কঠিনতম পরিশ্রমের কাজ ছিল। বিশ্বে বিশ্বকবি শীর্ষক প্রদর্শনী উদ্বোধন হবে ৭ পৌষের সকালেই আগামী ৬ দিন পৌষমেলার দর্শকদের কাছে তাই নতুন রূপে বিশ্ব কবি কে দেখার সুযোগ করে দেবে এই প্রদর্শনী। কবি প্রথম বিদেশ যাত্রা এবং শেষ বিদেশ যাত্রার মাঝে দীর্ঘ ৫৬ বছর অতিবাহিত হয়েছিল। এই সময়ের মাঝে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপান, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, চেকোস্লোভিয়া, রাশিয়ার মত ৩১ টি দেশে ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণপথে কখনো জাহাজে, কখনো টিউব রেলে, কখনো বা উড়োজাহাজেও কবি যাত্রা করেন। এমনই বিভিন্ন দেশ ভ্রমনের ছবি দেখা যাবে এবারের পৌষমেলাতে। বিশ্বে বিশ্বকবি শীর্ষক এই প্রদর্শনীতে দেখা মিলবে। ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের বা বিশ্বভারতীর সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে, ঘরবাড়ির গঠন শৈলীর মধ্যে, বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন দেশের বিশ্বের সুর, তান, লয় মিশে আছে। বিশ্ব যেন এখানে একটি নীড়ে জড়ো হয়ে কবির স্বপ্নকে সার্থক করে গড়ে তুলেছে 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনী। ম।' সেই কারণে বিশ্ব নিয়ামক সংস্থা ইউনেস্কো বিশ্বভারতী তথা শান্তিনিকেতনকে দিয়েছে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তকমা।

উৎসবের দিনগুলিতে আগুন লাগার মত দুর্ঘটনা রুখতে দমকল দপ্তরের একাধিক ব্যবস্থা

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর ঃ বড়দিন, ইংরাজি নববর্ষ ও গঙ্গাসাগর মেলার সময় আগুন লাগার মত দুর্ঘটনা রুখতে দমকল দপ্তর একাধিক ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু এদিন উৎসবের দিনগুলির নিরাপত্তা নিয়ে দপ্তরের সচিব, আধিকারিক, ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পরে সাংবাদিকদের বলেন নববর্ষ কে কেন্দ্র করে অতিরিক্ত সতর্কতায় দক্ষিন কলকাতার যাদবপুর, টালিগঞ্জ, গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম, ই এম বাইপাসের বেলেঘাটা মোড়, মধ্য কলকাতার বো ব্যারাক, উত্তর চব্বিশ পরগনার বিধাননগরের করুনাময়ী মোড়, শ্রীভূমি, দক্ষিন চব্বিশ পরগনার বেহালা, হাওড়া স্টেশন এলাকায় বিকাল ৪ টে থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত দমকলের গাড়ি থাকবে। গঙ্গাসাগর ও বড়দিনের উৎসবের সময়ও বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। রাজ্যে আরও যে ৩০টি নতুন দমকল কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে তার মধ্যে ১০টির অয়ার্ক অর্ডার হয়ে গেছে বলে মন্ত্রী জানান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি চলতি মাসের মধ্যেই নতুন ভাবে নির্মিত অত্যাধুনিক টলিউড দমকল কেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

রাজগঞ্জে পাকা রাস্তা তৈরির শিলান্যাস বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, রাজগঞ্জ, ২২ ডিসেম্বর ঃ পাকা রাস্তা তৈরির শিলান্যাস করলেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়। সোমবার রাজগঞ্জ ব্লকের সুখানি পঞ্চায়েতের ধুনদিপাড়া মসজিদ থেকে ভোলাপাড়া পিডব্লিউডি রোড পর্যন্ত পায় দেড় কিলোমিটার নতুন রাস্তার তৈরির শিলান্যাস করলেন বিধায়ক। জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের আর্থিক সহায়তায় প্রায় ৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তাটি তৈরি করা হবে। সোমবার শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরিন্দম ব্যানার্জি, তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির ব্লক সভাপতি শেখ উমর ফারুক, অঞ্চল সভাপতি ইজরাইল হক, ফরজান আলী সহ অন্যান্যরা। এদিন বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি আজ পূরণ হল। এই রাস্তা তৈরি হলে বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ উপকৃত হবে বলে জানান তিনি।

লাগেজ থেকে উদ্ধার কার্তুজ, গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাগডোগরা, ২২ ডিসেম্বর ঃ বিমান যাত্রীর লাগেজ থেকে উদ্ধার হয়েছে দেশি পিস্তলের কার্তুজ। সোমবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল বাগডোগরা বিমানবন্দর চত্বরে। জানা গেছে, এদিন দিল্লি যাওযার সময় বাগডোগরা বিমানবন্দরে লাগেজ স্ক্যান করতেই মহম্মদ জাহির নামে এক বিমান যাত্রীর ব্যাগে দেশি পিস্তলের কার্তুজ উদ্ধার করে সিআইএসএফ। স্পাইসজেট এসই ২২৪১ বিমানে দিল্লির টিকিট ছিল ধৃতের। এই ঘটনার পর কর্তব্যরত সিআইএসএফ জওয়ানরা বাগডোগরা বিমানবন্দর থানায় খবর দেয়। এরপর পুলিশ এসে সেই যাত্রীকে গ্রেফতার করে। সোমবার ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়েছে। ধৃত যাত্রীকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

হাতির হামলায় জখম যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শালবনি, ২২ ডিসেম্বর ঃ হাতি দেখতে গিয়ে হাতির হামলায় জখম হলেন বছর তিরিশের এক যুবক। সোমবার সকাল ৯টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির টাঁকশাল সংলগ্ন চ্যাংশোল এলাকায়। মেদিনীপুর বনবিভাগের আড়াবাড়ি রেঞ্জের অধীন ওই এলাকাটি । ওই এলাকায় এদিন সকালে হাতির একটি দল পৌঁছালে স্থানীয়রা এলাকায় ভিড় করেন। তারা হাতিগুলিকে গভীর জঙ্গলে পাঠানোর চেষ্টা করেন। অনেকে উত্যক্তও করেন। পাল্টা হাতির আক্রমণে এক যুবক জখম হন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকালে ৬ টি হাতির একটি দল ওই এলাকায় ঢোকে। হাতি দেখতে ভিড় করেন স্থানীয়রা। হাতিগুলিকে লোকালয় থেকে সরিয়ে গভীর জঙ্গলে পাঠানোর চেষ্টা করেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, সেই সময়েই কয়েকজন স্থানীয় হাতিগুলিকে উত্যক্ত করার চেষ্টা করেন। হাতিগুলো তাঁদের দিকে তেড়ে যায়। পালাতে না পেরে পড়ে গিয়ে গুরুতর চোট পান তিনি। স্থানীয়দের সহযোগিতায় বনকর্মীরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে শালবনি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে এখানেই চিকিৎসাধীন তিনি।

ডাম্পারের ধাক্কায় দম্পতির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর, ২২ ডিসেম্বর ঃ ডাম্পারের ধাক্কায় বাইক-আরোহী দম্পতির মৃত্যু হল। সোমবার দুপুর নাগাদ রায়গঞ্জের কৃষ্ণমুড়ি এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম নুর মহম্মদ (৫৪) ও ফতেমা বিবি (৪৩)। এ দিন বাইকে করে তাঁরা রায়গঞ্জের পানিশালার গোয়ালপাড়া থেকে নাগরের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় করণদিঘি-অভিমুখী একটি ডাম্পার তাঁদের বাইকটিকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। বাইক-আরোহীরা রাস্তায় ছিটকে পড়েন। তখন ডাম্পারটি তাঁদের পিষে দিয়ে সেখান থেকে চলে যায় বলে অভিযোগ।

কীর্তি চক্র পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন সুনীল কুমার চৌধুরীর সম্মানে লোকোমোটিভের নামকরণ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ২২ ডিসেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ৭১১ গোর্খা রাইফেলসের ক্যাপ্টেন সুনীল কুমার চৌধুরী, সেনা পদক এবং কীর্তি চক্র (মরণোত্তর) বিজয়ীর সর্বোচ্চ ত্যাগ ও বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে, শিলিগুড়ি ডিজেল লোকোমোটিভ শেডে ডব্লিউডিপি৪বি লোকোমোটিভ নম্বর ৪০০২৪-এর নাম পরিবর্তন করে তার সম্মানে নামকরণ করা হয়েছে। ক্যাপ্টেন সুনীল কুমার চৌধুরী গোর্খা রেজিমেন্টের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য-সাহসিকতা, শৃঙ্খলা এবং কর্তব্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। আসামে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের সময় তিনি অসাধারণ সাহস ও নেতৃত্বের পরিচয় দেন, যার জন্য তাঁকে সেনা পদক প্রদান করা হয়। কর্তব্যের ঊর্ধ্বে গিয়ে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন এবং সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের জন্য তাঁকে মরণোত্তরভাবে কীর্তি চক্র প্রদান করা হয়। হাই- স্পীড ৪৫০০ এইচপি ডব্লিউডিপি৪বি টুইন স্ট্রোক

ডিজেল লোকোমোটিভটি, যা প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তার ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের জন্য পরিচিত, এটি দৃঢ়তা, সহনশীলতা ও সেবার প্রতীক- এই মূল্যবোধগুলো ভারতীয় রেল এবং সশস্ত্র বাহিনী উভয়ের সঙ্গেই গভীরভাবে সম্পর্কিত। এই লোকোমোটিভটি উৎসর্গ করার মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সেই সশস্ত্র বাহিনী এবং অর্ধ-সামরিক বাহিনীর কর্মীদের সাহস ও আত্মত্যাগকে সম্মান জানাচ্ছে, যাঁরা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক হুমকি থেকে জাতিকে রক্ষা করে। এই উৎসর্গটি উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং শিলিগুড়ি করিডোরের জন্য বিশেষ তাৎপর্য বহন করে, এই অঞ্চলগুলির সাথে গোর্খা রেজিমেন্টের দীর্ঘ ও গভীর সম্পর্ক রয়েছে, যারা ভারতের কৌশলগত সীমান্ত রক্ষা এবং এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ভারতীয় রেল, যা দেশের জীবনরেখা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সংযোগ স্থাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, সাহসিকতার এই ঐতিহ্যের সাথে নিজেকে গর্বের সাথে যুক্ত করে। যখন লোকোমোটিভ নম্বর ৪০০২৪ রেল নেটওয়ার্কে আগাবে, তখন এটি একটি মর্মস্পর্শী শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকবে-যা রেলকর্মী এবং সাধারণ নাগরিক উভয়কেই ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সৈন্যদের দ্বারা করা সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

নাগরিক জনকল্যাণ সোসাইটির উদ্যোগে মেগা কম্বল বিতরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২২ ডিসেম্বর ঃ প্রবল শীতের হাত থেকে দু ঃস্থ মানুষদের রক্ষা করতে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরে এক মানবিক উদ্যোগ নিল জামালপুর নাগরিক জনকল্যাণ সোসাইটি। সোমবার জামালপুরের নেতাজি ময়দানে সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত মেগা কম্বল

বিতরণ কর্মসূচিতে প্রায় ১০ হাজার দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের হাতে শীতের কম্বল তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়ার বিধায়ক ও তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের মেন্টর মহঃ ইসমাইল, জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, বিডিও পার্থ সারথী দে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, ব্লক কৃষি আধিকারিক বিপাশা দাস, সমাজসেবী ও আইনজীবী স্বরাজ ঘোষ-সহ ব্লকের সমস্ত পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। জামালপুর ব্লকের ১৪টি অঞ্চল থেকে বাছাই করা অসহায় পরিবারগুলির হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে এদিন বিধায়ক অলক কুমার মাঝির বিধায়ক কোটার কম্বলও বিতরণ করা হয়। নাগরিক জনকল্যাণ সোসাইটি জামালপুর ব্লকের একটি সুপরিচিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থার সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান- এর নেতৃত্বে গত প্রায় ২০ বছর ধরে এই সংস্থা মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে। করোনা অতিমারির সময় টানা দু'মাস পরিযায়ী শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে দুর্গাপুজোয় নতুন বস্ত্র বিতরণ, ঈদে খাদ্য ও বস্ত্র উপহার, দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার খরচ বহন, মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসা- বহুমুখী সমাজসেবামূলক কাজের মাধ্যমে সংস্থাটি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে থাকার বার্তা দেন। সেই আদর্শেই মেহেমুদ খান ও তাঁর সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছেন, যা সত্যিই প্রশংসনীয়। জামালপুরের বিধায়ক রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি সম্পর্কে মানুষের কাছে তুলে ধরেন এবং পাশে থাকার বার্তা দেন। সংস্থার সভাপতি মেহেমুদ খান বলেন, আমাদের সংস্থার বয়স আজ ২০ বছর। আমরা সারা বছর বিভিন্নভাবে মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করি। শীতের এই কম্বল বিতরণ তারই একটি অংশ। যাঁরা আজ আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এই উপহার গ্রহণ করেছেন, তাঁদের প্রতি আমি নতমস্তকে প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণাতেই আমরা এই কাজ করে চলেছি। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভবিষ্যতেও এই মানবিক কাজ চালিয়ে যেতে চাই। বিধায়ক অলক কুমার মাঝি বলেন, মেহেমুদ দা বরাবরই মানুষের জন্য কাজ করে আসছেন। আজ তাঁর সঙ্গে আমার বিধায়ক কোটার কম্বলও বিতরণ করতে পেরে আমি খুশি। মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো এই শীতের উপহার সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দিতে পারাটা গর্বের। মানবিকতা, সম্প্রীতি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা নিয়ে জামালপুর নাগরিক জনকল্যাণ সোসাইটির এই মেগা কম্বল বিতরণ কর্মসূচি এলাকায় ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

হাঁসখালি গণধর্ষণ কাণ্ডে বড় রায়, ৯ জনকে দোষী সাব্যস্ত রানাঘাট আদালত, মঙ্গলে সাজা ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২২ ডিসেম্বর ঃ হাঁসখালির বহুল আলোচিত গণধর্ষণ ও খুনের মামলায় গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল রানাঘাটের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত (এডিজি আদালত)। সোমবার আদালত এই ঘটনায় অভিযুক্ত ৯ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। আগামী মঙ্গলবার দোষী সাব্যস্তদের বিরুদ্ধে সাজা ঘোষণা করবেন বিচারক। এই রায়কে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে ফের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে ২০২২ সালের সেই মর্মান্তিক ঘটনা। উল্লেখ্য, কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে এই ঘটনার তদন্তভার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। দীর্ঘ তদন্ত, একাধিক সাক্ষ্যগ্রহণ এবং প্রমাণ যাচাইয়ের পর মামলাটি বিচারপর্বে পৌঁছায়। অবশেষে সোমবার আদালত অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করে। ২০২২ সালে নদীয়ার হাঁসখালি এলাকায় এক কিশোরীকে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ডাকার নামে নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ অনুযায়ী, ওই অনুষ্ঠানের পর কিশোরী গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় পড়ে যান এবং পরে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় শুরু থেকেই একাধিক গুরুতর অভিযোগ সামনে আসে। ঘটনার পর দেহ সংকার সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এই সমস্ত অভিযোগ সামনে আসতেই রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রথমে রাজ্য পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও পরে সিবিআই তদন্তের দাবিতে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের হয়। আদালতের নির্দেশে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই তদন্ত শুরু করে। সিবিআই তদন্তে একাধিক সাক্ষীর বয়ান, ফরেনসিক রিপোর্ট এবং অন্যান্য নথি সংগ্রহ করা হয়। দীর্ঘ তদন্ত শেষে চার্জশিট পেশ করা হয় আদালতে। ঘটনার তদন্তে নামে রাজ্য পুলিশ। সিবিআই তদন্ত চেয়ে মামলা হয় কলকাতা হাই কোর্টেও। হাই কোর্টের নির্দেশে তদন্ত শুরু করে সিবিআই। সেই মামলাতেই সোমবার অভিযুক্তদের মধ্যে ৯ জনকে দোষী সাবস্ত করল রানাঘাট মহকুমা আদালত। মঙ্গলবার দোষীদের সাজা শোনাবেন বিচারক। এই মামলায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে যাঁদের নাম উঠে আসে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সোহেল গয়ালি, প্রভাকর পোদ্দার এবং রঞ্জিত মল্লিক। আদালত সমস্ত তথ্যপ্রমাণ ও সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে এই তিনজনকে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছে। এছাড়াও সুরজিত রায় ও আকাশ বারুইকেও মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে ষ।যন্ত্র ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের মতো ধারায় অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আদালত সোমবার তাঁদের বিরুদ্ধেও একাধিক ধারায় দোষ প্রমাণিত হয়েছে বলে রায় দেয়। মঙ্গলবার আদালত দোষী সাব্যস্তদের বিরুদ্ধে কী শাস্তি ঘোষণা করে, সেটাই এখন দেখার।

৪০০ মিটার রাস্তা ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ

বনস্পতি দে, হুগলি, ২২ ডিসেম্বর ঃ পাড়া প্রকল্পে কাজ শেষ হয়ে গেলেও, একই রাস্তার নতুন করে ফের শিলান্যাস ও টেন্ডার হলো পথশ্রী প্রকল্পে। এতেই দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব বিরোধী দলের পাশাপাশি খোদ তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য-সহ শাসক দলের কর্মীরাও। খানাকুলের কামদেবপুর থেকে সিপাইপাড়া ৪০০ মিটার রাস্তা ঘিরে এমনই বিতর্কে শোরগোল পড়েছে। দীর্ঘদিনের দাবি মেনে, পাড়ায় সমাধানে সম্পূর্ণ হয়েছে রাস্তার কাজ। আবার একই রাস্তা পথশ্রী-রাস্তাশ্রী-৪ প্রকল্পে ভার্চুয়াল শিলান্যাস করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। ব্লক অফিসের গেটে রাস্তার নাম দিয়ে পড়েছে একাধিক বড় হোর্ডিংও। এমনকী, সেই রাস্তার টেন্ডার প্রক্রিয়াও সম্পন্ন। এমনই নজিরবিহীন অভিযোগ উঠল খানাকুল-১ ব্লকের ধরমপুর এলাকায়। জানা গেছে, বিজেপি পরিচালিত খানাকুল-২ পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কামদেবপুর মসজিদতলা থেকে সিপাইপাড়া ৪০০ মিটার দীর্ঘ রাস্তা দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে বেহাল ছিল। কয়েকমাস আগে পাড়ায় সমাধানে রাস্তা সংস্কারের আবেদন জমা পড়ে। তিনদিন আগেই রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে বলে দাবি এলাকার বাসিন্দাদের। তবে কাজের খতিয়ান সংক্রান্ত বোর্ড সেখানে নেই। অথচ, একই রাস্তার পথশ্রী প্রকল্পে শিলান্যাসের পরে টেন্ডারও হয়ে গিয়েছে। টাকা আত্মসাতের জন্যই এই কাজ বলে অভিযোগ। তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক প্রশাসনের বিরুদ্ধেই অভিযোগের আঙুল তুলছেন শাসক দলের একাংশ। ঘটনায় তৃণমূলকে দুর্নীতিবাজ বলে আক্রমণ করেছেন স্থানীয় বিজেপি পঞ্চায়েত প্রধান সরস্বতী দাস। যদিও ব্লক প্রশাসনের দাবি, লিখিত অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখা হবে। এ ছাড়া, রাস্তার কাজ শেষের পরে কেন খতিয়ানের বোর্ড লাগানো হয়নি, তা-ও খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন খানাকুল-১ বিডিও অরিন্দম মুখোপাধ্যায়। তবে রাজনৈতিক তরজা করতে ছাড়েনি কোনও দলই। এলাকার তৃণমূলের যুবনেতা তথা খানাকুল ১ নম্বর ব্লকের যুব কার্যকরী সভাপতি মাসেদুল আলম মল্লিক বলেন, 'একই রাস্তার কাজে কী করে দু'বার টেন্ডার হয়! ব্লকে কারা কাজ করেন? তাঁরা আমাদের কিছুই জানান না। আমাদের এলাকার কাজ পাড়া প্রকল্পে হয়ে গেল। আবার পথশ্রী প্রকল্পে কী করে টেন্ডার হয়? ব্লক থেকে কাটমানি খাওয়া হচ্ছে। ধরে নিতে হবে, বিডিও এতে জ।তি আছেন। এর তদন্ত চাই। দলের মধ্যে উন্নয়ন হবে, আর তাতে কিছু মাতব্বর দাদাগিরি করে দলের বদনাম করবে, তা হতে দেবো না। মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নের জোয়ার আনবেন, আর সেখানে কিছু অস ব্যক্তির জন্য বদনাম হবে, তা মানব না।' বিজেপির নেত্রী তথা খানাকুল ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সরস্বতী দাস বলেন, 'কী হয়েছে, আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন। ব্লক আধিকারিকরা কী করছেন? অন্যায় হচ্ছে। সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ তৃণমূলের স্থানীয় নেতারাও করেছেন। পরিস্থিতি কোথায় দাঁড়িয়ে, নিজেরাই বুঝুন।'

মোহময়ী ব্যান্ডেল চার্চ! ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২২ ডিসেম্বর ঃ জেলার অন্যতম ঐতিহাসিক নিদর্শন ব্যান্ডেল চার্চ। বছরভরই পর্যটকদের আনাগোনা লেগে থাকে চারশোর বছরের পুরনো এই চার্চে। তবে বড় সবচেয়ে বেশি হয় বড়দিনে। বছর শেষে উৎসবের আমেজ। আসছে বড়দিন। সেজে উঠেছে ব্যান্ডেল চার্চ। ডিসেম্বর মাস পড়তেই বেড়েছে পর্যটকদের আনাগোনাও। হুগলি জেলার অন্যতম ঐতিহাসিক নির্দশন ব্যান্ডেল চার্চ। চারশোর বছরের পুরনো এই পর্তুগীজ চার্চ বহু ইতিহাসের সাক্ষী। সালটা ১৫৩৬। সদূর পর্তুগাল থেকে বাণিজ্য করতে হুগলির সপ্তগ্রামে আসেন একদল মানুষ। গঙ্গার তীরে ধীরে ধীরে বসতি গড়ে ওঠে পর্তপীজ বণিকদের। গোয়া থেকে অগস্টিন ফাদারদের ব্যান্ডেলে একটা ছোট চার্চও তৈরি করেন পর্তুগীজরা। কিন্তু মুঘল সম্রাট শাজাহানের যুদ্ধের সময় সেই চার্চ ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর শাহাজাহানই আবার চার্চের জন্য জমি ও টাকা দেন। একই জায়গায় ফের তৈরি হয় চার্চ। সেই চার্চই আজকের ব্যান্ডেল চার্চ। এই চার্চে রয়েছে মাদার মেরীর স্মারক চাদের একটি টুকরো। চার্চ তৈরির সময়ে যা আনা হয়েছিল লিসবন থেকে। চার্চেই পাশে গঙ্গা। চারশোর বছর গঙ্গা থেকে নাকি পাওয়া গিয়েছিল মাদার মেরী মূর্তি! চার্চের প্রদর্শনী কক্ষে দেখতে পাওয়া যায় ৩৫ ফুট লম্বা কাঠের মাস্তুল। কথিত আছে, ব্যান্ডেল তখন পর্তপীজদের উপনিবেশ। ১৬৫৫ সালে বঙ্গোপসাগরে প্রবল ঝড়ের মুখে একটি পর্তুগীজ। প্রাণ বাঁচাতে মাদার মেরীর শরণাপন্ন হয় জাহাজের নাবিক। মাদার মেরীকে বলেন, জাহাজ যদি রক্ষা পায়, তাহলে পথে প্রথম যে চার্চটি দেখবেন, সেখানেই কৃতজ্ঞতা চিহ্ন হিসেবে জাহাজের মাস্তুলটি দান করবেন। জাহাজটি রক্ষা পায়। একদিন সকালে গঙ্গার দিয়ে যাওয়ার সময়ে ব্যান্ডেল চার্চ দেখতে পান জাহাজের নাবিক। প্রতিশ্রুতি চার্চে জাহাজের মাস্তুল দান করেন তিনি। বছরভরই ব্যান্ডেল চার্চে পর্যটকদের আনোগোনা লেগে থাকে। তবে বড়দিনের সময়ে ভীড় সবচেয়ে বেশি হয়।

বালি বোঝাই ট্রলির দাপট, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধূপগুড়ি , ২২ ডিসেম্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে গ্রামের রাস্তায় বালি বোঝাই ট্রলির দাপট। ঘটনায় আতঙ্কিত পথ চলতি মানুষ এবং গ্রামবাসীরা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারংবার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন অবৈধ বালু পাচার বন্ধ রাখতে। এরপরেও প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে নাম্বার প্লেট হীন ট্রলিতে এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়াই চলছে অবৈধ বালি পাচারের কারবার। ঘন জনবসতি রাস্তা দিয়ে বেপরোয়া গতিতে দিবারাত্রি রোয়ালটি ছাড়াই চলছে বালি বোঝাই ট্রলি। যার জেরে আতঙ্কে থাকেন রাস্তার পাশে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ। তাদের আতঙ্ক যখন তখন ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। ঘটনায় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের আর্জি জানিয়েছেন তারা। জানা গেছে ফালাকাটা ব্লকের খগেনহাট থেকে ট্রলিতে করে প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে জনবসতি গ্রামীণ রাস্তার উপর দিয়ে অবৈধভাবে বালি পাচার করা হচ্ছে ধূপগুড়িতে। সন্ধ্যায় এবং ভোর রাতে চলে এই বালি বোঝাই ট্রলি গুলো বলে জানান এলাকাবাসীরা।

বাড়তি নজরদারি

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর ঃ বড়দিন ও ইংরাজি নববর্ষে অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে কলকাতা শহরে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় পুলিশ একাধিক ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। হোটেল, মেট্রো রেলের স্টেশনে বাড়তি নজরদারি ছাড়াও ২১ জায়গায় নাকা চেকিং ও ৩৫টি গুরুত্বপূর্ন জায়গায় পুলিশ পিকেটিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে লালবাজার সূত্রে জানা গেছে। পার্ক স্ট্রিট, ভিক্টোরিয়া, চিড়িয়াখানা, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল এ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানো হয়েছে। সেই সঙ্গে ১৫টি অয়াচটাওয়ার, হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড, মহিলাদের নিরাপত্তায় কলকাতা পুলিশের উইনার্স টিম এর পাশাপাশি নবান্নে কন্ট্রোল রুম থেকেও নজর রাখা হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫৮৫, তারিখ ঃ ১৯.১২.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আরএমএস বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **'ই'-টেন্ডার নং. ঃ এসডিএসটিই/এসআইজি/টি/২৯/২৫-২৬/আরআরএসকে; স্থানসহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনের নর্থ ও মেইন শাখায় সার্জ প্রোটেকশন ডিভাইসসহ আর্থিং সিস্টেমের পুনর্বাসন; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹ ২,১৯,৬৬,৪২২.৫০; **বায়না অর্থ/বিড সিকিউরিটি জমা দিতে হবে ঃ** ₹ ২,৫৯,৮০০.০০; **কাজ সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ০৯ মাস; **টেন্ডার জমা দেওয়ার শুরুর তারিখ ঃ** ০১.০১.২০২৬; **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ** ১৫.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত; **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ১৫.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে; **বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in প্রযুক্তিগত যোগ্যতার মানদণ্ড ঃ-** টেন্ডারদাতাকে গত ০৭ (সাত) বছরে, যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, আগের মাসের শেষ দিন পর্যন্ত নিম্নলিখিত শ্রেণীর যেকোনো একটি কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে অথবা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পন্ন করতে হবে; (i) তিনটি অনুরূপ কাজ যার প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০%-এর সমান পরিমাণের কম নয়, অথবা (ii) দুইটি অনুরূপ কাজ যার প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০%-এর সমান পরিমাণের কম নয়, অথবা (iii) একটি অনুরূপ কাজ যার প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০%-এর সমান পরিমাণের কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতার মানদণ্ড ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন বা 'ভি' হতে হবে, যেটি কম হবে; যেখানে ভি = টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য কোটি টাকা, এন = কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা যার জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট অনুসারে, গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার পূর্ববর্তী তিন আর্থিক বছরে "মোট চুক্তিভিত্তিক অর্থপ্রদান" এর গড় হিসাবে গণনা করা হবে। তবে, যদি পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না হয়ে থাকে, তাহলে চতুর্থ পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনার জন্য বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাদের জিসিসি ২০২২ (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম-৬)-এর অ্যানেক্সার-ভিআইবি অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে, সাথে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কর্তৃক যথাযথভাবে প্রত্যয়িত নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট / নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট দ্বারা যথাযথভাবে সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের সার্টিফিকেট। **অন্যান্য নথি জমা দিতে হবে ঃ** টেন্ডার নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। **অনুরূপ কাজের প্রকৃতি ঃ** সিগন্যাল বা টেলিকমের যেকোনো কাজ যার মধ্যে সিগন্যাল বা টেলিকম কেবলের ট্রেঞ্চিং, বিছানো এবং পরীক্ষা করা অথবা অন্য যেকোনো বিবিধ আউটডোর এসঅ্যান্ডটি কাজ অন্তর্ভুক্ত। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতাকে টেন্ডারের সাথে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণের দাবির সমর্থনে নথিপত্র জমা দিতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমাকৃত প্রমাণপত্রের সমর্থনে নথি/শংসাপত্রের অনুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠা টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদাতা সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নের মধ্যে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়) অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

SDAH-314/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এইএনশপ-অ্যাডমিনজিএফ-২৫-২৬-আর তারিখঃ ১৮.১২.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া- ৭১১২০৪ কর্তৃক রেলওয়ের খ্যাতনামা ও অনুমোদিত এবং যোগ্য ঠিকাদার ও সরকারী বিভাগ/পাবলিক সেক্টর প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত তালিকাভুক্তদের থেকে নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- **টেন্ডার নং. এবং কাজের নামঃ** এইএনশপ-অ্যাডমিনজিএফ-২৫-২৬-আর ও লিলুয়া ওয়ার্কশপের প্রশাসনিক ভবন (প্রথম তল) ডব্লুপিও অফিস সেকশন, পিই চেম্বার, এপিও চেম্বার, এডব্লুও চেম্বার, দুটি এডব্লুএম চেম্বার, টাইম অফিস, পিসিও এবং আরএফ সেকশনের সম্প্রসারণ, পরিবর্তন এবং সংস্কারের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; **টেন্ডারের মূল্যঃ** ₹ ২,৬৭,৬১,৩২৫.০২; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **বায়না অর্থ (টাকা) ঃ** ₹ ২,৮৩,৮০০.০০; **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ২৭০ দিন। **টেন্ডার জমার শেষ তারিখ এবং সময়ঃ** ০৯.০১.২০২৬ তারিখে বেলা ১২টা পর্যন্ত। টেন্ডারের বিস্তারিত তথ্য এবং সংশোধনী (যদি থাকে), ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের টেন্ডার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না।

MISC-333/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

আমমোক্তারনামা

আমি জয়দেব ঘোষ পিতা মৃত পরেশ চন্দ্র ঘোষ, ঘোষণা করিতেছি যে, মৌজা মামুদপুর, জে.এল. নং-৩০৯, হাল দাগ নং-১৭০৫, হাল খতিয়ান নং-১০৭২/৬ ভুক্ত পুকুর ৩.০১ একর জমি নৈহাটি নিবাসী রতিকান্ত বিশ্বাস, পশুপতি বিশ্বাস, নীলিমা বিশ্বাস, ডলিরানী দাস, সুলেখা দাস ও প্রতিমা প্রামানিক একত্রে গত ইং ২৫/০৬/১৯৮৬ তারিখে নৈহাটি এ.ডি.এস.আর.অফিসের IV-100 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে শংকর প্রসাদ বিশ্বাস মহাশয় কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন অতঃপর আমি ও স্বপন কুমার ঘোষ ক্রেতাদ্বয় একত্রে উক্ত আমমোক্তার দ্বারা গত ১২/০৮/১৯৯৮ তারিখে বারাসাত ডি.এস. আর.-১ অফিসের I-8810 নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তন করিবার আবেদন করিয়াছি। যদি কারো আপত্তি থাকে তাহলে অত্র ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে শ্যামনগর BL&LRO অফিসে আপনার লিখিত আপত্তি জমা করবেন।

Office of The Jhalda -Darda Gram Panchayat
At-nayamore PO+PS-Jhalda, Dist -purulia

Notice Inviting e-Tender/ Tender

Pradhan, Jhalda- Darda GP has invited **NIT-04, NIT e-05/JDGP/ 2025-26 of scheme [15th CFC] on 19/12/2025** For details contact Jhalda Darda GP office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Jhalda Darda Gram Panchayat

ছোট ব্রিজের সুরক্ষার কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এলএমজি/ইএনজিজি/৮১ অফ ২০২৫; তারিখ: ১৮-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নং.-১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এডিইএন/হারাঙ্গাজাও-এর অধীনে নিউ হাফলং-নিউ হারাঙ্গাজাও -এর মাঝে ক্ষতিগ্রস্ত মেঝে, সম্প, আপস্ট্রিম এবং ডাউনস্ট্রিম চ্যানেল ইত্যাদির পুনর্নির্মাণের কাজ সহ ছোট সেতু বিআর. নং. ২৩৪, ২৩৫, ২৪৫এ, ২৪৫বি, ২৪৫সি, ২৪৬ ইত্যাদির সুরক্ষার কাজ এবং টানেল নম্বর ৯ থেকে ১৫ -এর মেরামত কাজ যেমন সিমেন্ট গ্রাউটিং, ইপক্সি গ্রাউটিং, পাশের ড্রেন ও তার কভার স্ল্যাবের মেরামত এবং ৯৯/০ থেকে ১১৮/০ পর্যন্ত অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৪,৭৩,২৬,৩৯০.০৭/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৩,৮৬,৬০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১২-০১-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৩-০১-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্যসহ টেন্ডার নথি **১২-০১-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ)/লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে জেনারেল মাইনর ইউনিটের (জিএমইউ) ২৩ টি ক্যাটারিং এবং ভেণ্ডিং ইউনিটের জন্যে ই-টেণ্ডার অধিসূচনা

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফ থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের মাণ্ডলিক রেলওয়ে প্রবন্ধক (বাণিজ্য) নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, আলিপুরদুয়ার জংশন, হাসিমারা, নিউ মাল জংশন, ধুপগুড়ি এবং কোকরাঝার স্টেশনের জেনারেল মাইনর ইউনিটে (জিএমইউ) ০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ক্যাটারিং সেবার ব্যবস্থা করার হেতু আহার এবং ক্যাটারিং সেবা যোগানদাতাগণ থেকে প্রতিযোগীতামূলক, সিঙ্গল স্টেজ টু প্যাকেট সিস্টেমের আধারে ই-টেণ্ডার আমন্ত্রণ করছে।

ক্রমিক সংখ্যা.	টেণ্ডার নোটিস নং.	স্থান	ষ্টলের ধরণ	অসংরক্ষিত শ্রেণী
১	২৭-সি-সিভি-টিএস-এইচএসএ-পিএফ-১	পিএফ-১	টি ষ্টল-৩	অসংরক্ষিত শ্রেণী
২	২২-সি-সিভি-টিএস-এনসিবি-পিএফ-১	পিএফ-১	টি ষ্টল-১	মহিলার জন্যে নির্ধারিত
৩	৩২-সি-সিভি-টিএস-এনসিবি-পিএফ-৪-৫	পিএফ-৪/৫	টি ষ্টল-১	অসংরক্ষিত শ্রেণী
৪	১৭৩-সি-সিভি-জেবি-এনসিবি-পিএফ-৪-৫	পিএফ-৪/৫	জুশ বার/ফ্রেশ্ব ফ্রুট	অসংরক্ষিত শ্রেণী
৫	২৫-সি-সিভি-টিএস-ডিকিউজি-পিএফ-২-৩	পিএফ-২/৩	টি ষ্টল-২	মহিলার জন্যে নির্ধারিত
৬	৪৪-সি-সিভি-টিএস-ডিকিউজি-পিএফ-১	পিএফ-১	টি ষ্টল (ডোসা)	অসংরক্ষিত শ্রেণী
৭	২৬-সি-সিভি-টিএস-এনএমজেড-পিএফ-২-৩	পিএফ-২/৩	টি ষ্টল-১	মহিলার জন্যে নির্ধারিত
৮	৩০-সি-সিভি-টিএস-কেওজে-পিএফ-১	পিএফ-১	টি ষ্টল (স্নেক্স)	অসংরক্ষিত শ্রেণী
৯	৩১-সি-সিভি-টিএস-কেওজে-পিএফ-২-৩	পিএফ-২/৩	টি ষ্টল-২	অসংরক্ষিত শ্রেণী
১০	২১-সি-সিভি-টিএস-কেওজে-পিএফ-২-৩	পিএফ-২/৩	টি ষ্টল-৩	মহিলার জন্যে নির্ধারিত
১১	২২৯-সি-সিভি-টিএস-কেওজে-পিএফ-২-৩	পিএফ-২/৩	টি ষ্টল-১	অসংরক্ষিত শ্রেণী
১২	২২৬-সি-সিভি-টিএস-কেওজে-পিএফ-১	পিএফ-১	টি ষ্টল-২	অসংরক্ষিত শ্রেণী
১৩	২২৭-সি-সিভি-টিএস-কেওজে-পিএফ-১	পিএফ-১	টি ষ্টল-৩	অসংরক্ষিত শ্রেণী
১৪	২২৫-সি-সিভি-টিএস-কেওজে-পিএফ-১	পিএফ-১	টি ষ্টল-১	অসংরক্ষিত শ্রেণী
১৫	৪০-সি-সিভি-টিএস-এপিডিজে-পিএফ-২-৩	পিএফ-২/৩	টি ষ্টল-৩	অসংরক্ষিত শ্রেণী
১৬	৩৯-সি-সিভি-টিএস-এনওকিউ-পিএফ-২-৩	পিএফ-২/৩	টি ষ্টল-৩	অসংরক্ষিত শ্রেণী
১৭	সি-সিভি-টিএস-বি-কেওজে-পিএফ-২-৩	পিএফ-২/৩	টি ষ্টল	মহিলার জন্যে নির্ধারিত
১৮	সি-সিভি-টিএস-এফ-এনসিবি-পিএফ-২-৩	পিএফ-২/৩	টি ষ্টল	অসংরক্ষিত শ্রেণী
১৯	সি-সিভি-টিএস-জি-এনসিবি-পিএফ-২-৩	পিএফ-২/৩	টি ষ্টল	অসংরক্ষিত শ্রেণী
২০	সি-সিভি-টিএস-ডি-এপিডিজে-পিএফ-১	পিএফ-১	টি ষ্টল	অসংরক্ষিত শ্রেণী
২১	সি-সিভি-টিএস-ই-এনসিবি-পিএফ-২-৩	পিএফ-২/৩	টি ষ্টল (ডোসা)	মহিলার জন্যে নির্ধারিত
২২	সি-সিভি-টিএস-সি-এপিডিজে-পিএফ-১	পিএফ-১	টি ষ্টল	মহিলার জন্যে নির্ধারিত
২৩	সি-সিভি-টিএস-এ-কেওজে-পিএফ-১	পিএফ-১	টি ষ্টল	অসংরক্ষিত শ্রেণী

টেণ্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-০১-২০২৬ তারিখের **১৬.০০** ঘন্টা পর্যন্ত। উনার পরে টেণ্ডারটি খোলা হবে। টেণ্ডার নোটিস এবং টেণ্ডার প্র পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ থাকবে।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ফ্যাসন ও রূপচর্চা

সাতসকালের এই অভ্যাসগুলোই নীরবে বাড়িয়ে দিচ্ছে বয়স! এখনই সতর্ক না হলে ক্ষতি আপনারই

বয়স বাড়া জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম। সময়ের স্রোতকে থামানোর ক্ষমতা কারও নেই। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীর ও চেহারায় যে পরিবর্তন আসে, তা সহজে মেনে নিতে পারেন খুব কম মানুষই। তাই

আজকের দিনে ফিটনেস, ডায়েট, স্কিন কেয়ার-সব কিছু নিয়েই মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। অথচ এত কিছুর পরেও অজান্তেই এমন কিছু অভ্যাস রোজের জীবনে ঢুকে পড়ে, যা বয়স বাড়ার প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত করে তোলে। বিশেষ করে দিনের শুরুতে, অর্থা সাতসকালে করা কয়েকটি ভুল অভ্যাস শরীর ও ত্বকের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। আপনি কি জানেন, আপনার প্রতিদিনের সকালই হয়তো আপনাকে বয়সের তুলনায় অনেকটাই বেশি বয়স্ক দেখাচ্ছে? এখনই জেনে নিন সেই অভ্যাসগুলো এবং সতর্ক হন।

প্রাতঃরাশ এড়িয়ে যাওয়া সবচেয়ে বড় ভুল- আজকের ব্যস্ত জীবনে অনেকেই সকালে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়েন। ফলে প্রাতঃরাশ বাদ পড়ে যায়। কিন্তু খালি পেটে দিনের শুরু শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। সকালে না খেলে শরীরে স্ট্রেস হরমোন কর্টিসলের মাত্রা বেড়ে যায়, যা দীর্ঘমেয়াদে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে। পাশাপাশি মেটাবলিজমের গতি কমে যায়, যার প্রভাব পড়ে ত্বক ও শক্তির উপর। নিয়মিত প্রাতঃরাশ না করলে ত্বক নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে, ক্লান্তি ভর করে এবং ধীরে ধীরে বয়সের ছাপ স্পষ্ট হতে থাকে। তাই সকাল শুরু হোক হালকা কিন্তু পুষ্টিকর খাবার দিয়ে-এটাই সুস্থ ও তরুণ থাকার প্রথম ধাপ।

ঘুম ভাঙতেই মোবাইল ফোনে চোখ-অ্যালার্ম বন্ধ করতেই ফোন হাতে নেওয়া-এ অভ্যাস আজ প্রায় সকলেরই। কিন্তু এই সামান্য কাজটির প্রভাব যে কতটা মারাত্মক হতে পারে, তা অনেকেই বুঝতে পারেন না। ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলের নীল আলো চোখ ও মস্তিষ্কের উপর চাপ ফেলে। তার উপর যদি চোখে পড়ে একের পর এক নেতিবাচক খবর, তাহলে মানসিক চাপ আরও বেড়ে যায়। এর ফলে মনোযোগ কমে, উদ্বেগ বাড়ে এবং সারাদিনের মুড নষ্ট হয়ে যায়। দীর্ঘদিন এমন চললে মানসিক চাপের প্রভাব ত্বকেও দেখা দেয়- রিঙ্কলস, ডার্ক সার্কেল, নিস্তেজ ভাব সবই বাড়তে থাকে। তাই সকালে ঘুম থেকে উঠে অন্তত ২০-৩০ মিনিট ফোন থেকে দূরে থাকার অভ্যাস গড়ে তুলুন। খালি পেটে কফি-ত্বকের শত্রু-অনেকের কাছেই সকাল মানেই এক কাপ গরম কফি। কিন্তু ঘুম ভেঙেই খালি পেটে কফি খাওয়া শরীরের জন্য একেবারেই ভালো নয়। কফি শরীরে অ্যাসিডিটির মাত্রা বাড়ায়, হজমের সমস্যা তৈরি করে এবং স্নায়ুর উপর অতিরিক্ত চাপ ফেলে। এর পাশাপাশি ত্বকও তার প্রভাব থেকে রেহাই পায় না। নিয়মিত খালি পেটে কফি খেলে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়, জলশূন্যতা দেখা দেয় এবং বলিরেখা দ্রুত পড়তে শুরু করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সকালে কফি খেতে হলে তার আগে হালকা কিছু খাওয়া জরুরি। নাহলে এই অভ্যাসই অকাল বার্ধক্যের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। দেরিতে ঘুম থেকে ওঠা ও রোদ এড়ানো- যাঁরা রাত জাগেন এবং সকালে দেরিতে ওঠেন, তাঁদের জীবনে ভোরের সূর্য যেন অচেনা। অথচ সকালের মৃদু রোদ শরীরের জন্য অমৃতসম। এই সময়ের সূর্যালোক থেকে পাওয়া যায় ভিটামিন ডি, যা হাড়, ত্বক ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য অত্যন্ত জরুরি। নিয়মিত রোদ না পেলে শরীরে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি তৈরি হয়, যার প্রভাব পড়ে ত্বক ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উপর। ত্বক হয়ে ওঠে প্রাণহীন, ক্লান্তি বাড়ে এবং বয়সের ছাপ দ্রুত ফুটে ওঠে। তাই প্রতিদিন অন্তত কিছুক্ষণ ভোরের আলো গায়ে মাখার চেষ্টা করুন।

অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো ও মানসিক চাপ-সকালে উঠেই যদি তাড়াহুড়ো, দুশ্চিন্তা আর কাজের চাপ শুরু হয়, তাহলে তার নেতিবাচক প্রভাব সারাদিন থাকে। এই মানসিক চাপ শরীরে কর্টিসলের মাত্রা বাড়ায়, যা বয়স বাড়ার অন্যতম কারণ। সকালে কিছুটা সময় নিজের জন্য রাখুন- হালকা স্ট্রেচিং, শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম বা কয়েক মিনিটের নীরবতা মন ও শরীরকে অনেকটাই সতেজ করে তোলে। মনে রাখুন ছোট অভ্যাসেই বড় পরিবর্তন-বয়স থামানো যায় না, কিন্তু বয়সের গতি যে কমানো সম্ভব-তা প্রমাণিত। তার জন্য দরকার শুধুমাত্র কিছু ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাসে পরিবর্তন। দিনের শুরু যদি স্বাস্থ্যকর হয়, তাহলে তার প্রভাব পড়ে গোটা দিনের উপর। তাই আগামীকাল সকাল থেকেই একটু সচেতন হোন। আপনার সাতসকালের অভ্যাসই ঠিক করবে আপনি কতটা সুস্থ, কতটা তরুণ এবং কতটা প্রাণবন্ত থাকবেন।- আজমগড় স্পেশাল ট্রেনটি ২৬শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে আজমির থেকে রাত ৯.০০ টায় ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন রাত ৯.৪১ টায়. কিষাণগড়, ২২.২৭ টায় ফুলেরা, ২৩.৩৪ টায় রিঙ্গাস, ০২.৫০ টায় রেওয়ারি, ০৩.২৭ টায় গুরগাঁও, ০৩.৪০ টায় দিল্লি ক্যান্ট, ০৪.৫৫ টায় দিল্লি, ০৫.৫০টায় গাজিয়াবাদ, ০৮.২৫টায় মোরাদাবাদ, ০৯.৫২টায় বেরেলি, ০৯.৫২ টায় শাহজাহানপুর, ১১.০৭ টায় সীতাপুর জংশনে পৌঁছাবে। এটি ১৩.১০ মিনিটে, বুধওয়াল থেকে ১৫.৩০ মিনিটে, গোন্ডা থেকে ১৬.৪৫ মিনিটে, বাস্তি থেকে ১৮.২০ মিনিটে, খলিলাবাদ থেকে ১৮.৪৫ মিনিটে, গোরক্ষপুর থেকে ১৯.৩০ মিনিটে, দেওরিয়া সদর থেকে ২০.৩০ মিনিটে, ভাটনি থেকে ২১.০৫ মিনিটে, মাউ থেকে ২২.০৫ মিনিটে এবং মুহাম্মদাবাদ থেকে ২২.৩০ মিনিটে ছেড়ে আজমগড়ে পৌঁছাবে ২৩.১৫ মিনিটে।এই ট্রেনে মোট ২০টি কোচ বসানো হবে যার মধ্যে রয়েছে ০১টি জেনারেটর কাম লাগেজ ভ্যান, ০১টি এলএসএলআরডি এবং ০৬টি স্লিপার ক্লাস কোচ, ১২টি এসি তৃতীয় ইকোনমি ক্লাস কোচ।

রোজ চোখে কাজল দেন? সাবধান! এই অভ্যাসই ডেকে আনতে পারে গুরুতর চোখের সমস্যা

সাজগোজের জন্য আলাদা করে সময় নেই-এ কথা আজ অনেক মহিলারই। অফিস হোক বা হালকা কোথাও বেরোনো, তাড়াহুড়োর মধ্যে হাতের কাছে কাজল থাকলেই অনেকের মনে হয় সাজ সম্পূর্ণ। আয়নার সামনে দা৺িয়ে দু'চোখে সামান্য কাজল টেনে নিলেই চেহারায় আলাদা একটা ছাপ প৷ে। ফলে দিনে প্রায় ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা, এমনকি তারও বেশি সময় চোখে কাজল থাকে বহু মহিলার। কিন্তু জানেন কি, এই নিত্যদিনের অভ্যাসই চোখের জন্য বড়সড় বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে? চক্ষু চিকিসকদের মতে, নিয়ম না মেনে দীর্ঘক্ষণ চোখে কাজল ব্যবহার করলে চোখে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। শুধু তাই নয়, অনেকেই আবার রাতে কাজল না তুলেই ঘুমিয়ে পড়েন। এই অভ্যাস চোখের ক্ষতির আশঙ্কা দ্বিগুণ করে তোলে। তাই প্রতিদিন কাজল ব্যবহারের আগে জেনে নেওয়া জরুরি-কী কী সমস্যা হতে পারে এবং কীভাবে চোখের সঠিক পরিচর্যা করবেন।

দীর্ঘক্ষণ কাজল পরে থাকার অস্বস্তি- ঘঃটার পর ঘণ্টা চোখে কাজল পরে থাকলে অনেকের চোখে জ্বালা, চুলকানি বা অস্বস্তি শুরু হয়। চোখ লাল হয়ে যেতে পারে, ভারী লাগতে পারে। বিশেষ করে যাঁদের চোখ সংবেদনশীল, তাঁদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও দ্রুত দেখা দেয়। প্রথমে হালকা অস্বস্তি মনে হলেও ধীরে ধীরে তা বড় সমস্যার রূপ নিতে পারে।এলার্জি ও র‍্যাশের আশঙ্কা-বাজারে পাওয়া অনেক কাজলে নানা ধরনের রাসায়নিক উপাদান থাকে। সেগুলি সবার চোখের সঙ্গে মানিয়ে যায় না। ফলে চোখে এলার্জির সম্ভাবনা থাকে। চোখের চারপাশে লালচে ভাব, ছোট ছোট র‍্যাশ বা ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে চোখ ফুলেও

যেতে পারে, যা অত্যন্ত অস্বস্তিকর। চোখ শুস্ক হয়ে যাওয়ার সমস্যা- আজকের দিনে অতিরিক্ত মোবাইল ও স্ক্রিন ব্যবহার এমনিতেই চোখের শুস্কতার অন্যতম কারণ। কিন্তু শুধু স্ক্রিনটাইম নয়, দীর্ঘক্ষণ কাজল ব্যবহারের ফলেও চোখ শুকিয়ে যেতে পারে। কাজলের কণা চোখের ভেতরে ঢুকে চোখের স্বাভাবিক আর্দ্রতা নষ্ট করতে পারে। এর ফলে চোখে জ্বালা, ব্যথা এবং ঝাপসা দেখার সমস্যাও দেখা দেয়।

জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি-কাজল পেনসিল বা ব্রাশ যদি নিয়মিত পরিস্কার না করা হয়, সেখানে সহজেই জীবাণু জমে যায়। সেই কাজল চোখে লাগালে সংক্রমণের ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায়। চোখ ওঠা, ইনফেকশন বা দীর্ঘদিনের চোখের সমস্যার সূত্রপাত হতে পারে এখান থেকেই। বিশেষজ্ঞরা তাই একই কাজল দীর্ঘদিন ব্যবহার না করার পরামর্শ দেন।

চোখের তলায় কালি পড়া-নিয়মিত দীর্ঘ সময় কাজল ব্যবহার করলে চোখের তলায় ডার্ক সার্কেল বা কালি পড়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে যদি প্রতিদিন রাতে ভালো করে কাজল না তোলা হয়, তাহলে এই সমস্যা আরও বেড়ে যায়। চোখের চারপাশের ত্বক খুবই সংবেদনশীল, তাই এখানে যত্নের অভাব হলে তার প্রভাব দ্রুত দেখা দেয়।চোখের চারপাশে ফুসকুড়ি ও যন্ত্রণা-অনেকের চোখের আশপাশে সাদা ছোট ছোট ফুসকুড়ি দেখা যায়, যা দেখতে খুব একটা ভালো লাগে না। এর সঙ্গে চোখে ব্যথা বা চাপের অনুভূতিও থাকতে পারে। এই সমস্যাগুলি দীর্ঘদিন অবহেলা করলে চোখের স্বাস্থ্যের উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে।

চোখের পাতার ক্ষতি-চিকিসকদের মতে, নিত্যদিন দীর্ঘক্ষণ কাজল ব্যবহারের ফলে চোখের পাতার ক্ষতি হতে পারে। চোখের পাতা ধীরে ধীরে ঢিলে হয়ে পড়ার আশঙ্কাও থাকে। বয়সের আগেই চোখ ক্লান্ত ও বয়স্ক দেখাতে শুরু করে।

চোখ দিয়ে জল পড়া ও আলো সহ্য না হওয়া-অনেকের ক্ষেত্রেই দীর্ঘক্ষণ কাজল পরে থাকার ফলে চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়তে থাকে। আবার কারও কারও আলো সহ্য করার ক্ষমতাও কমে যায়। রোদ বা উজ্জ্বল আলোতে চোখ খুলতে কষ্ট হয়। এই ধরনের সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত চক্ষু চিকিসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

মানসিক নির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাসের সমস্যা---কিছু মহিলা এমনও আছেন, যাঁরা কাজল না পরলে বাইরে বেরোতেই অস্বস্তি বোধ করেন। ধীরে ধীরে এটি মানসিক নির্ভরতাতেও পরিণত হতে পারে। অথচ চোখের স্বাস্থ্য সবার আগে গুরুত্বপূর্ণ-এ কথা ভুলে গেলে চলবে না। কী করবেন সুরক্ষার জন্য? চোখে কাজল পরার পর অবশ্যই রাতে তা ভালো করে তুলে ফেলুন। হালকা ক্লিনজার বা পরিস্কার জল দিয়ে চোখ ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে প্রতিদিন কাজল ব্যবহার না করে মাঝেমধ্যে চোখকে বিশ্রাম দিন। পরিস্কার ও ভালো মানের কাজল ব্যবহার করুন এবং পুরনো কাজল ফেলে দিন। মনে রাখুন, কাজল চোখের সৌন্দর্য বাড়ালেও, চোখের স্বাস্থ্যই সবার আগে।

গোরখপুর-ঝুসি-গোরখপুর মাঘ মেলা সংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ২২ ডিসেম্বরঃ প্রয়াগরাজে মাঘ মেলায় তীর্থযাত্রীদের প্রত্যাশিত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, রেলওয়ে প্রশাসন ১, ৩, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮, ২১, ২৩ এবং ৩০ জানুয়ারী, ১, ১৩ এবং ১৫, ২০২৬ তারিখে গোরখপুর থেকে ০৫০০২০৫০০১ গোরখপুর-ঝুসি-গোরখপুর মাঘ মেলা সংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন এবং ২, ৪, ১৪, ১৬, ১৭, ১৯, ২২, ২৪ এবং ৩১ জানুয়ারী, ২, ১৪ এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে ঝুসি থেকে নিম্নলিখিতভাবে চলাচলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।০৫০০২ গোরখপুর-ঝুসি মাঘ মেলা সংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি ২১.৩০ ঘটিকায় গোরখপুর থেকে ০১, ০৩, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮, ২১, ২৩, ৩০ জানুয়ারী, ০১, ১৩ এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, চৌরাজার ২০১৬ বি. ২২.২৬ টায়, দেওরিয়া সদর ২৩.০০ টায়, ভাটনি ২৩.২৮ টায়, সালেমপুর ২৩.৫০ টায়, পরের দিন বেলথারা রোড ০০.১৫ টায়, মৌ ০১.০৫ টায়, আন্ধিহার ০২.০৬ টায়, বর্ষাণ সিটি ০২.০৬ টায়। জন. এটি ঝুসি থেকে ০৩.৩০ মিনিটে, বেনারস থেকে ০৩.৫০ মিনিটে, মাধো সিং থেকে ০৪.৩৫ মিনিটে, জ্ঞানপুর রোড থেকে ০৪.৫৭ মিনিটে এবং হান্দিয়া খাস থেকে ০৫.২৭ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং ০৬.০০ মিনিটে ঝুসি পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৫০০১ ঝুসি-গোরখপুর মাঘ মেলা সংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি ০২, ০৪, ১৪, ১৬, ১৭, ১৯, ২২, ২৪, ৩১ জানুয়ারী, ০২, ১৪ এবং ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে রাত ২২.৩০ মিনিটে ঝুসি থেকে ছেড়ে যাবে, হান্দিয়া খাস থেকে ২৩.০৫ মিনিটে, জ্ঞানপুর রোড থেকে ২৩.২৫ মিনিটে, মাধো সিং থেকে ২৩.৪৫ মিনিটে, পরের দিন বেনারস থেকে ০০.৫০ মিনিটে, বারাণসী জংশন থেকে। এটি গোরখপুর থেকে দুপুর ১,১০ টায়, বারাণসী শহর থেকে দুপুর ১৩০ টায়, আউন্ডিহার থেকে দুপুর ২,০৭ টায়, মাউ থেকে বিকেল ৩,১০ টায়, বেলথারা রোড থেকে বিকেল ৩,৫২ টায়, সালেমপুর থেকে বিকেল ৪,২২ টায়, ভাটনি থেকে বিকেল ৪,৪২ টায়, দেওরিয়া সদর থেকে বিকেল ৫,১০ টায়, গৌরী বাজার থেকে বিকেল ৫,৩২ টায়, চৌরি চৌরা থেকে বিকেল ৫,৪৫ টায় ছেড়ে যাবে এবং সন্ধ্যা ৬,৪০ টায় গোরখপুরে পৌঁছাবে। এই ট্রেনটিতে মোট ১৫টি কোচ থাকবে, যার মধ্যে একটি জেনারেটর-কাম-লাগেজ ভ্যান, একটি এলএসএলআরডি, ছয়টি স্লিপার ক্লাস কোচ এবং সাতটি এসি থার্ড ইকোনমি ক্লাস কোচ থাকবে।

গাড়িতে বোমা বিস্ফোরণে রুশ জেনারেল নিহত, ইউক্রেনের বিশেষ বাহিনীর দিকেই আঙুল

সংবাদসংস্থা, ২২ ডিসেম্ভরর ঃ দক্ষিণ মস্কোয় গাড়িতে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হলেন রুশ সেনাবাহিনীর এক শীর্ষ আধিকারিক। মৃতের নাম লেফটেন্যান্ট জেনারেল।

CHANGE OF NAME
I, Kanhaiya Mishra (old name) son of Ishwar Prasad Mishra, residing at 48B/H/20, K. M. Sarani, Khiddirpore, Kolkata – 700023, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Kanhaiya Prasad Mishra (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 01/12/2025. Kanhaiya Mishra (old name) and Kanhaiya Prasad Mishra (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, JAKIR MALLICK (old name) S/O - SALAMAT MALLICK residing at VILL-SUKHASAGAR PO-SUKHA SAGAR PS-NAKASHIPARA DIST-NADIA PIN-741154. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from JAKIR MALLICK (old name) to ZAKIR MALLICK (new name) and henceforth, I shall be Known as ZAKIR MALLICK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 22/12/2025 . ZAKIR MALLICK (new name) & JAKIR MALLICK (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I,MOLAM SK (old name) S/O -JIYAR residing at VILL-RARIPARA PO-BHOLADANGA PS-NAKASHIPARA DIST-NADIA PIN-741126. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MOLAM SK (old name) to MOLAM SEKH (new name) and henceforth, I shall be Known as MOLAM SEKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 22/12/2025 .MOLAM SEKH (new name) & MOLAM SK (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I REHENA BIBI (OLD NAME) W/O-NURUN NABI ISLAM residing at CHARSOFIHAJIRPARA PO-HANUMANTANAGAR P.S- BHAGWANGOLA DIST-MURSHIDABAD PIN-742135, west bengal do hereby declare that I have changed my name from (old name) REHENA BIBI to (new name) REHENA KHATUN and henceforth I shall be known as (new name) REHENA KHATUN in all purpose, vide an affidavit before the Notary public at Berhampore court on 22/12/2025.(new name) REHENA KHATUN and REHENA BIBI (old name) both name are same and

CHANGE OF NAME
I TANUJA BIBI (OLD NAME) W/O-NURUJJAMAN DHABAK residing at VILL-KOYA PO-MAMJOAN, P.S-TAHERPUR DIST-NADIA PIN-741121, west bengal do hereby declare that I have changed my name from (old name) TANUJA BIBI to (new name) TANUJA BIBI DHABAK and henceforth I shall be known as (new name) TANUJA BIBI DHABAK in all purpose, vide an affidavit before the Notary public at Berhampore court on 22/12/2025 (new name) TANUJA BIBI DHABAK and TANUJA BIBI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I KANTI ACHARJEE S/O LT KESHAB CHANDRA ACHARJEE, RESIDING AT TAHERPUR D/8/129, P.O & P.S- TAHERPUR DIST NADIA, PIN 741159, W. B. DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY AND MY FATHER'S NAME FROM KANTI ACHARYYA, S/O-KESHAB CHANDRA ACHARYYA TO KANTI ACHARJEE, S/O LT KESHAB CHANDRA ACHARJEE AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS KANTI ACHARJEE S/O LT KESHAB CHANDRA ACHARJEE IN ALL PURPOSE VIDE AND AFFIDAVIT NO. 96926 DT. 12.12.2025 BEFORE THE LD JUDICIAL MAGISTRATE (IST. CLASS) RANAGHAT COURT NADIA BOTH NAME ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

CHANGE OF NAME
I, Gafur Gazi S/o Abdul Chattar Gazi, Vill.- Uttar Kodalia, P.O.- Dakshin Bagundi, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Parganas, West Bengal -743429, shall henceforth be known as ABDUL GAFUR GAZI vide an affidavit before the Notary Public at Basirhat, North 24 Parganas on 16/12/2025. That Gafur Gazi and Abdul Gafur Gazi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Yeasin Sk (Old Name) S/O–Abu Taher Sk residing at Vill & Po-Gobindapur , Ps-Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742405 do hereby declared that I have changed my name from Yeasin Sk to Yasin Sk and henceforth I shall be known as Yasin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/12/2025. My name Yasin Sk & Yeasin Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Asmat Sk , S/O-Aolad Sekh , residing at Pipulkhola , Senpara , Ps –Thanarpara, Dist-Nadia , Pin – 741152, do hereby declare that in my certain official records, my name & my father's name has been mistakenly printed as Asmat Shaikh , S/O-Aolad Hossain Shaikh instead of my & my father's correct name Asmat Sk , S/O- Aolad Sekh . My correct name is Asmat Sk & my father's correct name Aolad Sekh , S/O- Jaulush Sk.

CHANGE OF NAME
I, Lavly Bibi (Old Name) W/O–Abul Kalam Azad residing at Beldanga hatpara , Beldanga , Murshidabad, West Bengal 742133 do hereby declared that I have changed my name from Lavly Bibi to Nasrin Banu Sarkar and henceforth I shall be known as Nasrin Banu Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/12/2025. My name Nasrin Banu Sarkar & Lavly Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Md Samim Sk, S/o-Ikbal Sk, Resident at, Vill-Bagmara, Po-Bhattabati, Ps-Nabagram, Dist-Murshidabad, 742149 West Bengal, That My Father's actual name Ikbal Sk (recorded Aadhaar & voter) wrongly name Iqbal Sk (recorded my School certificate Admit Index No.- E2-008 (year of 2023 W.B.B.S.E). I have changed my Fathe's name Iqbal Sk to Ikbal Sk (New name) I shall be known as Ikbal Sk vide affidavit before the Notry at Berhampore on 22/12/2025 Ikbal Sk & Iqbal Sk same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Masum Shakh, (Old name) S/o-Ajijul Sk, Resident at, Vill-Damdama, Po-Goghata, Ps-Nowda, Dist- Murshidabad, 742121 West Bengal, I have changed my name Masum Shakh to Masum Sk (New name) I shall be known as Masum Sk vide affidavit before the Notry at Berhampore on 22/12/2025 Masum Sk & Masum Shakh same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Jebunnechha Mondal W/o Aliar Rahaman Mandal , resident of Vill. - Dakshin Kodalia, P. O. - Dakshin Bagundi, P. S.- Basirhat, Dist.- North 24 Parganas, West Bengal - 743429, shall henceforth be known as JEBUNNESSA BIBI vide an affidavit before the Notary Public at Basirhat, North 24 Parganas on 16/12/2025. That Jebunnechha Mondal and Jebunnessa Bibi both are same and one identical person..

CHANGE OF NAME
I, Yearab Hossen Molla S/o Ebed Ali Molla @ Ebad Ali Mollah, resident of Vill. - Solgohalia, P.O.- Champahati, P.S.- Baruipur, Dist. - South 24 Parganas, West Bengal - 743330, shall henceforth be known as YEARAB HOSSEN MOLLAH son of Ebed Ali Molla vide an affidavit before the Notary Public at Basirhat , North 24 Parganas on 16/12/2025 . That Yearab Hossen Molla and Yearab Hossen Mollah both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Mojjam Sk (Old Name) S/O–Abdul Gafur Sk resident of Tarakpur , Gajdharpara , Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Mojjam Sk to Moyajjem Sk and henceforth I shall be known as Moyajjem Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/12/2025. My name Moyajjem Sk & Mojjam Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Abdul Malek Sk (Old Name) S/O–Hagi Sagar Ali resident of Vill-Ramchandrapur , Po-Sadar Nashipur , Ps-Lalgola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742151 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Malek Sk to Abdul Malek and henceforth I shall be known as Abdul Malek (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Berhampore court on 24/09/2025. My name Abdul Malek & Abdul Malek Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Abu Taher (Old Name) S/O–Soleman Seikh residing at Vill & Po-Gobindapur , Ps-Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742405 do hereby declared that I have changed my name from Abu Taher to Abu Taher Sk and henceforth I shall be known as Abu Taher Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/12/2025. My name Abu Taher Sk & Abu Taher both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Alok Barman, My son's (Old Name) Ayan resident of Bhatsala , Basantapur , Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742406 do hereby declared that I have changed my son's name from Ayan to Ayan Barman and henceforth my son's name shall be known as Ayan Barman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/12/2025. My son's name Ayan Barman & Ayan both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Alok Barman, My daughter's (Old Name) Mamoni resident of Bhatsala , Basantapur , Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742406 do hereby declared that I have changed my daughter's name from Mamoni to Mamoni Barman and henceforth my daughter's name shall be known as Mamoni Barman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/12/2025. My daughter's name Mamoni Barman & Mamoni both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Latifur (Old Name) S/O–Jan Mohammad Biswas resident of Vill-Ramchandrapur , Po-Sadar Nashipur , Ps-Lalgola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742151 do hereby declared that I have changed my name from Latifur to Md Latifur Rahaman and henceforth I shall be known as Md Latifur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Berhampore court on 24/09/2025. My name Md Latifur Rahaman & Latifur both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Ranjit Gayen (Old Name) S/o Late Harekrishna Gayen Residing at 197/3, Motilal Gupta Road, Haridevpur, District - Kolkata, Pin - 700082, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Ranjit Kumar Gayen (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 22-12-2025. Ranjit Gayen (Old Name) and Ranjit Kumar Gayen (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Subharata Saha (Old Name) S/o Debabrata Saha Residing at Block BD-395, Salt Lake Sector -1, Vtc - Bidhannagar (M), P.o - Bidhannagar CC Block, District - North 24 Parganas, Pin - 700064, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Subhabrata Saha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 22-12-2025. Subharata Saha (Old Name) and Subhabrata Saha (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Shailesh Omprakash Didwania (Old Name) S/o Omprakash Didwania Residing at Cambridge Green, Block -2, Flat-3G, Bakhrahat Road, Rasapunja, District - South 24 Parganas, Pin - 700104, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Shailesh Didwania (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 22-12-2025. Shailesh Omprakash Didwania (Old Name) and Shailesh Didwania (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Kartick Manna (Old Name) S/o Panchu Gopal Manna Residing at 1/C, Panchanantala Lane, South Sinthi, P.s - Sinthi, District - Kolkata, Pin - 700050, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Kartick Chandra Manna (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 22-12-2025. Kartick Manna (Old Name) and Kartick Chandra Manna (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Sawan Chowdhury (Old Name) S/o Ajit Chowdhury Residing at 984, Netaji Sarani, Madhyabaluria, P.o - Nabapally, P.s - Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700126, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sowan Chowdhury (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 19-12-2025. Sawan Chowdhury (Old Name) and Sowan Chowdhury (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Debashis Majumdar (Old Name) S/o Suresh Majumdar Residing at Vill - Naihati, P.o - Sitahati, P.s - Ketugram, District - Purba Bardhaman, Pin - 713123, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Debashish Majumdar (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 22-12-2025. Debashis Majumdar (Old Name) and Debashish Majumdar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Mahazabin Begum (Old Name) W/o Sk Md Salim Residing at 2/H/1, Jala Lane, P.o - Alipur, P.s - Ekbalpore, District - Kolkata, Pin - 700027, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Mahazbin Begum (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 22-12-2025. Mahazabin Begum (Old Name) and Mahazbin Begum (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Shaikh Mohammed Salim (Old Name) S/o Late Sk. Md Nasim Residing at 2/H/1, Jala Lane, P.o - Alipur, P.s - Ekbalpore, District - Kolkata, Pin - 700027, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sk Md Salim (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 22-12-2025. Shaikh Mohammed Salim (Old Name) and Sk Md Salim (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Parwez Akhatar (Old Name) S/o Ali Hassan Residing at 18A/E, Kustia Masjid Bari Lane, P.o+P.s - Tiljala, District - Kolkata, Pin - 700039, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Parwez Akhtar (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 22-12-2025. Parwez Akhatar (Old Name) and Parwaz Akhtar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Mohammad Alam Ansari (Old Name) S/o Late Md Suleman Ansari Residing at 16/1B Topsia Road South, P.o - Topsia, Topsia, District - Kolkata, Pin - 700046, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Alam Ansari (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 14/2025 Dated 22-12-2025. Mohammad Alam Ansari (Old Name) and Md Alam Ansari (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Mohammad Sahil Alam Ansari (Old Name) S/o Md Alam Ansari Residing at 16/1B Topsia Road South, P.o - Topsia, Topsia, District - Kolkata, Pin - 700046, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Sahil Alam Ansari (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 15/2025 Dated 22-12-2025. Mohammad Sahil Alam Ansari (Old Name) and Md Sahil Alam Ansari (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Nur Mohammad Sekh son of Sekh Erfan, residing at Vill: Pubar, P.O – Panduk, P.S – Aushgram, Dist: Purba Bardhaman, Pin: 713152, West Bengal, hereby declare the correction of my name in my wife's documents and shall henceforth be known as Nur Mohammad Sekh in place of Noor Mohammad as my Passport, Voter ID, Pan Card and Aadhar as declared before the Notary Public at Barasat on 17/12/2025.

CHANGE OF NAME
I, Abdul Sokur Seikh (Old Name) S/O–Haru Seikh residing at Vill & PO-Khargram , PS-Khargram , Murshidabad, West Bengal 742147 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Sokur Seikh to Dhanu Seikh and henceforth I shall be known as Dhanu Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the 1st Class J. M at Kandi court on 19/11/2025. My name Dhanu Seikh & Abdul Sokur Seikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Kesto Pramanik (Old Name) S/O–Shanti Pramanik residing at Majlishpur , Tarapur , Burwan , Murshidabad, West Bengal 742161 do hereby declared that I have changed my name from Kesto Pramanik to Krishna Pramanik and henceforth I shall be known as Krishna Pramanik (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/11/2025. My name Krishna Pramanik & Kesto Pramanik both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Habibulla Sk. S/o Ibrahim Sk residing at Ajab Nagar, P.O. Pachimtajpur, P.S. Chanditala, Dist Hooghly 712706 W.B. do hereby solemnly affirm & declare my actual name Habibulla Sk instead of Habibullah Sekh, and my son's actual name Aryan Sk instead of Sekh Aryan, vide an affidavit No. 60132 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Serampore, Hooghly dated 17/07/2025. Habibulla Sk and Habibullah Sekh both are same and one identical person. Aryan Sk and Sekh Aryan both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, UTTAM SAHA, S/o Lt. Gopal Saha, Grand Son of Kesto Saha, residing at Vill Bongaon Rail Bazar, P.O. & P.S. Bongaon, Dist. North 24 Pgs. In our Land deed my Grand Father's name was wrongly recorded as ShriKrishna Lal Saha.It is rectified as Kesto Saha vide affidavit No. 16567dt. 18/11/2025. before the 1st class Judicial Magistrate at Bongaon. Shri Krishna Lal Saha and Kesto Saha both are same identical person.

CHANGE OF NAME
I, Sohel Rana (old name) residing at Chhotochand ghar, Barachand ghar, Kaliganj, Dist-Nadia, Pin-741156 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SOHEL RANA to SOHEL RANA SK and henceforth I shall be known as SOHEL RANA SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 22/12/2025. SOHEL RANA and SOHEL RANA SK both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Basd Ali Sekh (old name) residing at Dogacchi, Paschim Dogacchi, Thanarpara, Dist-Nadia, Pin-741152 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from BASD ALI SEKH to BASAD ALI SEKH and henceforth I shall be known as BASAD ALI SEKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 22/12/2025. BASD ALI SEKH and BASAD ALI SEKH both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Rowsan Ali Sk (old name) residing at Bharatpur, Bharatpur, Bharatpur, Dist-Murshidabad, Pin-742301 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ROWSAN ALI SK to ROWSAN SHAIKH and henceforth I shall be known as ROWSAN SHAIKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 22/12/2025. ROWSAN ALI SK and ROWSAN SHAIKH both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Nasiruddin Sk (old name) residing at Goraipur, Gopinathpur, Islampur, Dist-Murshidabad, Pin-742304 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from NASIRUDDIN SK to NASIR SK and henceforth I shall be known as NASIR SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 05/12/2025. NASIRUDDIN SK and NASIR SK both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Rahamattullah Biswas (old name) residing at Kachia, Adibasi beldnga, Sagardighi, Dist-Murshidabad, Pin-742122 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from RAHAMATTULLAH BISWAS to RAHAMATULLAH BISWAS and henceforth I shall be known as RAHAMATULLAH BISWAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 22/12/2025. RAHAMMAHTTULLAH BISWAS and RAHAMATULLAH BISWAS both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Chobi Bibi (old name) residing at Raninagar, Raninagar , Pukuria, Dist-Malda, Pin-732102 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from CHOBI BIBI to CHOBI KHATUN and henceforth I shall be known as CHOBI KHATUN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 22/12/2025. CHOBI BIBI and CHOBI KHATUN both are same and one identical person.

মুর্শিদাবাদে তৃণমূল শূন্য হবে, বিজেপির আসন বাড়বে, ইঙ্গিতবহ বার্তা হুমায়ুনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২২ ডিসেম্বর ঃ একদিনের মিম-এর উত্থান, অন্যদিকে হুমায়ুনের নতুন দল ঘোষণা। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাই মুর্শিদাবাদ জেলার ২২টি বিধানসভা আসনের দিকে এবার বিশেষ নজর রয়েছে। ভোট ভাগ হয়ে কার পাল্লা ভারী হবে, সেই হিসেব কষছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এরই মধ্যে নতুন দল ঘোষণা করার পরই অঙ্ক বুঝিয়ে দিলেন হুমায়ুন কবীর। সোমবার মুর্শিদাবাদে 'জনতা উন্নয়ন পার্টি' নামে নতুন দল ঘোষণা করেন। বেশ কয়েকটি আসনে প্রার্থীও ঘোষণা করেছেন। মঞ্চ থেকে হুমায়ুন তৃণমূল তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেন, এবার ভোটে মুর্শিদাবাদে তৃণমূলকে খাতা খুলতে দেবেন না। জেলার সবকটি আসনে যে তিনি প্রার্থী দেবেন, সে কথাও বুঝিয়ে দিয়েছেন হুমায়ুন। মঞ্চের সামনে ভিড় করেছিলেন হুমায়ুনের প্রচুর অনুগামী। সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভরতপুরের বিধায়ক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেন, মুর্শিদাবাদে ২২টি সিটে খাতা খুলে দেখাবেন। আমি বেঁচে থাকলে তৃণমূলকে জিরো করব। তবে বিজেপি ২-১টা সিট বাড়িয়ে নিতে পারে। বিজেপির যা কৌশল, যা অর্থবল তাতে ওদের সিট বাড়তে পারে। কিন্তু তৃণমূল জিরো হবে। উল্লেখ্য, হুমায়ুন নতুন দল ঘোষণা করার কথা বলার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা তৈরি হয়। কোনও দল তাঁকে পিছন থেকে সমর্থন করছে কি না, সেই প্রশ্নও ওঠে। এদিন হুমায়ুন নয়া দল ঘোষণা করায় তৃণমূলের মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ বলেন, দল গড়তেই পারেন। নির্বাচনে কী প্রভাব পড়বে, সেটা ফলাফলেই বোঝা যাবে। কেউ বা কারা পিছন থেকে মদত দিয়ে ভোট ভাগ করার চেষ্টা করছে। মানুষের বোঝা উচিত এদের ভোট দিলে বিজেপিরই লাভ হবে। তৃণমূল মানুষের সঙ্গে থেকে রাজনীতি করে। হুমায়ুন কী করবে, তার কোনও প্রভাব পড়বে না। হুমায়ুন কবীর জানিয়েছেন, তিনি লড়বেন রেজিনগর ও বেলডাঙা থেকে। আরেক হুমায়ুন কবীর, যিনি পেশায় ডাক্তার, তিনি রানিনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে লড়তে চলেছেন। এখানে বলে রাখা ভাল, ২০১৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই চিকিৎসককে তৃণমূলের প্রার্থী করেছিলেন। যদিও তিনি হেরে যান। অন্যদিকে, কলকাতার বালিগঞ্জ বিধানসভা, যেখানে উপনির্বাচনে বাবুল সুপ্রিয় তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন, সেই কেন্দ্র থেকে জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতীকে লড়াই করবেন নিশা চট্টোপাধ্যায়। আর একজন হুমায়ুন কবীর লড়বেন ভগবানগোলায়। পেশায় তিনি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদ ৬৪ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে লড়বেন মনীষা পান্ডে। অর্থাৎ, যা দাঁড়াল, তা হল চার চারটি আসনে লড়ছেন ভিন্ন ভিন্ন হুমায়ুন। দু'টিতে একা দলনেতা হুমায়ুন কবীর। বাকি দুটিতে আরও দুই। হুমায়ুন আগেই জানিয়েছিলেন, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে অন্তত ৯০টি আসনে জয়ী হওয়াই তাঁর লক্ষ্য। কারণ, তৃণমূল বা বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে, তারা কেউই হুমায়ুনকে মসজিদ গড়তে দেবে না। তাই সরকারের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখতে অন্তত ৯০টি আসনে জেতাতে হবে তাঁর নতুন দলকে। হুমায়ুনের সভাস্থল ৪৯ বিঘা জমিতে তৈরি হয়েছে। মঞ্চ ২৩০ ফুটের। এই মঞ্চ থেকেই দলীয় পতাকা, ইস্তেহার এবং প্রার্থী ঘোষণা করেছেন তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়া হুমায়ুন কবীর।

বড়দিনের আলোয় চার্চ ঝলমল করলেও ধুঁকছে যিশু-মূর্তি শিল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর ঃ বড়দিন আসছে। শহরজুড়ে এখন সাজো সাজো রব। চার্চে ঝলমলে আলো, রঙিন স্টার, সান্তাক্লজ ও ক্রিসমাস ট্রিতে ভরে উঠছে দোকানপাট। যিশুখ্রিস্টের জন্মলগ্নের আবহ ফুটিয়ে তুলতে নানা পুতুল ও মূর্তিতে সেজে উঠছে চার্চ প্রাঙ্গণ। কিন্তু এই উৎসবের উজ্জ্বলতার আড়ালেই ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যাচ্ছে এক সময়ের ঐতিহ্যবাহী শিল্প। শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া ডাবগ্রাম ২ নম্বর অঞ্চলের আশিঘর তেলিপাড়ায় গত ২৫ বছর ধরে হোয়াইট সিমেন্ট দিয়ে যিশুখ্রিস্ট সহ নানা ধর্মীয় মূর্তি তৈরি করে আসছেন সীতারাম ভগৎ ও তাঁর পরিবার। এক সময় বড়দিন এলেই এই এলাকায় ব্যস্ততা ছিল চোখে পড়ার মতো। চার্চের জন্য যিশুখ্রিস্টের জন্মদৃশ্যের পুতুল তৈরি করতে দিন-রাত এক করে কাজ চলত। সীতারাম ভগৎ জানান, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব বদলে গিয়েছে। আগে এই হোয়াইট সিমেন্টের মূর্তির ব্যাপক চাহিদা ছিল। প্রায় ২০-২৫ জন কর্মচারী একসঙ্গে কাজ করতেন। শিলিগুড়ি শহর তো বটেই, শহরের বাইরেও এই পুতুলের অর্ডার যেত। কিন্তু এখন বাজার দখল করেছে চায় না- তৈরি পুতুল ও সাজসজ্জার সামগ্রী। ফলে দেশি হাতে তৈরি যিশু-মূর্তির চাহিদা প্রায় নেই বললেই চলে। এদিকে চাহিদা কমতেই একে একে কাজ ছেড়েছেন কর্মচারীরা। বর্তমানে হাতে গোনা কয়েকটি পুরনো দোকান থেকে অর্ডার আসে বলেই কোনওরকমে এই কাজ ধরে রেখেছে সীতারাম ভগৎ-এর পরিবার। সংসার চালাতে বাধ্য হয়ে পরিবারের সদস্যদের অন্য পেশায় যুক্ত হতে হয়েছে। এখন আর আগের মতো নিয়মিত পুতুল তৈরি হয় না। ২৫ ডিসেম্বরের আগে অর্ডার এলে তবেই যিশুখ্রিস্টের মূর্তি বানানো হয় আর দীপাবলির আগে অর্ডার পেলে তৈরি হয় লক্ষ্মী- গণেশ। বড়দিনের উৎসবে যখন আলোয় ভরে উঠছে চার্চ ও শহর, তখন ডাবগ্রামের এই শিল্পপল্লিতে নেমে এসেছে অনিশ্চয়তার ছায়া। এক সময় যে শিল্পে সংসার চলত, আজ সেই শিল্প টিকে আছে শুধুই স্মৃতির ভরসায়। আধুনিকতার ভিড়ে হারিয়ে যেতে বসেছে এক প্রজন্মের হাতে গড়া যিশু-মূর্তি শিল্প, যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শ্রম, বিশ্বাস আর বহু বছরের জীবন সংগ্রাম।

হালাল অর্থনীতিকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে রাষ্ট্রপতির কাছে হিন্দুমহাসভার আবেদন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২২ ডিসেম্বর ঃ ভারতে হালাল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হল অখিল ভারত হিন্দুমহাসভা। সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর নেতৃত্বে রাজ্য কমিটির এক প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর উদ্দেশ্যে একটি লিখিত আবেদন জমা দেন। চিঠিতে হিন্দুমহাসভার দাবি, ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলেও হালাল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মূলত ইসলামি শরিয়ত নির্ভর। ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর বক্তব্য, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রিপোর্ট ও তথ্য অনুযায়ী হালাল অর্থনীতির একটি বড় অংশ মুসলিম মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করতে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে জিহাদি মৌলবাদের বিস্তারের পিছনে হালাল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অর্থ ও কিছু আরব দেশের তেল বিক্রি থেকে আসা অনুদানের ভূমিকা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, সন্ত্রাসবাদের আর্থিক শিকড় উপড়ে ফেলতে হলে ভারতে হালাল অর্থনীতিকে নিষিদ্ধ করা জরুরি। পাশাপাশি সনাতনী হিন্দুদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উপবাস ও ব্রতের সময় ইসলামি রীতিতে প্রস্তুত খাদ্য বা সামগ্রী গ্রহণ করার কোনও যুক্তি নেই বলেও তিনি দাবি করেন। হিন্দুমহাসভার পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতির চিফ সেক্রেটারির হাতে চিঠি তুলে দেওয়া হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতি ভবন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে বলে সংগঠনের দাবি। হিন্দুমহাসভা স্পষ্ট করেছে, মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে হালাল খাদ্য ও পণ্য ব্যবহার করলে সংগঠনের কোনও আপত্তি নেই, তবে সেই ব্যবস্থা অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত। সংগঠনের পক্ষ থেকে অমুসলিম নাগরিকদের হালাল পণ্য ও সংশ্লিষ্ট দোকান বর্জনের আহ্বানও জানানো হয়েছে। এর পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সনাতনী হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগ ও জীবনধারাকে মাথায় রেখে ওম সার্টিফাইড বা স্বস্তিক সার্টিফাইড পণ্য বাজারে আনার পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছে হিন্দুমহাসভা। এই পণ্যগুলি হিন্দু সনাতনী রীতিনীতি মেনে প্রস্তুত করা হবে বলে দাবি সংগঠনের। সম্প্রতি গীতা পাঠ অনুষ্ঠানে প্যাটিস বিতর্ক প্রসঙ্গে মুখ খুলে ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী বলেন, কোনও রকম হিংসা বা হাতাহাতির পক্ষে তারা নন, তবে গীতা পাঠের মতো পবিত্র অনুষ্ঠানে ভেজ প্যাটিস বলে চিকেন প্যাটিস বিক্রি করা সনাতনী হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, যে কোনও রাজনৈতিক দল- কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি বা অন্য কেউ-যদি সনাতনী হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে উপেক্ষা করে অতিরিক্ত সেক্যুলারিজম দেখাতে যায়, তাহলে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ ও দেশের রাজনীতিতে তাদের অস্তিত্ব সংকটে পড়তে পারে। হিন্দুমহাসভার অফিস সেক্রেটারি অনামিকা মণ্ডল জানান, পশ্চিমবঙ্গে ফিরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যপাল সি. ভি. আনন্দ বোসকে বিষয়টি জানানো হবে এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ওম বা স্বস্তিক সার্টিফাইড খাদ্য ও পণ্যের স্টল চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। রাষ্ট্রপতি ভবনে উপস্থিত হিন্দুমহাসভার প্রতিনিধি দলে রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী ও অফিস সেক্রেটারি অনামিকা মণ্ডল ছাড়াও সোমা দে মণ্ডল, জিতেন গোস্বামী, দীপঙ্কর রায়সহ আরও একাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

কোভিড-পরবর্তী শিক্ষায় ডিজিটাল বৈষম্য দূরীকরণে শ্রীরামপুর তাঁরাপদ দে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনে জাতীয় সেমিনার

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২২ ডিসেম্বর ঃ পূর্বস্থলী-১ ব্লকের অন্তর্গত শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের মধ্য শ্রীরামপুরে অবস্থিত তাঁরাপদ দে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনে সম্প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা ও ন্যাশনাল সেমিনারের আয়োজন করা হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে এই সেমিনারটি শিক্ষাবিদ, গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিশেষ সাড়া ফেলেছে। উক্ত জাতীয় সেমিনারে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও গবেষকরা অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারের মূল বিষয় ছিল Digital Equity in Education: Bridging Learning Grups in the Post-Pandemic Era। কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে ডিজিটাল বৈষম্য কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে এবং তা দূর করার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে- এই বিষয়গুলিই আলোচনার কেন্দ্রে ছিল। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে ডিজিটাল শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা, অনলাইন ও অফলাইন শিক্ষার সমন্বয়, গ্রামীণ ও প্রান্তিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বিশেষভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের শেখার আগ্রহ বৃদ্ধি, সমান শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ এবং ভবিষ্যত শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশ্নোত্তর পর্বে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান ধারণা লাভ করে। এই জাতীয় সেমিনার ছাত্রসমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে উপস্থিত সকলেই মত প্রকাশ করেন।

ঘন কুয়াশা, চন্দ্রকোণায় দুর্ঘটনার কবলে যাত্রিবাহী বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২২ ডিসেম্বর ঃ দুর্ঘটনার কবলে যাত্রিবাহী বাস। সোমবার সকালে দুর্ঘটনা ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা থানার বওড়া এলাকায়। ওই বাসটি পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘা থেকে ফিরছিল হুগলির কামারপুকুরে। ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কম থাকায় চন্দ্রকোনা-রামজীবনপুর রাজ্য সড়কের বওড়া এলাকায় রাস্তার পাশে থাকা ইলেকট্রিক খুঁটি ও ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মারে ধাক্কা মারে বাসটি। আহত ১২। আশঙ্কাজনক অবস্থা চার জনের। সোমবার সকাল থেকেই ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কম ছিল। কুয়াশার কারণেই বাসের চালক রাস্তা দেখতে না পেয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি ইলেকট্রিকের খুঁটি এবং ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মারে ধাক্কা মারে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্ষীরপাই গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাঁদের মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পুলিশ বাসটিকে ক্রেন দিয়ে টেনে উদ্ধার করেছে। ঘটনার পরে এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ও পরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

মহিলা কাউন্সিলারের টাকা নেওয়ার ভিডিও ভাইরাল! কটাক্ষ বিজেপির

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২২ ডিসেম্বর ঃ নদীয়ার গয়েশপুর পৌরসভার ঘটনা। সম্প্রতি গয়েশপুর পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের মহিলা তৃণমূল কাউন্সিলার সোমা ঢালি দাস এর একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। ভিডিওতে দেখা গেছে, সোমা ঢালিকে দাসকে ২ লাখ দিচ্ছেন এক মহিলা। সেই টাকা গোনার জন্য সোমা সেই টাকা দিলেন পাশে থাকা এক ব্যক্তিকে। যিনি একজন ঠিকাদার। আর এই ভিডিও প্রসঙ্গে দলেরই কাউন্সিলরদের সহ পৌরপতিকে নিশানা করেন সোমা ঢালি, তিনি আরও জানান পৌরপ্রধান টেন্ডার ছাড়াই কাজ দেয় কন্ট্রাক্টারদের, পাশাপাশি রাস্তা তৈরি সহ বিভিন্ন ভাবে সাধারণ মানুষের থেকেও টাকা তোলে! আর এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি, বিজেপির নদীয়া দক্ষনের মুখপাত্র সোমনাথ কর বলেন এটা হরিনঘাটা নয় শুধু গোটা রাজ্যের প্রতিটা পৌরসভা, পঞ্চায়েত সর্বত্রই একই ছবি, কাঠমানি, তোলাবাজি ছাড়া তৃণমূল চলতে পারে না! আর এর সরাসরি যোগ আছে কালিঘাটেও। বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কাউন্সিলারের এমন ভাবে টাকা নেওয়ার ভিডিও ভাইরাল হওয়া ও তা নিয়ে প্রকাশ্যে দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তৃণমূলের কাউন্সিলারের প্রকাশ্যে মুখ খোলা আগামী দিনে যে তৃণমূলকে যথেষ্ট কোনঠাসা করতে ছাপিয়ে পরবে বিরোধীরা তা বলাই বাহুল্য।

২৫ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বনাঞ্চল খোলা রাখার সিদ্ধান্ত রাজ্যের

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর ঃ পর্যটকদের সুবিধায় বন দপ্তর আগামী ২৫ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বনাঞ্চল পর্যটকদের জন্যে খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সপ্তাহের বৃহস্পতিবার জঙ্গল বন্ধ থাকলেও পর্যটন মরসুমের কথা মাথায় রেখে ওই দুইদিন গরুমারা ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান খোলা থাকবে বলে দপ্তর থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে আলিপুরদুয়ারের বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ বড়দিনে তা খোলা থাকবে বলে জানিয়েছে।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ 1. SUSHAMA ROY W/o PRADIP Kr. ROY
2.DIPAK Kr. ROY S/O Lt. NAGENDRA NARAYAN ROY
SENPARA, JALPAIGURI
আমোক্তারনামা দাতাঃ KSHITISH SARKAR, S/o. Lt. RADHIKA MOHAN SARKAR
ঠিকানাঃ RABINDRANAGAR COLONY, SENPARA, JALPAIGURI
গ্রহীতাঃ MANARANJAN SARKAR, S/o. Lt. RADHIKA MOHAN SARKAR, SENPARA, JALPAIGURI
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ 117 নং বহি 06/05/2011 নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ 460, Dt. 30.01.2013
নামজারি কেস নংঃ MN/2025/0702/13004 & 13003
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ MOUZA: KHARIA, J.L. no-07, KH.No- 297, L.R. Plot no- 984, L.R. Sheet no.-12, P.S.- KOTWALI (i) AREA: 0.05 acres (ii) AREA: 0.033 acres
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ 1. SUSHAMA ROY W/o PRADIP Kr. ROY 2.DIPAK Kr. ROY S/O Lt. NAGENDRA NARAYAN ROY
ঠিকানাঃ SENPARA, JALPAIGURI

Tender has invited by the **Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity for Construction of Road, Leachpit with silt chamber, NIT No. 25/PUR/EO/2025-26 Dt.-17.12.2025, Tender ID No. 2025_ZPHD_976613 SL No. 1 to 06**. Last date for submission of Tender: **14/01/25 up to 2.00 P.M. and NIT No. 26/PUR/EO/ 2025-26 Dt.-20.12.2025, Tender ID No. 2025_ZPHD_977503 SL No. 1 to 03**. Last date for submission of Tender: **13/01/25 up to 10.55 A.M. wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity, Hooghly

কাটিহার ডিভিশনে সিগন্যালিং -এর কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৬৪; তারিখ ঃ ১৭-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম ঃ** এসএসই/ এসআইজি/কাটিহারের এখতিয়ারাধীন বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনের জন্য সিগন্যালিং সহায়তা প্রদান। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৬,৫৯,৭২৬/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,১৩,২০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৮-০১-২০২৬ তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্য ০৮-০১-২০২৬ তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ টিআরডি/ এলএমজি/২৫ অব ২০২৫-২৬, তারিখঃ ১৭-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ই এল-টিআরডি-এনএফআর-এলএমজি-ওএইচই-এমওডি-৪৬, **কাজের নামঃ** উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং ডিভিশনের অধীনে পাঁচগ্রাম-সালচাপড়া সেকশনের কেএম ৮/৭-৮, ১২/৪-৫, ১৩/৭-৮-এ অতিরিক্ত ওয়াটারওয়েস (৩টি মাইনর ব্রিজ ৪.০×২.৫ এম) ব্যবস্থা এবং কটাখাল - ভৈরবী সেকশনের ব্রিজ নং. ১২৬ (কেএম ৬৩/৫-৬), ব্রিজ নং. ১৩৪ (কেএম ৬৮/১-২) ও ব্রিজ নং. ১৪১ (কেএম ৭২/৭-৮)-এ আরসিসি বক্স (৩.০এম× ২.৫এম)-এর দ্বারা হিউম পাইপের প্রতিস্থাপনর সাথে সংযোগী ২৫ কেভি, ৫০ এইচজেড, সিঙ্গল-ফেজ ওএইচই অস্থায়ী স্লিউইং এবং পুটিং ব্যাক। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ২৪,৯৭,৩৩৮/- টাকা; বায়নার ধনঃ ৫০,০০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৯-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

PUBLIC NOTICE

I/We, MYADAM DAYAKAR Son of Late M VENKAIAH GUPTA residing at 4-7- 248 ESAMIA BAZAR HYDERABAD TELANGANA 500027, hereby give NOTICE, that the following share certificates of LA OPALA RG LTD., Folio No. 0001000 the share certificate No(s)123 and 35666 having distinctive No.(s) from 299001 to 300000 and from 55637501 to 55638500 comprising of/aggregating to 2000 equity shares and registered in my/our name(s) is/are lost/ misplaced/not traceable and I/we have approached the Company, for issue of duplicate share certificate(s) in lieu thereof. If no objection is received by the Company or its Registrars & Share Transfer Agents M/s. Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd., at 23, R.N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata 700001, withing 15 days from the date of publication of this Notice, the Company will proceed to issue the duplicate share Certificate(s)

Place : Kolkata
Date : 23/12/2025
DAYAKAR MYADAM
Name of Shareholder(s)

TARAKESWAR MUNICIPALITY

E-TENDER NOTICE

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender for following Development work Under APAS Scheme within Tarakeswar Municipality:

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission start date	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
1	2025_MAD_5004375_1	23.12.2025	02.01.2026	05.01.2026
2	2025_MAD_5004375_2	23.12.2025	02.01.2026	05.01.2026
3	2025_MAD_5004375_3	23.12.2025	02.01.2026	05.01.2026

Details information will be available from the website- **http://wbetenders.gov.in**

Sd/- **Chairman,**
Tarakeswar Municipality

Cooch Behar Municipality

TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tenders for "Construction of different works in different Booths under Amader Para Amader Samadhan (APAS) scheme within Cooch Behar Municipality"

Ward No	Booth No	Tender ID	Estimated Cost in Rs.
5	254	2025_MAD_5004272_1	987295.65
1	186	2025_MAD_5004272_2	126821.58
18	196	2025_MAD_5004272_3	499487.12
13		211 2025_MAD_5004272_4	134098.80
8,15	190, 240, 203	2025_MAD_5004272_5	222287.08
15	202	2025_MAD_5004272_6	824923.68
15	203	2025_MAD_5004272_7	915684.78
11	218	2025_MAD_5004272_8	991386.09
10	225	2025_MAD_5004272_9	971805.03
8	240	2025_MAD_5004272_11	435678.49
20	244	2025_MAD_5004272_14	863334.04
6	257	2025_MAD_5004272_15	794032.45
Submission end date of above tenders- 30/12/202			
3, 4	237,232,233	2025_MAD_5004272_10	1076190.17
8	241	2025_MAD_5004272_13	1002147.98
19,8,15 20, 5	181,189,191, 204,222,240, 252	2025_MAD_5004294_1	1580857.68
9	230	2025_MAD_5004294_2	180200.16
Submission end date of above tenders- 07/01/2026			

Details information will be available from the website–
(i) http://tenders.wb.gov.in and **(ii) www.coochbeharmunicipality.com**
Sd/- **Chairman,**
Cooch Behar Municipality

রঙ্গিয়া মণ্ডলে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্কের ঠিকা প্রদান

রঙ্গিয়া মণ্ডলে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্কের ঠিকা প্রদানের জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. এডিভিটি-এনবিকিউ-ওএসএন		
এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এনবিকিউ-ওএসএন-২১৩-২৫- ২ (এডভার্টাইজিং-অন ষ্টেশন প্রিমাইজ (নন-ডিজিট্যাল)	তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে নিউ বঙ্গাইগাঁও ষ্টেশনের ষ্টেশন পরিসরের ভেতরে এবং বাইরে বিজ্ঞাপন ডিসপ্লের জন্যে (নন-ডিজিট্যাল) রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট এলাকা ১০০০ বর্গফুট।
এএ/২	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এনবিকিউ-ওএসএন-১৮৭-২৫-১ (এডভার্টাইজিং-অন ষ্টেশন প্রিমাইজ (নন-ডিজিট্যাল)	তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ষ্টেশন পরিসরের ভেতরে এবং বাইরে বিজ্ঞাপন ডিসপ্লের হেতু (নন-ডিজিট্যাল) (অর্থাৎ প্ল্যাটফর্ম শেড, পিলার, বুকিং অফিস, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতীক্ষা হল, ষ্টেশন ভবন, সার্কুলেটিং এলাকা, ফুট-ওভার ব্রিজ, প্রবেশ/প্রস্থান গেট আদি), রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা প্রদান। মোট এলাকা ২৫০০ বর্গফুট।

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩১-১২-২০২৫ তারিখে **১২.০০** ঘন্টায় এবং **বন্ধ হবেঃ ১২.৪০** ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www. ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
(1) NIT No. : KMC/XIV/127/117/25-26/APAS (1st Call)
Name of work : **Mnt. of CC passage at Uttar Kasta Danga Road near Pre. No. 93, 76D & 63 etc. Part No. 222 in Ward No. 127**; Work Value : ₹ **4,94,528.28**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **14 Days**.
(2) NIT No. : KMC/XIV/127/120/25-26/APAS (1st Call)
Name of work : **Construction of sanitary latrines at Oxytown near Pre. No. 12C/1 Bus Stand Part No. 224 in Ward No. 127**; Work Value : ₹ **3,77,856.35**; Earnest Money : ₹ **7,600.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date of submission of bid : **07.01.2026 upto 11 am (For Sl. No. 1 & 2)**; Tender will be opened on : **09.01.2026 - 11 am (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **12.12.2025 (From 5 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**.
(3) NIT No. : KMC/XIV/128/057/25-26/R (1st Call)
Name of work : **Raising of manhole covers and catch pit covers at different location of Dr. A.K. Paul Road, D.B. Sengupta Road and Becharam Chatterjee Road etc. in Ward No. 128**; Work Value : ₹ **1,98,476.75**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **15 Days**.
(4) NIT No. : KMC/XIV/127/119/25-26/APAS (1st Call)
Name of work : **Mnt. of CC road at Uttar Kasta Danga Road Kali Company near Pre. No. 56, 41 etc. Part No. 222 in Ward No. 127**; Work Value : ₹ **4,05,859.65**; Earnest Money : ₹ **8,200.00**.
(5) NIT No. : KMC/XIV/127/121/25-26/APAS (1st Call)
Name of work : **Mnt. of CC passage at Oxytown near Pre. No. P-93, P-77 & P-64 etc. Part No. 224 in Ward No. 127**; Work Value : ₹ **4,24,416.66**; Earnest Money : ₹ **8,500.00**; Period of completion : **14 Days (For Sl. No. 4 & 5)**; Last date of submission of bid : **05.01.2026 upto 11 am (For Sl. No. 3 to 5)**; Tender will be opened on : **07.01.2026 - 11 am (For Sl. No. 3 to 5)**; The bid forms and other details are available on and from **15.12.2025 (From 5 pm) (For Sl. No. 3 to 5)**.
(6) NIT No. : KMC/XIV/129/016/25-26/APAS (1st Call)
Name of work : **Maintenance of CC passage & pavers block's pathways surrounding the pond at 4No. R. Nagar Pre. No. P-13, R. Nagar in Ward No. 129 (Part No. 118)**; Estimated Cost : ₹ **4,11,373.12 (Incld. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,300.00**.
(7) NIT No. : KMC/XIV/129/055/25-26/APAS (1st Call)
Name of work : **Maintenance of bituminous road at the bye lane of G.M. Road near Sitala Mandir Bank Qtr. Pre. No. 165/20/2, 168/3 etc. in Ward No. 129 (Part No. 151)**; Estimated Cost : ₹ **3,66,277.83 (Incld. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,400.00**.
(8) NIT No. : KMC/XIV/129/015/25-26/APAS (1st Call)
Name of work : **Development of drainage by U/G sewer line & passage with cement concrete near Pre. No. 4/44, R. Nagar in Ward No. 129 (Part No. 118)**; Estimated Cost : ₹ **2,61,095.00 (Incld. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,300.00**; Period of completion : **15 Days (For Sl. No. 6 to 8)**.
(9) NIT No. : KMC/XIV/129/056/25-26/APAS (1st Call)
Name of work : **Conversion of open drain to U/G sewer line & development to passage with cement concrete at G.M. Road near Sukanta Saloon in Ward No. 129 (Part No. 152)**; Estimated Cost : ₹ **4,15,161.33 (Incld. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,400.00**; Period of completion : **21 Days**; Last date of submission of bid : **29.12.2025 upto 11 am (For Sl. No. 6 to 9)**; Tender will be opened on : **31.12.2025 - 11 am (For Sl. No. 6 to 9)**; The bid forms and other details are available on and from **19.12.2025 (From 5 pm) (For Sl. No. 6 to 9)**.
(10) NIT No. : KMC/XIV/130(O)/004/25-26/OFC (1st Call)
Name of work : **Regular maintenance & housekeeping works (Duration Six Months / Jan'26 to June'26) at Old Block, New Block & Annex Building-I in S.S. Unit**; Estimated Cost : ₹ **4,39,412.62 (Incld. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,800.00**; Period of completion : **180 Days**; Last date of submission of bid : **14.01.2026 (upto 11 am)**; Tender will be opened on : **16.01.2026 (11 am)**.
(11) NIT No. : KMC/XIV/129/023/25-26/APAS (1st Call)
Name of work : **Maintenance of bituminous road at the bye lane of H.M. Road near Pre. No. 96/2 etc. in Ward No. 129, (Part No. 127)**; Estimated Cost : ₹ **3,50,061.57 (Incld. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,100.00**; Period of completion : **15 Days**.
(12) NIT No. : KMC/XIV/130/022/25-26/APAS (1st Call)
Name of work : **Maintenance of paver block passage in the bye lane of S.N.C. Road near Pr. No. 10/1 & 16/1 etc. in Ward No. 130, (Part No. 173)**; Estimated Cost : ₹ **4,35,723.43 (Incld. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,800.00**.
(13) NIT No. : KMC/XIV/130/023/25-26/APAS (1st Call)
Name of work : **Desilting & maintenance of covered surface drain in the Arcadia Area at Backside of BSNL Office etc. in Ward No. 130, (Part No. 181)**; Estimated Cost : ₹ **2,53,456.69 (Incld. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,100.00**; Period of completion : **21 Days (For Sl. No. 12 to 13)**; Last date of submission of bid : **31.12.2025 upto 11 am (For Sl. No. 11 to 13)**; Tender will be opened on : **02.01.2026 - 11 am (For Sl. No. 11 to 13)**; The bid forms and other details are available on and from **23.12.2025 (From 5 pm) (For Sl. No. 10 to 13)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 10), https://tenders.wb.gov.in (For Sl. No. 11 to 13)**.

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-III, KMC** invites online percentage rate e-tender under two bid system for the following work :
NIT No. : EE-III/29/APAS-20/25-26
Name of work : **Development of passage at 2/1/H/3, 2/1/H/1, N.M. Road and its surrounding area in Ward No. 29**; Estimated Cost : ₹ **4,24,691.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,500.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **14.01.2026 (9 am)**; Date and time of opening of tender : **16.01.2026 (9 am)**; The bid forms and other details shall be available on and from **19.12.2025 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/XIII/122/85/25-26/BEUP (1st Call)
Name of work : **Development of road with CC pavement works at Sukanta Nagar near Pr. No. 134, 184. 55D etc. Hem Chandra Mukherjee Road in Ward No. 122, Br.-XIII**; Work Value : ₹ **4,86,493.48**; Earnest Money : ₹ **9,800.00**; Period of completion : **35 Days**; Last date of submission of bid : **13.01.2026 (Upto 11 am)**; Tender will be opened on : **15.01.2026 (11 am)**; The bid forms and other details are available on and from **23.12.2025 (From 5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/048/PS87/2025-2026/P/17 (2nd Call)
Name of work : **Maintenance of Uttaran privy and passage at 4/1C & 18 Madan Dutta Ln. under APAS PS-87, Ward No. 48, Br.-V**; Estimated Cost : ₹ **3,60,506.27 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **17.01.2026 - 11 am**; Date and time of opening of tender : **19.01.2026 - 11 am**; The bid forms and other details are available on and from **26.12.2025 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
(1) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/144/018/25-26/UTTARAN
Name of work : **Maint. of sanitary latrine at slum area of Naskar Para, Kayal Para etc. in Ward No. 144**; Estimated Cost : ₹ **2,99,128.49 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **21 Days**; Last date and time of submission of bid : **10.01.2026 - 12 Noon**; The tender will be opened on : **12.01.2026 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **26.12.2025 (5 pm)**.
(2) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/058/25-26/UTTARAN
Name of work : **Maint. of sanitary latrine at Basundhara Park slum area in Ward No. 126**; Estimated Cost : ₹ **3,99,324.27 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**.
(3) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/063/25-26/UTTARAN
Name of work : **Maint. of surface drain at bye lane of Dakshin Behala Road slum area near Pre. No. C25/24 in Ward No. 126**; Estimated Cost : ₹ **3,98,857.62 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**.
(4) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/062/25-26/UTTARAN
Name of work : **Maint. of C.C. road at bye lane of Talpukur Road slum area near Pre. No. 648 in Ward No. 126**; Estimated Cost : ₹ **3,97,702.15 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**.
(5) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/059/25-26/UTTARAN
Name of work : **Const. of U.G. sewer at Sarkar Hat Lane slum area near Pre. No. 1A in Ward No. 126**; Estimated Cost : ₹ **3,97,492.13 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**.
(6) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/056/25-26/UTTARAN
Name of work : **Improvement of C.C. road at Khyra Para slum area near Pre. No. 775 in Ward No. 126**; Estimated Cost : ₹ **4,49,285.10 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**.
(7) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/060/25-26/UTTARAN
Name of work : **Const. of sanitary latrine at Hathat Colony and Khan Md. Road etc. slum area in Ward No. 126**; Estimated Cost : ₹ **3,99,385.76 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**.
(8) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/064/25-26/UTTARAN
Name of work : **Const. of sanatary latrine at Basundhara Park and Khudirampally etc. slum area in Ward No. 126**; Estimated Cost : ₹ **4,49,432.95 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 2 to 8)**; Last date and time of submission of bid : **13.01.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 2 to 8)**; The tender will be opened on : **15.01.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 2 to 8)**; The bid forms and other details are available on and from **02.01.2026 (5 pm) (For Sl. No. 2 to 8)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 8)**.

CORRIGENDUM

NIT No. : KMC/EE(C)/Br-VIII/084/20/2025-2026/APAS published in this Newspaper on 24.11.2025 (Key No. : 1472/25-26) of Engineering (Civil), Br.-VIII Department (Sl. No. 1) Last date and time submission of bid will be **14.01.2026 - 9 am** instead of 18.12.2025 - 9 am and date of opening of tender will be **16.01.2026 - 9 am** instead of 20.12.2025 - 9 am.
1781/25-26

শুভমান বাদ পড়লেও সূর্যকুমার বিশ্বকাপের টিকিট পেলেন কোন যুক্তিতে?

মুম্বই, ২২ ডিসেম্বরঃ টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬-এর দল ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি কেটে গিয়েছে। কিন্তু বিতর্ক থামেনি। বরং, প্রশ্ন আরও তীব্র, আরও জোরালো হয়েছে। একদিকে টেস্ট ও ওয়ানডে দলের অধিনায়ক শুভমান গিলের ছিটকে যাওয়া। অন্যদিকে, দীর্ঘদিন রান না পাওয়া সূর্যকুমার যাদবের থেকে যাওয়া-তাও আবার অধিনায়ক হিসেবে। এই দুই বিপরীত মেরুর সিদ্ধান্তের ভিতরের যুক্তিটাই এখন কৌতূহলের কেন্দ্রে। আইএএনএস সূত্রে খবর, শুভমান গিলকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সহজ ছিল না। কিন্তু নির্বাচকদের নজরে তা কঠিন হলেও 'জরুরি'। গত কয়েক মাস ধরেই টি-২০ দলে তাঁর ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হচ্ছিল। ওপেনিংয়ে অভিষেক শর্মা ও সঞ্জু স্যামসনের যে আক্রমণাত্মক জুটি তৈরি হয়েছিল, গিল ফেরার পর তা ভেঙে পড়ে। সংখ্যাটাও একদিনের দলের অধিনায়কের পক্ষে যায়নি। শেষ পনেরো ইনিংসে তাঁর রান মাত্র ২৯১। গড় ২৪.২৫। স্ট্রাইক রেট ১৩৭.২৬। এই পরিসংখ্যান বিশ্বকাপের মঞ্চে ভরসা জাগানোর মতো নয়-এমনটাই মত নির্বাচক মহলের। সূত্রের বক্তব্য, গিলকে নিয়ে পরিকল্পনা কাজ করছে না-এই উপলব্ধি অনেক আগেই হয়েছিল। প্রশ্ন ছিল, কবে বদল আনা হবে। শেষ পর্যন্ত দল ঘোষণার দিনেই সেই 'কোর্স কারেকশন' করা হয়েছে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত লখনউয়ের সেই কুয়াশায় ভেস্তে যাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ। ঠিক পরের দিন অনুশীলনে গিলের পায়ে চোট। আর তখনই জোরালোভাবে উঠে আসে-সঞ্জুকে আবার ওপেনিংয়ে, রিঙ্কু সিংকেও দলে আনা হোক। সেই ভাবনাই শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হল। এখানেই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। গিলের মতো সূর্যকুমারের ফর্মও ভালো নয়। শেষ বাইশ ইনিংসে রান ২৪৪। একটাও অর্ধশতরান নেই। তবু তিনি দলে, তাও আবার অধিনায়ক। ব্যাখ্যা খুব স্পষ্ট-বিশ্বকাপের ঠিক আগে অধিনায়ক বদলানো কোনও স্তরের ভাবনাতে ছিল না। নির্বাচক বৈঠকে এই বিষয়টা একেবারে টেবিলের বাইরে রাখা হয়েছিল। এক সূত্রের সাফ কথা, ''বিশ্বকাপের আগে ক্যাপ্টেন বাদ দিলে সেটা হাস্যকর দেখাত!'' পাশাপাশি সূর্যকুমারের অতীত অবদানও একটা বড় ফ্যাক্টর। ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপ এবং ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় দলের সাফল্যের অন্যতম মুখ তিনি। শেষ তিনটি আইসিসি ইভেন্টে টিম ইন্ডিয়া মাত্র একটি ম্যাচ হেরেছে-এই রেকর্ডের নেতৃত্বে ছিলেন সূর্যই। সেই অভিজ্ঞতা এবং ড্রেসিংরুমে তাঁর প্রভাবকে এখনই কাটছাঁট করতে চাননি নির্বাচকেরা। গোটা সিদ্ধান্তপ্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে একটা বার্তা পরিষ্কার-নাম বা খ্যাতি কোনওটাই চূড়ান্ত নয়। গিলের বাদ পড়া দেখিয়ে দিয়েছে, খারাপ রিটার্ন হলে যে কারও ঘাড়ে কোপ পড়তে পারে। আবার সূর্যকুমারের থাকা বুঝিয়ে দিচ্ছে, বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টে স্থিতিশীল নেতৃত্বকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। অক্ষর প্যাটেলকে সহ-অধিনায়ক করা, ওপেনিংয়ে আগ্রাসনে ফেরানো, মিডল অর্ডারে রিঙ্কুর মতো ফিনিশার-সব মিলিয়ে এই দলটা আবেগ নয়, হিসেব কষেই বানানো। এখন প্রশ্ন একটাই-এই সুচিন্তিত হিসেব মাঠে ফল দেবে তো? ২০২৬ বিশ্বকাপে তারই উত্তর খুঁজবে ভারত।

অবসর নিয়ে রোহিতের মন্তব্য

এখনই মাটিতে নামার সময় আসেনি, প্লেন আকাশেই উড়ছে

মুম্বই, ২২ ডিসেম্বরঃ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভবিষ্যৎ নিয়ে চলা সব জল্পনায় কার্যত জল ঢেলে দিলেন রোহিত শর্মা। এক সময় অধিনায়কত্ব হারানো, ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন-সব কিছুর জবাব দিলেন তিনি। ২০২৫ সালে দুরন্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে একদিনের ক্রিকেটে বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটার হয়ে ওঠার পর, কেরিয়ার ও ভবিষ্যৎ নিয়েও স্পষ্ট ছবি এল হিটম্যানের মেসেজ থেকে। বললেন, ''এখনও মাটিতে নামার সময় আসেনি, প্লেন আকাশেই উড়ছে।'' ২০২৫ সালটা রোহিতের কাছে কামব্যাকের বছর। এই বছরে ভারতের হয়ে মোট ১৪টি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন। ব্যাট হাতে করেছেন ৬৫০ রান। ঝুলিতে রয়েছে দু'টি শতরান এবং চারটি অর্ধশতরান। এই ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের ফলেই আইসিসি ওডিআই ব্যাটার র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটারের শিরোপা দখল করেছেন মুম্বইয়ের এই তারকা। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া সফরের তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে রোহিতের ব্যাটিং নজর কেড়েছিল গোটা ক্রিকেটবিশ্বের। সিরিজে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন তিনি এবং স্বাভাবিক ভাবেই জিতেছিলেন 'প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ' পুরস্কার। সেই সিরিজের পরই তাঁর কেরিয়ারে প্রথমবার ওডিআই ব্যাটারদের তালিকায় শীর্ষে ওঠা। কিন্তু এই সাফল্যের আগে পরিস্থিতি ছিল একেবারেই অন্য রকম। অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে উঠছিল একের পর এক প্রশ্ন। বিশেষ করে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতানোর পরও তাঁকে ভারতের একদিনের অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ায় জল্পনা আরও বেড়েছিল। অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, রোহিতের সময় বুঝি ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু বিদেশের মাটিতে ব্যাট হাতে জবাব দিয়েছেন তিনি। প্রমাণ করেছেন, ফর্ম আর ক্লাস-দুটোই অটুট। অস্ট্রেলিয়ার পর ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজেও নিজের ছন্দ ধরে রেখেছেন রোহিত। সেই সিরিজেও দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অর্ধশতরান এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। ধারাবাহিকতার এই গ্রাফই তাঁকে এনে দিয়েছে বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটারের মুকুট। এ সপ্তাহে মুম্বইয়ের হয়ে 'বিজয় হাজারে ট্রফি' খেলতে নামার আগে রবিবার গুরুগ্রামে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন রোহিত। সেখানেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে মুখ খোলেন। জানিয়ে দেন, এখনও 'উপরেই থাকতে' চান। অনুষ্ঠানে নিজের জীবনকে বিমানের সঙ্গে তুলনা করে ক্রিকেটার বলেন, ''শুরুটা তাঁর কাছেও সহজ ছিল না। কিন্তু একবার গতি পেয়ে গেলে, সেই 'প্লেন' যে উচ্চতায় উঠেছে, এখনও নামেনি। একবার যখন ৩৫-৪০ হাজার ফুট উচ্চতায় পৌঁছনো যায়, তখন যাত্রা স্বস্তির হয়-খাওয়া, ঘুম সবকিছুই স্বাভাবিক লাগে। জীবনের ক্ষেত্রেও তেমন। গতি পেলে সেখানে টিকে থাকাটাই আসল।'' রোহিত স্পষ্ট করে দিয়েছেন, অবতরণ যে হবেই, তা তিনি জানেন। কিন্তু কখন নামবেন, সেটা একান্তই তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত। আপাতত বার্তা একটাই-ফর্ম থাকলে, খিদে থাকলে এবং শরীর সায় দিলে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় নেওয়ার কোনও তাড়াহুড়ো নেই। ৩৮ বছর বয়সেও রোহিত শর্মা যে এখনও ভারতের ব্যাটিংয়ের অন্যতম ভরসা, ২০২৫ সালের পরিসংখ্যান আর র‍্যাঙ্কিং সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে।

টি২০ বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ পড়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে গিল!

মুম্বই, ২২ ডিসেম্বরঃ রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির পথেই এগোচ্ছেন শুভমন গিল। সম্প্রতি ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ পড়েছেন তিনি। আগামী মাসে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের এক দিনের সিরিজে খেলবেন তিনি। তার আগে ঘরোয়া ক্রিকেটে মন শুভমনের। পাঞ্জাবের বিজয় হজারে ট্রফির দলে নাম রয়েছে শুভমনের। সঙ্গে ভারতীয় দলে খেলা আরও দুই ক্রিকেটার অভিষেক শর্মা ও অর্শদীপ সিংহের নামও সেখানে রয়েছে। জাতীয় দলের এই তিন ক্রিকেটার ছাড়াও প্রভসিমরন সিংহ, নমন ধির, অনমোলপ্রীত সিংহ, রমনদীপ সিংহ, হরপ্রীত ব্রারদের নিয়ে শক্তিশালী দল তৈরি করেছে পাঞ্জাব। ২৪ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিজয় হজারের প্রথম ম্যাচ খেলবে তারা। পাঞ্জাবের দলে থাকলেও শুভমন, অভিষেক ও অর্শদীপ কতগুলি ম্যাচ খেলবেন তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ, ১১ জানুয়ারি থেকে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ শুরু ভারতের। এক দিনের দলের অধিনায়ক শুভমন। তিনি সেখানে খেলবেন। এক দিনের সিরিজের পর পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ রয়েছে। সেখানে অভিষেক ও অর্শদীপকে দেখা যাবে। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগে নিউ জিল্যান্ড সিরিজই ভারতের শেষ প্রস্তুতির মঞ্চ। বিজয় হজারের গ্রুপ পর্বে পঞ্জাব তাদের সাতটি ম্যাচই খেলবে জয়পুরে। মহারাষ্ট্র ছাড়া ছত্তীসগড়, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, সিকিম, গোয়া ও মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে তাদের। ৮ জানুয়ারি গ্রুপ পর্ব শেষে। তার তিন দিন পর থেকে শুরু নিউ জিল্যান্ড সিরিজ। তাই সব ম্যাচ না হলেও শুরুর দিকের কয়েকটি ম্যাচ শুভমন খেলবেন, এমনটাই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। এ বার মুম্বইয়ের হয়ে রোহিত ও দিল্লির হয়ে কোহলি বিজয় হজারেতে খেলবেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড তাঁদের নির্দেশ দিয়েছে, ২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপের দলে জায়গা পাকা করতে হলে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে। সেই নির্দেশ মেনেই বিজয় হজারেতে নামছেন দুই সিনিয়র ক্রিকেটার। পাশাপাশি ঋষভ পন্থকেও এই প্রতিযোগিতায় দেখা যাবে। তাঁদের পথেই হাঁটছেন শুভমন। তিনিও খেলবেন বিজয় হজারে ট্রফি। এশিয়া কাপের আগে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের সহ-অধিনায়ক করা হয়েছিল শুভমনকে। কিন্তু ছোট ফরম্যাটে তাঁর ব্যাটে রান নেই। পাশাপাশি লখনউয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ম্যাচের আগে পায়ে চোটও পান তিনি। ফলে শেষ ম্যাচ খেলেননি। তার পরই বিশ্বকাপের দলঘোষণার সময় দেখা যায়, শুভমনকে বাদ দেওয়া হয়েছে। নেপথ্য কারণ শুভমনের ফর্ম হলেও বোর্ড যুক্তি দিয়েছে, দলের ভারসাম্য ধরে রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুভমনের বদলে বিশ্বকাপের দলে ঢুকেছেন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ব্রাত্য থাকা রিঙ্কু সিংহ। সুযোগ পেয়েছেন ঈশান কিশনও।

দ্রুততম 'সেঞ্চুরি' করে পরের সেঞ্চুরিতে তাকিয়ে কেইন

হাইডেনহেইম, ২২ ডিসেম্বরঃ বুন্ডেসলিগায় হাইডেনহাইমকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে বছর শেষ করল বায়ার্ন মিউনিখ। চোটাঘাত ও নানা কারণ মিলিয়ে প্রথম পছন্দের একাদশের বেশ কজনকে ছাড়া একাদশ সাজালেও বড় জয়েই মাঠ ছাড়ে তারা। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ৯ পয়েন্ট এগিয়ে থেকে নতুন বছর শুরু করবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচের ১৫তম মিনিটে বায়ার্নকে এগিয়ে দেন ক্রোয়াট ডিফেন্ডার ইয়োসিপ স্তানিসিচ। ৩২তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ান মাইকেল ওলিসে। ৮৬তম মিনিটে গোল করেন লুইস দিয়াস। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে কাঙ্ক্ষিত গোলটি করেন কেইন। বুন্ডেসলিগায় তার ৮১তম গোল এটি। এছাড়া সহায়তা করেছেন ১৯টি গোলে।

বুন্ডেসলিগায় গোল করা ও অ্যাসিস্ট মিলিয়ে ১০০ গোলে অবদান রাখলেন তিনি স্রেফ ৭৮ ম্যাচ খেলেই। দ্রুততম ১০০ গোলে অবদানের আগের রেকর্ডটি স্রেফ গুঁড়িয়ে দিলেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড। জার্মানির শীর্ষ লিগে গোলে অবদানের দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটি আগে ছিল আরিয়েন রবেনের। সাবেক ডাচ উইঙ্গারের লেগেছিল ১১৯ ম্যাচ। বায়ার্নের জার্সিতেও আগেও বেশ কিছু রেকর্ড গড়ে ফেলেছেন কেইন। নতুন অর্জনেও তিনি আপ্লুত। যদিও বলছেন, রেকর্ড নিয়ে খুব একটা ভাবনা থাকে না তার। ৩২ বছর বয়সী তারকা তবু তাকিয়ে পরের একশতে। শেষ পর্যন্ত গোলটি করতে পারায় ভালো লেগেছে। আগেও কয়েকটি সুযোগ পেয়েছি, কাজে লাগাতে না পেরে বিরক্ত ছিলাম। পরে একটি অন্তত পেরেছি। অবশ্যই খুবই গর্বিত (রেকর্ড নিয়ে)। প্রতিটি দিনের যে নিবেদন সতীর্থরা, সাপোর্ট স্টাফদের কথাও বলতে হবে, যারা আমাকে আরও ভালো করে তোলে ও উন্নতি সহায়তা করে। আমি এসব রেকর্ডের দিকে অবশ্য খুব একটা তাকাই না। তবে যখন তা ধরা দেয়, ভালো লাগে এবং পরের অর্জনে তাকাতে ভালোবাসি। কাজেই দেখা যাক, পরের একশ কত দ্রুত করতে পারি। অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছুটতে থাকা স্ট্রাইকার এবারের লিগে ১৫ ম্যাচেই করে ফেললেন ১৯ গোল। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এই মরসুমে তার গোল এখন ২৫ ম্যাচে ৩০টি।

বুধবার থেকেই বন্ধ হচ্ছে বাগানের অনুশীলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বরঃ এখনও অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ। অন্যান্য মরসুম গুলিতে এমন সময় জোরকদমে চালু থাকে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। কিন্তু এবার পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন। চলতি মাসের শুরুতেই এফএসডিএলের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের। সেই কথা মাথায় রেখে গত কয়েক মাসে ক্লাব গুলির সঙ্গে একাধিকবার বৈঠকে বসেছিল এআইএফএফ। কিন্তু মেলেনি সমাধান সূত্র। এমন পরিস্থিতিতে অনুশীলন বন্ধ রেখেছে দেশের প্রথম সারির অধিকাংশ ফুটবল ক্লাব। তবে ব্যতিক্রম ছিল মোহনবাগান। গত নভেম্বরে শুরু হয়েছিল সর্বভারতীয় কাপ টুর্নামেন্ট তথা সুপার কাপ। যা শেষ হয়েছে চলতি

মাসের সাত তারিখে। তারপর থেকেই যথেষ্ট নিষ্ক্রিয় রয়েছে দেশের প্রথম ডিভিশনের অধিকাংশ দল। তবে এমন পরিস্থিতিতে হোসে মোলিনাকে বিদায় জানিয়ে সার্জিও লোবেরার হাতে দলের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। ওড়িশা এফসির এই প্রাক্তন কোচের অনুপস্থিতিতে প্রথম কয়েকদিন বাস্তব রায় সহ অন্যান্য সহকারীরা দলের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর ভিসা সমস্যা মিটিয়ে শহরে আসেন লোবেরা। তাঁর তত্ত্বাবধানে বেশ কয়েকদিন অনুশীলন করেছিলেন জেসন কামিন্স থেকে শুরু করে শুভাশিস বসুরা। তারপর ডায়মন্ড হারবার এফসির বিপক্ষে একটি প্রস্তুতি ম্যাচে ও নেমেছিল দল। সম্পূর্ণ সময়ের শেষে বিরাট বড় ব্যবধানে সেই ম্যাচে জয় পেয়েছে মেরিনার্সরা। সেই নিয়ে যথেষ্ট খুশি সমর্থকরা। এবার আসন্ন প্রথম ডিভিশন লিগে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার লক্ষ্য থাকবে সকলের। তবে এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি আইএসএলের দিনক্ষণ। এসবের মাঝেই এবার বড়দিনের পাশাপাশি ইংরাজি নববর্ষকে মাথায় রেখে দলের ফুটবলারদের বেশকিছু দিন ছুটি দিলেন সার্জিও লোবেরা। সেই অনুযায়ী আগামী ২৪ শে ডিসেম্বর থেকে ২রা জানুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ থাকতে চলেছে সবুজ-মেরুনের অনুশীলন। খেলোয়াড়রা নিজেদের মতো করে এই ছুটি কাটিয়ে ফের যোগ দেবেন অনুশীলনে। এই ছুটিতে নিজেদের ফিটনেসের দিকে ও বিশেষ নজর দিতে চাইবেন সকলে।

বেকহ্যাম পরিবারে ভাঙন কি সত্যিই চূড়ান্ত?

ফ্লোরিডা, ২২ ডিসেম্বরঃ এতদিন গুঞ্জন ছিল। এবার যেন প্রকাশ্যে সিলমোহর পড়ল। ডেভিড বেকহ্যাম ও তাঁর স্ত্রী ভিক্টোরিয়া বেকহ্যাম ইনস্টাগ্রামে আর 'ফলো' করছেন না তাঁদের বড় ছেলে ব্রুকলিন বেকহ্যামকে। পাল্টা ব্রুকলিনও বাবা-মাকে আনফলো করেছেন বলে খবর। ব্যক্তিগত দূরত্ব যে আর গোপন নেই, সোশ্যাল মিডিয়ায় এহেন আলো-ছায়ার খেলা, তা স্পষ্ট করে দিল। শুধু বাবা-মা নন, পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গেও সম্পর্কের ফাটল ক্রমশ পরিস্কার। রিপোর্ট অনুযায়ী, ব্রুকলিনের দুই ভাই রোমিও বেকহ্যাম ও ক্রুজ বেকহ্যামও তাঁকে আনফলো করেছেন। অন্যদিকে ব্রুকলিনের স্ত্রী নিকোলা পেল্টজ বেকহ্যাম বহুদিন ধরেই বেকহ্যাম পরিবারের কাছের লোকজনদের ফলো করেন না বলে জানা যাচ্ছে। সবমিলিয়ে বলা যেতে পারে-দু'পক্ষের দূরত্ব এখন আর অনুমানের স্তরে নেই! মার্কিন সংবাদমাধ্যম পিপল ম্যাগাজিনের রিপোর্ট বলছে, ব্রুকলিন নিজে 'দ্বিধাগ্রস্ত'। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, বাবার সঙ্গে সম্পর্ক অনেক সময় 'পারিবারিক' কম, 'পেশাদার' বেশি বলে মনে হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রশ্ন একটাই-এই 'আনফলো'-র আসল জটিলতা সাময়িক রাগ, নাকি বেকহ্যাম পরিবারের সম্পর্কে স্থায়ী ছেদ? আপাতত সবার মুখে কুলুপ আঁটা। ঝেড়ে কাশছে না কেউই।

ইউনাইটেডকে হারিয়ে ৩৫ বছর পর ভিলার টানা ৭

উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যাওয়া ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ভুগল গোলমুখে, হাতছাড়া করল অনেক সুযোগ। চলতি মরসুমে দারুণ ধারাবাহিক অ্যাস্টন ভিলা রক্ষণে দেখাল দারুণ দৃঢ়তা, আক্রমণে কার্যকারিতা। তাতে ৩৫ বছরের মধ্যে প্রথমবার ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে টানা সাত জয় পেল তারা।

বার্মিংহ্যাম, ২২ ডিসেম্বরঃ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে রবিবার ঘরের মাঠে ২-১ গোলে জিতেছে ভিলা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে উনাই এমেরির দলের এটি টানা দশম জয়। জোড়া গোল করেছেন ভিলার মর্গ্যান রজার্স। একবার সমতা ফেরানো ইউনাইটেডের মাথেউস কুইয়া পরে নষ্ট করেছেন অনেকগুলো সহজ-কঠিন সুযোগ। কী দুর্দান্তভাবেই না ঘুরে দাঁড়িয়েছে ভিলা। ২৮ বছরের মধ্যে মরসুমে সবচেয়ে বাজে শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে ১১১ বছরের মধ্যে নিজেদের সেরা সময় কাটাচ্ছে দলটি। ঘুরে দাঁড়িয়ে দুর্দান্ত এই পথ চলায় তারা এবার হারিয়েছে হুবেন অ্যামুরির দলকে। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে শুরু থেকে জমে ওঠা ম্যাচে সপ্তম মিনিটে ডাবল সেভে ভিলাকে হতাশ করেন ইউনাইটেড গোলরক্ষক সেন লামেন্স। পরের মিনিটে রজার্সের শট ব্যর্থ হয় পোস্টে লেগে। শুরুতেই পিছিয়ে পড়া থেকে বেঁচে যায় ইউনাইটেড। ২২তম মিনিটে বেনিয়ামিন শেশকোর শট ঠেকিয়ে দেন এই ম্যাচ দিয়ে পোস্টে ফেরা এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। গতিময় ফুটবলে আসতে থাকে একের পর এক সুযোগ। বারের নিচে ব্যস্ত সময় কাটে দুই গোলরক্ষকের। ৩৩তম মিনিটে রজার্সের শট ঠেকান লামেন্স। পরের মিনিটে কুইয়াকে হতাশ করেন মার্তিনেজ। ৪৫তম মিনিটে

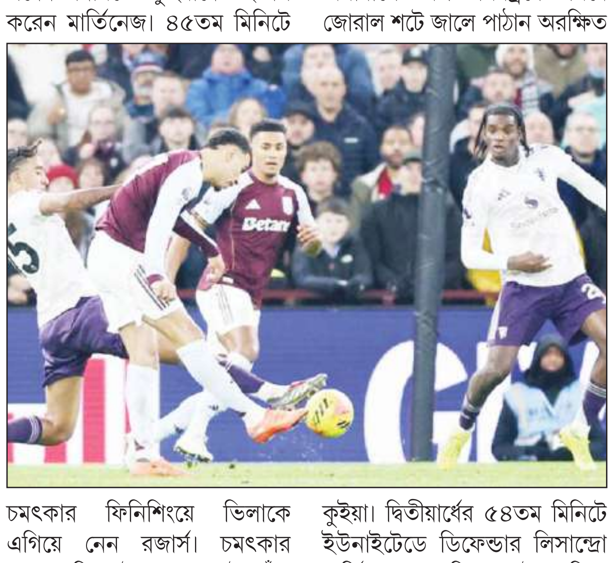

চমৎকার ফিনিশিংয়ে ভিলাকে এগিয়ে নেন রজার্স। চমৎকার আড়াআড়ি শটে দূরের পোস্ট ঘেঁষে জাল খুঁজে নেন তিনি, কোনো সুযোগই ছিল না গোলরক্ষকের। এগিয়ে যাওয়ার স্বস্তি বেশিক্ষণ থাকেনি। যোগ করা সময়ে ম্যাটি ক্যাশের 'উপহার' কাজে লাগিয়ে সমতা ফেরান কুইয়া। একজনের চ্যালেঞ্জের মুখো গোলরক্ষকের দিকে দুর্বল ব্যাক পাস দেন ক্যাশ। অনায়াসে বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে জোরাল শটে জালে পাঠান অরক্ষিত কুইয়া। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৪তম মিনিটে ইউনাইটেডে ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্তিনেজের গতিময় শট বেরিয়ে যায় পোস্ট ঘেঁষে। তিন মিনিট পর আরেকটি চমৎকার গোলে ভিলাকে ফের এগিয়ে নেন রজার্স। যেন প্রথম গোলেরই পুনরাবৃত্তি। প্রায় একই জায়গায় বল পেয়ে একইভাবে আড়াআড়ি শটে দূরের পোস্ট দিয়ে খুঁজে নেন জাল। ৬৭তম মিনিটে দলকে সমতায় ফেরানোর সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করেন কুইয়া। মাত্র পাঁচ গজ দূর থেকেই হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তিনি! ৮৫তম মিনিটে লিসান্দ্রো মার্তিনেজের কাছ থেকে বল পেয়ে দূরপাল্লার শটে গোলের চেষ্টা করেন কুইয়া। কিন্তু তৎপর মার্তিনেজকে পরাস্ত করতে পারেননি তিনি। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে শেষ একটা সুযোগ পেয়েছিলেন ম্যাসন মাউন্ট। কিন্তু তার ফ্রি কিক একটুর জন্য লক্ষ্যে থাকেনি। লিগে ছয় ম্যাচের মধ্যে দ্বিতীয় হারের হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা। ১৭ ম্যাচে ১১ জয় ও তিন ড্রয়ে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে আছে ভিলা। এক পয়েন্ট বেশি নিয়ে দুই নম্বরে ম্যানচেস্টার সিটি। ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় আর্সেনাল। ২৬ পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে আছে ইউনাইটেড। এই ম্যাচে আফ্রিকা কাপ অব নেশন্স, চোট ও নিষেধাজ্ঞার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন খেলোয়াড়ের অভাব প্রবলভাবেই অনুভব করেছে তারা।

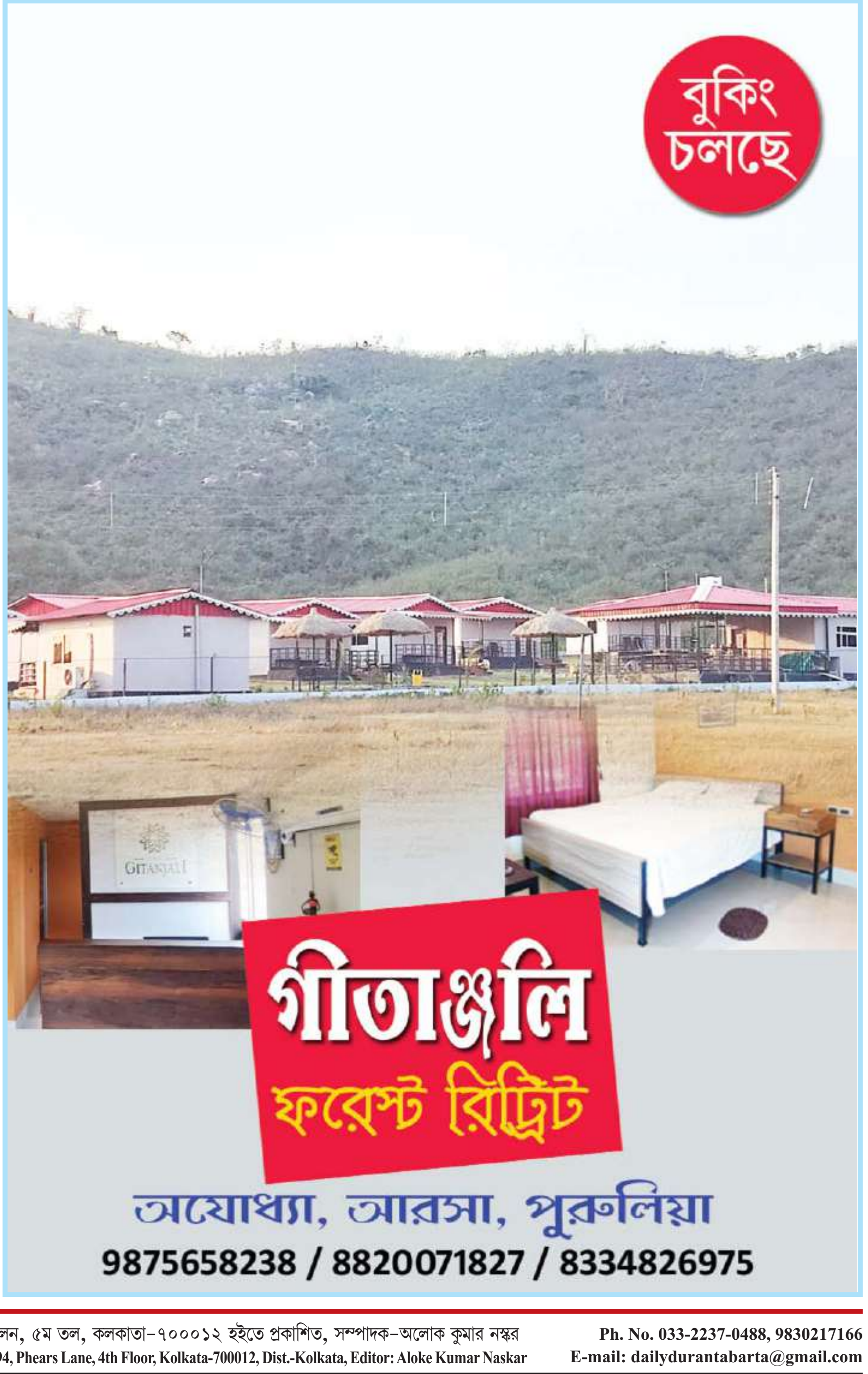

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com